উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৮ কার্তিক ১৪২৯ শনিবার ৫.০০ টাকা 5 November 2022 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

কেশরের রঙে চায়ের ক্যানভাসে নতুন ছবি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দার্জিলিং, ৪ নভেম্বর : পাহাড়ের ইতিহাসে সূচনা হল এক নতুন অধ্যায়ের। দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর দার্জিলিংয়ের মাটিতে সাফল্য পেল 'লাল সোনা' কেশর চাষ। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পাহাড়ে ফুটেছে ৩৭টি কেশর ফুল। পরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে সেইসব ফুলের স্টিগমা বা কেশরের গুণগতমান কোনও অংশেই কাশ্মীরের কেশরের থেকে কম নয়। আর অবিশ্বাস্য সেই সাফল্য এসেছে বাঙালি কৃষিবিজ্ঞানী অশোক সাহার হাত ধরে। অশোক উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্যবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর কৃতিত্বে খুশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে সহকর্মী সকলেই।

বিশ্বের দামি মশলাগুলির অন্যতম কেশর। বর্তমানে ভারতীয় বাজারে এক কেজি কেশরের দাম গড়ে চার লক্ষ টাকা। দার্জিলিংয়ের বৃহত্তর অংশে কেশর চাষ শুরু হলে পাহাড়ের অর্থনীতি অন্য খাতে বইতে শুরু করবে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।

চা ও কমলালেবুর জন্য দার্জিলিং পৃথিবী বিখ্যাত। দুই প্রধান অর্থকরী ফসলের অবস্থাই ধীরে ধীরে বেহাল হচ্ছে। কোভিডের পর থেকে বিশ্ব বাজারে দার্জিলিং চায়ের বিক্রি তুলনায় কমেছে। রোগপোকার আক্রমণে কয়েক বছর ধরে

দার্জিলিং পাহাড়ে এভাবেই ফুটে রয়েছে কেশর ফুল।

কমলা চাষেও সেভাবে মুনাফা করতে পারছেন না পাহাড়ের বাসিন্দারা। কেশর চাষে সাফল্য পাহাড়কে নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে।

অশোকের বক্তব্য, 'আরও বেশ কিছু বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন। সেগুলি সম্পন্ন হলে চাষের ক্ষেত্রে সাফল্য বেশি আসবে। তাপমাত্রা ও উচ্চতা কেশর চাষে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দার্জিলিং পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় পাইলট প্রোজেক্ট তৈরি করে পরীক্ষামূলক চাষ করতে হবে। তার ভিত্তিতে কেশর চাষের এলাকা চিহ্নিত করতে হবে।' তবে গবেষণামূলক সেই কাজের জন্য আর্থিক সমস্যার কথাও

উল্লেখ করেছেন অশোক। তাঁর কথায়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বড় স্তরে গবেষণা করা সম্ভব নয়। তার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রের আর্থিক সহযোগিতা দরকার। আমরা প্রকল্প তৈরি করে আর্থিক সহযোগিতার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে পাঠাব।'

কীভাবে সাফল্য এল? অশোক জানিয়েছেন, শুরুতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দার্জিলিংয়ে কেশর চাষের চেষ্টা করেন তিনি। পরে ২০২১ সালে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে চাষ শুরু হয়। সেইমতো কাশ্মীর থেকে প্রায় তিন হাজার কেশর কন্দ আনা হয়। সেইবছর ২১ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে সান্দাকফু, বাতাসিয়া লুপ, রিচমন্ডহিল, মানেভঞ্জন, লেবং সহ পাহাড়ের ভিন্ন উচ্চতা ও তাপমাত্রার সাতটি জায়গায় কন্দগুলি লাগানো হয়। সান্দাকফুতে এক হাজার ও বাতাসিয়া লুপে ১৫০০ কন্দ লাগানো হয়েছিল। লেবং সেনাছাউনি লাগোয়া এলাকায় লাগানো হয়েছিল মাত্র দশটি কন্দ।

এক বছর ধরে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর দেখা যায়, শুধুমাত্র লেবংয়ে যে দশটি কন্দ লাগানো হয়েছিল তারমধ্যে আটটি কন্দ ঠিকঠাক রয়েছে। বাকি সান্দাকফু, বাতাসিয়া সহ অন্য জায়গায় লাগানো সমস্ত কন্দ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার প্রেক্ষিতে চলতি বছর ১ অক্টোবর লেবংয়ের তিনটি প্লটে ১২৫টি কন্দ লাগানো হয়। লেবং ছাড়াও ২৮ অক্টোবর অম্বুটিয়া চা বাগান এলাকায় দুটি প্লটে ২৫০টি কন্দ লাগানো হয়েছে। দ্বিতীয় চেষ্টাতেই এসেছে সাফল্য। লেবংয়ে ৩৩ দিনের মাথায় প্রথম ফুল ফোটে। ১৫ নভেম্বরের পর ফুল ফোটার সংখ্যা বেড়েছে।

অশোকের তথ্য বলছে, একটি কেশর কন্দে এক বা একাধিক ফুল ফুটতে পারে। ফুলে মূলত তিনটি করে স্টিগমা থাকে। পাহাড়ে যে কন্দ লাগানো হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটিরই ওজন দশ গ্রামের বেশি। কন্দের ওজন দশ গ্রামের বেশি হলে সেগুলিতে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ফুল ফোটে। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

বেহাল নিকাশিতে বিপদঘণ্টা

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : কথাটা যখন শিলিগুড়ির ৩ নম্বর বরো নিয়ে, তখন নিশ্চিতভাবে শুরুটা হবে ফুলেশ্বরী নদী দিয়ে। মাস সাতেক আগে ফুলেশ্বরী নদীর করুণ অবস্থা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে এখনকার নদীকে দেখে কিছুটা হলেও খুশি হবেন। শিলিগুড়ির ১৯, ২০, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ফুলেশ্বরী আবর্জনায় মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। সেই নদীকে সতেজ করে তোলা হয়েছে।

ফুলেশ্বরী নদী যেখানে সতেজ হয়ে উঠেছে, সেখানে ৩ নম্বর বরো এলাকার ১৭, ২২, ২৩, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ডেঙ্গি পরিস্থিতি চিন্তাজনক। ২২ নম্বর ওয়ার্ডে একের পর এক ফাঁকা জমি যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে উঠেছে। নিকাশির অভাবে বিভিন্ন নালার বেহাল দশা। অনেক জায়গায় নালা পর্যন্ত নেই। তবে ওয়ার্ডের মানুষ ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে আপদে-বিপদে পাশে পান। কিন্তু ওয়ার্ডের কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে।

ওয়ার্ডের রথখোলা বাজার, মাতঙ্গিনী হাজার সরণি, অরবিন্দপল্লির বিভিন্ন রাস্তার বেহাল অবস্থা। কর্মসূত্রে মুম্বইতে থাকেন ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। কাজের জন্য মাঝেমধ্যে শিলিগুড়ি ফিরে আসতে হয়। ওয়ার্ডের অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বছর ৬০-এর প্রদীপবাবু। তিনি বলেন, 'শেষ কবে মাতঙ্গিনী হাজরা, রথখোলা বাজারের রাস্তায় পিচের প্রলেপ পড়েছিল, মনে নেই। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে রাস্তাঘাট সুন্দর করা রয়েছে। ব্রাত্য শুধু এই ওয়ার্ডটি।' ওয়ার্ডে মানুষের মধ্যে ডেঙ্গি নিয়ে আতঙ্ক রয়েছে। ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটা বেড়েছে। যদিও ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকার অনুনয়ন ও ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে পুরনিগমের বর্তমান বোর্ডের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এত বড় ওয়ার্ড হওয়া সত্ত্বেও মেয়র কাজের জন্য কোনও তহবিল দিচ্ছেন না। এলাকার বেহাল রাস্তা নিয়ে একাধিকবার চিঠি দিয়েছি।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বরো বৃত্তান্ত ৩

শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আট মাস হতে চলল। কথা ছিল, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং পর্যটনের দিকে লক্ষ্য রেখে এ শহরকে সাজানো হবে। বরোগুলিতে চোখ রাখলেই বোঝা যাবে, কথার সঙ্গে কাজের কোনও মিলই নেই। আজ ৩ নম্বর বরো এলাকা ঘুরে পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করলেন সাগর বাগচী

১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এভাবেই পড়ে থাকে জঞ্জাল। *রিপোর্ট কার্ড তেরোর পাতায়*

দুই বৈঠক ঘিরে রহস্য

বিমলের সঙ্গে আলোচনা সুকান্তের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে কি বিজেপি এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নতুন করে হাত ধরবে, পাহাড়ে এই জল্পনা এখন তুঙ্গে। দু'পক্ষের বক্তব্যে এমনই ইঙ্গিত মিলছে। তা আরও জোরালো হয়েছে একই দিনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুংয়ের শিলিগুড়িতে থাকা নিয়ে। একটি সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে শহরের একটি হোটেলে দুজনে আলোচনার টেবিলে বসেছিলেন। চলতি মাসে দিল্লিতেও যাবেন গুরুং। তার আগে শনিবার পাহাড়ে বিজেপির যোগদান মেলা রয়েছে। সব মিলিয়ে পাহাড়ে নানা চর্চা শুরু হয়েছে। লোকসভা ভোটে মোর্চা কি বিজেপিকে সমর্থন করবে? আবার কি গেরুয়া শিবিরে ভিড়বেন বিমল? এসব প্রশ্ন জমাট বাঁধছে পাহাড়ের প্রতি বাঁকে।

সরাসরি উত্তর না দিলেও গুরুং বলছেন, 'যাঁরা পাহাড় সমস্যার সমাধান করবেন, তাঁদের সঙ্গে আমি আছি। লোকসভা নির্বাচনে তাঁদের সমর্থন করব।' এই মাসে দিল্লি যাওয়ার কথাও স্বীকার করে নেন তিনি। তবে কাদের সঙ্গে সেখানে দেখা করবেন, তা স্পষ্ট করেননি। সুকান্তর বক্তব্য, 'শনিবার পাহাড়ে প্রচুর সাধারণ মানুষ বিজেপিতে যোগ দেবেন। দল পাহাড়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি নিচ্ছে। দেখুন কী হয়।'

লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই ফের পাহাড় সমস্যা উসকে দিতে চাইছে মোর্চা। তাকে ইস্যু করে রাজ্য সরকার-বিরোধী আন্দোলনে শান দেওয়ার চেষ্টা করছেন বিমল। স্বাভাবিক নিয়মে কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সমাধানের দাবিকে সামনে রেখে বিজেপির হাত ধরলে সুবিধা হবে গুরুংয়ের। পুজোর আগে কার্যত রাজ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে অনশনে বসেছিলেন গুরুং। সে সময় দার্জিলিংয়ে সাংসদ রাজু বিস্ট তাঁর সঙ্গে কথা বলে সমর্থন জানান এবং কেন্দ্র পাহাড় সমস্যার সমাধানে আগ্রহী বলেও আশ্বাস দেন। সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। জিটিএ ভোটে লড়াই না করলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে বিজেপি লড়াই করবে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজু। তিনি বলেন, 'সমস্ত নির্বাচনে বিজেপি লড়াই করবে। সহযোগী প্রত্যেকটি দল মিলে প্রার্থী দেওয়া হবে।' শনিবারের কর্মসূচিতে দার্জিলিংয়ে থাকবেন সাংসদ।

২০১৭-এর আন্দোলনের জেরে পাহাড় ছাড়া হতে হয় বিমলকে। সদলবলে তিনি বিজেপির আশ্রয়ে ছিলেন। পাহাড়ের বাইরে থেকে '১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে প্রচার করেন। বিপুল ব্যবধানে জয়ী হন রাজু বিস্ট। কয়েক বছরের মধ্যে পাহাড়ে ফেরার রাস্তা খুঁজতে তিনি বিজেপির আশ্রয় ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেন। সে সময় বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ তোলেন গুরুং। এখন তিনি আবার বিজেপির কাছাকাছি।

মিশন লোকসভা নির্বাচন।

নিশীথের বাড়িতে হঠাৎ হাজির অনন্ত

শুভঙ্কর সাহা

দিনহাটা, ৪ নভেম্বর : দিন কয়েক আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উপহার পৌঁছেছিল যাঁর বাড়িতে, শুক্রবার তাঁকে দেখা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়িতে। তিনি অনন্ত মহারাজ, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষনেতা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে যাওয়া শুধু সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য নয়। অনন্ত জানিয়েছেন, দুজনের বৈঠক হয়েছে।

বৈঠকের আলোচ্য নিয়ে দুজনের কেউ বিশদে কিছু না বললেও পরে গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের শীর্ষনেতা বলেন, উত্তরবঙ্গকে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েই ফেলেছে। তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের ঘোষণাটাই শুধু বাকি। খুব শীঘ্র সেটা হয়ে যাবে।' যদিও এ প্রসঙ্গে মন্তব্য এড়িয়েছেন নিশীথ। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে হাসতে হাসতে তিনি অন্য প্রশ্ন করতে বলেন সাংবাদিকদের।

তাহলে দুজনের বৈঠক কেন? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর জবাব, 'অনন্ত মহারাজের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। আমি এলে উনি খোঁজখবর নেন। আমিও ওঁর বাড়িতে যাই। দুজনের মধ্যে খুব হৃদ্যতা রয়েছে।' অনন্ত যে বলছেন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের কথা কেন্দ্রীয় সরকার বলেই দিয়েছে, এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য কী? এই প্রশ্নে নিশীথ আবারও হাসতে হাসতে বলেন, 'হলে তো দেখা যাবে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি কোচবিহার জেলার ভেটাগুড়িতে। গত কয়েকদিন ধরে তিনি বাড়িতেই আছেন। ওই বাড়িতে শুক্রবার অনন্ত এসেছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক দুজনের রুদ্ধদ্বার আলোচনা হয়। বৈঠকের পর তিনি বলেন, 'পজিটিভ আলোচনা হয়েছে।' তবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন নিয়ে অনন্ত আশাবাদী হলেও তিনি বুঝিয়ে দেন,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কিছু কাউন্সিলারের কাজে ক্ষুব্ধ তৃণমূল

কলকাতার নির্দেশে তড়িঘড়ি সভা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের কয়েকজন কাউন্সিলার ও বরো চেয়ারম্যানের কাজকর্ম নিয়ে দলের শীর্ষনেতৃত্ব একেবারেই অখুশি। কলকাতায় দলের বড় নেতারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের নির্দেশেই শুক্রবার পুরনিগমের কাউন্সিলারদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন জেলার নেতারা।

এমনিতেই ডেঙ্গি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগম রীতিমতো নাজেহাল। শহরে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গিতে চার হাজারেরও বেশি আক্রান্ত। বেসরকারি হিসেবে ২১ জন মারা গিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলারের উদাসীন মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সমালোচনার ঝড় ওঠার খবর দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পৌঁছেছে।

খোদ মেয়র গৌতম দেব ২ নম্বর বরো চেয়ারম্যানের উপর ক্ষুব্ধ। তাছাড়া কয়েকজন মেয়র-পারিষদের সদস্য শুধুমাত্র গাড়ি করে যাওয়া-আসা ছাড়া যে কোনও কাজই করেন না

মূল্যায়ন

- পুরনিগমের দায়িত্ব নেওয়ার পর দলের সঙ্গে প্রথমবার আলোচনায় জনপ্রতিনিধিরা
- নাগরিক পরিষেবাজনিত কী কাজ বোর্ড করছে তা বিস্তারিত জানানো হয় দলের কাছে
- নিয়মিত দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জনপ্রতিনিধিদের চলার নির্দেশ

বলে কলকাতায় খবর পৌঁছেছে। বাধ্য হয়ে নিজের দপ্তর ছাড়াও অতিরিক্ত বেশ কিছু দপ্তরের কাজ গৌতমকেই সামলাতে হচ্ছে। অনভিজ্ঞ বেশ কিছু কাউন্সিলার আট মাস পরও তাঁদের কাজটা কী সেটাই বুঝতে পারেননি।

স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ বহু ওয়ার্ডে কাউন্সিলারদের উপর ক্ষুব্ধ। অনেক ওয়ার্ডে প্রকাশ্যে সাধারণ মানুষ কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে কথা বলতেও শুরু করে দিয়েছেন। আগের তুলনায় কাউন্সিলারদের ভাতা বাড়ানো হলেও বাস্তবে কয়েকজন কাউন্সিলার ভোটের পর আর সেভাবে ওয়ার্ডের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই বন্ধ করে দিয়েছেন। যার ফলে এইসব ওয়ার্ডের মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ।

এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে জেলার তরফে জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী ও মুখপাত্র বেদব্রত দত্তের পাশাপাশি মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ ৩৩ জন কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দলের বাকি দুই কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন ও সিবিকা মিত্তাল উপস্থিত থাকতে পারেননি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের দায়িত্ব নেওয়ার পর জনপ্রতিনিধিরা এই প্রথম দলের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ডিএ দিতে গেলে বিপর্যয় : রাজ্য

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারি হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে গেলে এরাজ্যে আর্থিক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে একথাই জানাল রাজ্য সরকার।

এদিন শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকার বলেছে, এই মুহূর্তে হাইকোর্টের রায়ের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। গত ২০ মে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তার মর্মার্থ, বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যে হারে ডিএ দেওয়া হচ্ছে তার চেয়ে বেশি হারে দিতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি ঘটতে পারে, যা আন্দাজ করাও যাচ্ছে না।

কর্মচারী সংগঠনগুলি বকেয়া মহার্ঘ ভাতা না মেটানোয় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেছে। এদিন হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্টের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য সরকার এসএলপি দায়ের করেছে। কর্মচারী সংগঠনগুলো তাই ক্যাভিয়েট করে রেখেছিল। এদিন কর্মচারী সংগঠনগুলিকেও এসএলপির কপি দেওয়া হয়।

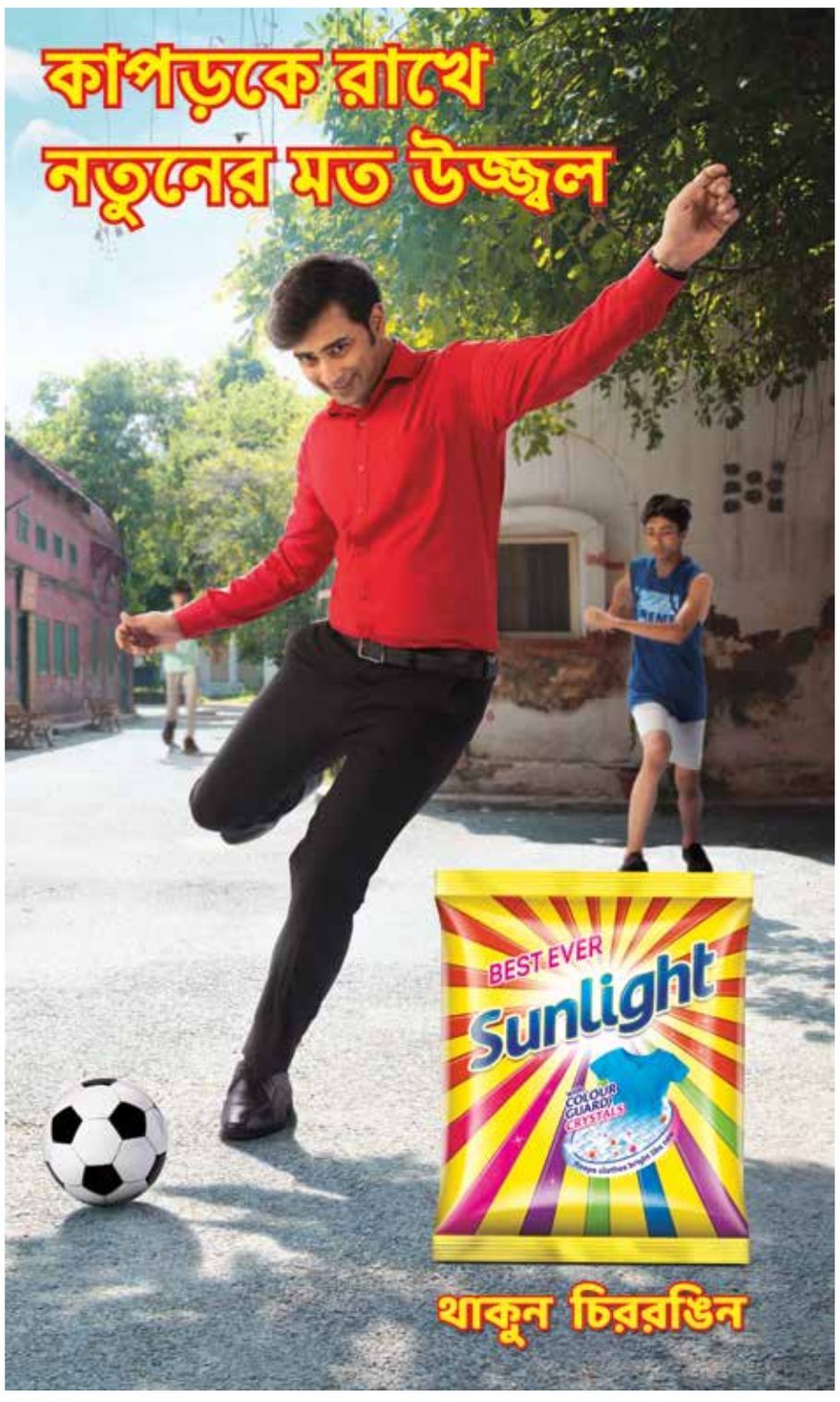

বিরাটের জন্মদিনে 'বিরাট স্বপ্ন'

ব্র্যাডম্যানের দেশে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মেলবোর্ন, ৪ নভেম্বর : রাতের মেলবোর্নের মজাই আলাদা। বিশেষ করে রাতটা শুক্রবারের হলে তো কথাই নেই!

ফ্লিন্ডার্স স্ট্রিট, কলিন্স স্ট্রিট, অ্যালবার্ট কোর্ট লেন, চার্চ লেন থেকে শুরু করে সিবিডি এলাকার অভিজাত পাব, রেস্তোরাঁয় উপচে পড়া ভিড়। করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মানুষের মধ্যে অতীতকে ফিরে পাওয়ার প্রবল চেষ্টা। আর সেটাই স্বাভাবিক।

হাতে আঁকা বিরাটের ছবি নিয়ে শিল্পীরা। শুক্রবার মুম্বইয়ে।

রাতের সিবিডির ভিড়ের মধ্যেই আচমকা দেখা হয়ে গেল ভারত আর্মির জনা দশেকের সঙ্গে। প্রবল ঠান্ডার কারণে সবারই গায়ে জ্যাকেট রয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিও। অনেকের হাতে দেখলাম জাতীয় পতাকাও। রাত প্রায় ৯টার পর কেন এমন জমায়েত? প্রশ্ন করতেই তাঁরা এমনভাবে তাকালেন, যেন গুলি করে দেবেন। যেন প্রশ্ন করাটা অপরাধ!

ভারতীয় সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ার পর জানা গেল আসল কারণ। সৌজন্যে বিরাট কোহলি। কাল কোহলির জন্মদিন। ৩৪-এ পা রাখতে চলেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। আগাম হ্যাপি বার্থ ডে বিরাট। তাঁর জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই ভারত আর্মির সমর্থকরা রাতের সিবিডিতে হাজির হয়েছেন। কাল এমসিজিতে বিকেলের দিকে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন রয়েছে। সেখানে তাঁরা বিরাটের জন্য কেক নিয়ে হাজির হতে চাইছেন। বিকেলের ঐচ্ছিক অনুশীলনে যদি বিরাট হাজির না হন, তাহলে তাঁরা মেলবোর্নে ভারতীয় দলের টিম হোটেলে পৌঁছে যাওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন। আসলে ভারত আর্মির পাশে মেলবোর্নে থাকা হাজারো ভারতীয় সমর্থকের একটা বড় অংশ মনে করতে শুরু করেছেন, কোহলিই পারেন কুড়ির বিশ্বকাপের ট্রফিটা অধিনায়ক রোহিত শর্মার হাতে তুলে দিতে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

টি২০ বিশ্বকাপে স্কোর

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৫ রানে জিতে সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড। আফগানিস্তানকে ৪ রানে হারিয়েও সংশয়ে অস্ট্রেলিয়া।

আজ বিশ্বকাপে

ইংল্যান্ড : শ্রীলঙ্কা

চিলাহাটি নিয়ে জয়ন্তর আশ্বাস

জলপাইগুড়ি, ৪ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ থেকে বাংলাদেশের চিলাহাটি হয়ে কলকাতার সঙ্গে রেল যোগাযোগ নিয়ে ইতিবাচক কথা শোনালেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। জয়ন্তবাবু বলেন, 'আমি হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুট ফের চালু করার জন্য রেলমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছিলাম। তাঁর পরামর্শে বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গেও কথা বলি। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, দ্রুত এই নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ করা হবে।' সাংসদ আরও জানান, দার্জিলিং, ডুয়ার্সের সঙ্গে অসমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে চিলাহাটি হয়ে ট্রেন চলাচল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে। এই পথে ট্রেন চালু হলে উত্তরবঙ্গ থেকে মাত্র ৬ ঘণ্টাতেই কলকাতা পৌঁছানো সম্ভব হবে।

ডুয়ার্সে তালতলা গ্রামের কাছে অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি। শুক্রবার।

নস্যশেখ, কেপিপির আপত্তি

পূর্ণেন্দু সরকার

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা

জলপাইগুড়ি, ৪ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ, অসম ও বিহারের কিছু অংশ নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তুলল নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ। অন্যদিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে আপত্তি তুলে পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবি জানিয়েছে কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড)। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকার পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠনে উদ্যোগী না হলে উত্তরবঙ্গে একটিও কামতাপুরি ভোট বিজেপিকে দেওয়া হবে না বলেও কেপিপি হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলে সেখানে উত্তরবঙ্গের একাধিক জনজাতির প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ কীভাবে হবে, এনিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন নস্যশেখরা। এদিন জলপাইগুড়িতে বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসেন নস্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদের নেতারা। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলে রহমান জানিয়েছেন, চলতি মাসেই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি বিষয়টি নিয়ে আবার বৈঠকে বসবে।

সংগঠনের নেতারা দাবি করছেন, উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার মধ্যে ৩০ শতাংশই নস্যশেখ। তাঁদের মধ্যে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ভাটিয়া মুসলিম, মালদায় শেরসাবাদিয়ারাই বেশি। এছাড়া নস্যশেখ ও মোমিন আনসারি গোষ্ঠী রয়েছে। কামতাপুরিদের একাংশও তাঁদের মধ্যেই পড়েন। নেতাদের অভিযোগ, সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক এই সংগঠনের সদস্যরাই। রাজ্য সরকারের গঠিত নস্যশেখ উন্নয়ন বোর্ড গত দেড় বছর ধরে হিমঘরেই রয়েছে। বজলে রহমান বলেন, 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলে উন্নয়ন বোর্ডে জনজাতিদের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ না থাকলে কেউ তা মেনে নেবেন না। প্রথমে মনোনীত সদস্য থাকবেন নাকি নির্বাচিত সদস্য হবেন, তাও কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট করে বলা হয়নি।'

সংগঠনের সমীক্ষা অনুযায়ী, এই রাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে ১৩ লক্ষের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক কাজে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১০ লক্ষই মুসলিম, বাকিরা রাজবংশী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের। এঁদের কোনও আর্থিক উন্নয়ন হয়নি। নস্যশেখ পরিষদের নেতাদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার দেড় বছর আগে নস্যশেখ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে তার মাথায় কোচবিহারের জেলা শাসককে বসিয়েছেন। কিন্তু দেড় বছরে কোনও বৈঠক হয়নি, একটি টাকাও বরাদ্দ হয়নি। এইভাবেই বিভিন্ন বঞ্চনা, উপেক্ষা ও অনুন্নয়নের প্রশ্ন নিয়েই উত্তরবঙ্গকে আলাদা করার দাবি উঠছে। উত্তরবঙ্গে যেসব জনজাতি তাদের ফোরাম থেকে পৃথক রাজ্যের দাবি করেছে নস্যশেখরা তাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন।

বজলে বলেন, 'অন্য রাজ্যের কিছু অংশ ও উত্তরবঙ্গকে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যে জল্পনা দেখা দিয়েছে সেই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রের শাসকদলের তরফে কোনও বক্তব্য জানা যায়নি। রাজ্য সরকার বা রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলও নীরব। তাছাড়া কেএলও চিফ জীবন সিংহকে মাধ্যম করেই যদি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বোঝাপড়া হয়ে থাকে তাহলে সেখানে উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীগুলির জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ কীভাবে হবে, তাও বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলে সেখানে এনআরসি সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেটা হলে কেউ মেনে নেবেন না। এসব বিষয় নিয়ে আমরা চলতি মাসেই কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বসতে যাচ্ছি। বৈঠকের পর আমাদের অবস্থান প্রকাশ্যে আনা হবে।'

জেলা শাসকের অফিসের বাইরে কামতাপুরিদের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

> কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলে উন্নয়ন বোর্ডে জনজাতিদের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ না থাকলে কেউ মেনে নেবেন না। প্রথমে মনোনীত সদস্য থাকবেন, নাকি নির্বাচিত সদস্য কেন্দ্রের তরফে বলা হয়নি।
>
> **–বজলে রহমান** *সভাপতি, নস্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদ*

এদিকে, শুক্রবার জলপাইগুড়ির রাজবাড়িদিঘির সামনে থেকে কেপিপি (ইউনাইটেড)-র কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ মিছিল করে জড়ো হন জেলা শাসকের অফিসের সামনে। সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি দুন্দেশ্বর রায় বলেন, 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলে আমরা ২০ বছর পিছিয়ে যাব। আমাদের পৃথক কামতাপুর রাজ্য দরকার। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই বিষয়ে কেন্দ্র উদ্যোগী না হলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে একটিও ভোট বিজেপিকে দেবেন না কামতাপুরিরা।'

সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ রায় পৃথক রাজ্যের দাবির সপক্ষে বলেন, 'আমাদের একটি ভাষাকে দুটি করে বিভেদ তৈরি করেছে রাজ্য। কামতাপুরি ভাষায় চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন শুরু করতেই পারেনি। এখনকার কলকাতাকেন্দ্রিক মানসিকতা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলেও থাকবে। আমরা ভাষার সংবিধানগত স্বীকৃতি এবং পৃথক কামতাপুর রাজ্যের বাইরে অন্য কিছু চাই না।'

এদিন বিক্ষোভ মিছিল জেলা শাসকের অফিসের সামনে এলে পুলিশ ব্যারিকেড করে কামতাপুরিদের আটকে দেয়।

মিতালির টিকিট অনলাইনে বুকিংয়ের দাবি

জলপাইগুড়ি, ৪ নভেম্বর : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকা মিতালি এক্সপ্রেসের টিকিট বুকিং অনলাইনে করার দাবি তুললেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। শুক্রবার দিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে দেখা করে সাংসদ এবিষয়ে চিঠি জমা দেন। মিতালি এক্সপ্রেসে ভারত ও বাংলাদেশের যাত্রীদের এখনও অফলাইনেই ঢাকা ও এনজেপি থেকে টিকিট কাটতে হয়। সেজন্য যাত্রীদের একটা দিন নষ্ট হয়। অনলাইনে সংরক্ষিত কামরায় টিকিট বুকিং পরিষেবা চালু করা হলে যাত্রীসংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে বলে সাংসদ জানান।

Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
Pundibari : Cooch Behar
Abridged NIeT No :- 06 of 2022-23
Ref No. 1042/UBKV/Est/Tend (WD)
Date : 04/11/2022

Sealed tender in two bid system is hereby invited for Fabrication and Installation of Net House of Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Cooch Behar from bonafide and experienced agencies. Last date of submission of tender is 21/11/2022 (up to 2.00 pm). For details log on to website www.ubkv.ac.in & www.wbtenders.gov.in

Registrar (Actg.)

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIQ No.- 2577, Dated- 04/11/2022 of Block Dev. Officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is 18/11/2022. The details of NIQ may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
Block Dev. Officer
Blg. Dev. Block

কোচ রেস্টুরেন্ট কাম ফুড ও টি স্টলের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নং.ঃ সি-সিআর-এসডিসিএম-কেআইআর-১১-২২। তারিখ ঃ ০৩-১১-২০২২। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনের নতুন স্টেশন বিল্ডিঙে পার্কিং স্ট্যান্ডের নিকটে সার্কুলেটিং এরিয়ায় একটি স্ট্র্যাপড আইসিএফ কোচ ব্যবহার করে কোচ রেস্টুরেন্ট কাম ফুড ও টি স্টলের ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৬,৫৫,৫০১ টাকা, বায়নার মূল্যঃ ৬৮,২০০ টাকা। ৩০-১১-২০২২ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় ই-টেন্ডার বন্ধ হবে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিবরণ ও নথিপত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে দেখা/ডাউনলোড করা যাবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিএমএস সংযোগের জন্য ডেটাকম উপকরণের বৃদ্ধি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসএন্ডটি/এপিডিজে/২৯, তারিখঃ ০১-১১-২০২২; নীচে স্বাক্ষরিত আধিকারিক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নংঃ এপি-এসটি-২৯-২০২২-২৩। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে আলিপুরদুয়ার জং., নিউ চ্যাংরাবান্ধা, সালকাটি এবং দলগাঁও স্টেশন-এ সিএমএস সংযোগের জন্য ওএফসি-তে শেষ মাইল সংযোগ সহ ডেটাকম সরঞ্জামের বৃদ্ধি; বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১৪,০৪,১৮২/- টাকা; বিড সিকুরিটিঃ ২৮,১০০/- টাকা; বন্ধ দুপুর ৩টে এবং খোলা ২৫-১১-২০২২ তারিখ বন্ধের পরে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম(এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Tenzing Norgey Road, Pradhan Nagar, Siliguri – 734 003
NOTICE INVITING e – BID

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting bid (online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works : **NIB NO. -NIB 19 / ADMN/ VIDEO CONFERENCING UNIT / 2022-23 OF SJDA (2nd Call) Name of Work - Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Video Conference Unit at SJDA Conference Hall Earnest Money- Rs. 50,000.00. Tender Documents sale / Download Start Date & Time 10.11.2022 at 4:00 PM and Bid Submission End Date & Time- 25.11.2022 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 28.11.2022 at 11.00 AM Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation All details can be obtained from the website www.sjda.org/ or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Administrative Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647.**

S/d
Chief Executive Officer

বিক্রয়

1500 sq.ft. Commercial space at 1st. Floor, Champasari Main road for sale. M : 9434001109. (C/112049)

টিউশন

বাড়ি গিয়ে Tuition পড়াই। CBSE, ICSE. ক্লাস (3-10). শিলিগুড়ি। M : 7586960111. (C/102509)

ভর্তি

RCI অনুমোদিত টেট এ আবেদন যোগ্য ডি.এড এ ডাইরেক্ট ভর্তি শিলিগুড়িতে ২-১০, (M):- 9233424101/9832501977

TERAI NURSING INSTITUTE

Admission open now B.Sc Nursing, GNM (Nursing). Bank Finance Assistance & Placement Assistance in India & Abroad Available. Web :-www. terainursing.com M : 7908195001,9933176656. (C/102180)

জ্যোতিষ

সোনা ও রুপার দর

খাঁটি সোনা ১০গ্রাম (২৪ ক্যাঃ)	৫১২০০
গিনি সোনা ১০ গ্রাম (২২ ক্যাঃ)	৪৮৬০০
১০ গ্রাম (২২ ক্যাঃ)	৪৯৩৫০
রুপা (বাট) ১ কেজি	৫৮৯৫০
রুপা (খুচরা) ১ কেজি	৫৯০৫০

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)

হারানো-প্রাপ্তি

পতিরাম বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের (B.G.V.B) অধীনে থাকা আমার দুটি F.D হারিয়ে গিয়েছে। F.D No - 5422140027636 ও 5422140042103. ফেরত পেলে উপকৃত হব। দুলাল শীল, পতিরাম নিচাবন্দর, থানা - বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর। Pin - 733133. M - 97341 29199. (M-SA)

●

আমি লাবনী তালুকদার, আমার HDFC Bank-এর ID Card হারিয়ে গেছে ০১.১১.২০২২ তারিখে। আমি বাড়ি থেকে আশ্রমপাড়ার দিকে যাচ্ছিলাম। যদি কেউ উক্ত ID Cardটি পেয়ে থাকেন, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করবেন 9748631964-এ। (C/102184)

চলচ্চিত্র

শুটিং/রেকর্ডিং 27 তারিখ থেকে। সিরিয়াল/ফিল্মে অভিনয়/গানে 5-70 Y নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। মো : 8282979209. (C/102184)

কর্মখালি

নিজের জেলায় বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে S/V ATM গার্ড, ব্যাংক DSA-তে সরাসরি নিয়োগ চলছে। বেতন (17,850/- -26,750/-)। M -9420404152. (C/102185)

●

সরকারি প্রকল্পে এলাকাভিত্তিক স্কুলে / শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র শনিবার ও রবিবার ২ ঘণ্টা সম্মানের সাথে কাজ করে প্রচুর আয় করুন। পড়াশোনা ও বয়সের বাধ্যতা নেই। M : 9126145259. (C/102186)

●

অটোমোবাইল স্পেয়ার্স প্রোমোশনের জন্য শিলিগুড়িস্থিত অফিসে পরিশ্রমী যুবক চাই। মোটরবাইক বাধ্যতামূলক। Mail : dagatml@gmail.com/ Call-7980941179. (K)

●

Job Vacancy, Experienced Marketing Sales 1 No. Full Time Accountant 1 No. Contact-Aar Bee Enterprise-9434181329. (C/102182)

●

সমগ্র উত্তরবঙ্গে এলাকাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। (M) : 9433691437. (C/102184)

অ্যাফিডেভিট

আমি Dipak Hazra পিতা Subodh Hazra আমার LIC পলিসিতে ভুলবশত Ranjan Hazra থাকায় গত ইং 22/9/22 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ranjan Hazra ও Dipak Hazra উভয়ই এক এবং একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। উত্তর বৈড়াতিগুড়ি, ওয়ার্ড নং-২, ধূপগুড়ি। (A/B)

●

আমি Sujit Kr. Tiwawri 20-10-22-এ APD. E.M. কোর্টে Sujit Kr. Tiwari হইলাম। (U/D)

●

DL No. WB7120020903017 পদবি ভুল থাকায় গত 02/11/2022 তাং E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক পদবি Pintu Mondal S/O R. Mondal করা হইল। Pintu Mondal এবং Pintu Mandal একই ব্যক্তি। (C/101972)

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব কোঅর্ডিনেশন

জলপাইগুড়ি, ৪ নভেম্বর : রাজ্য সরকারি কর্মীদের ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিরোধী কর্মী ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের আট জেলার রাজ্য কর্মচারীদের সমাবেশে এমনই অভিযোগ করলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী কোঅর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক বিজয়শংকর সিংহ।

তিনি অভিযোগ করেন, 'সরকারি দপ্তরগুলিতে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে ৬ লক্ষ পদ শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে কর্মীদের ওপর কাজের অস্বাভাবিক চাপ পড়েছে।'

প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি নিয়ে অভিযোগ

তাঁর দাবি, তিনি খাদ্য দপ্তরের কর্মী। বিজনবাড়ি ব্লকে যে পদে তিনি কাজ করেন, সেই পদটিই ওই ব্লকে নেই। অথচ তাঁকে সেখানে চার বছর আগে বদলি করা হয়েছে। বিরোধী কর্মী ইউনিয়নের সদস্যদের প্রতি এমনই প্রতিহিংসামূলক ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর।

বিজয়শংকরের আরও অভিযোগ, আমলাদের একাংশ দলদাসে পরিণত হয়েছে। অন্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হচ্ছে অথচ এরাজ্যে সরকারি কর্মীদের ৩৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বকেয়া। চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ওপর অমানুষিক চাপ দেওয়া হচ্ছে। সামান্য বেতনে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি।

এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে সরকারি কর্মীরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে এদিন মন্তব্য করেন তিনি। বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মীদের রুখে দাঁড়াতে হবে বলে জানান বিজয়শংকর।

এদিনের সমাবেশে মালদা জেলার সুবীর রায়, জলপাইগুড়ি জেলার মনোজিৎ দাস, কোচবিহার জেলার ধীরাজ রায়, উত্তর দিনাজপুর জেলার আশিস কর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পার্থ সরকার, আলিপুরদুয়ার জেলার গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দার্জিলিং জেলার প্রদীপ কর্মকার প্রমুখ বক্তৃতা দেন। রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের আগে সংগঠনের তরফে বিশাল মিছিল বের করা হয়েছিল এদিন।

ফরাক্কায় সংস্কার, যানজটের শঙ্কা

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ৪ নভেম্বর : ২.৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ফরাক্কা সেতুই উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র মাধ্যম। তবে সংস্কারের জন্য ফরাক্কা সেতুর একটি লেনে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। আর এতেই যানজটের আশঙ্কা করছেন অনেকে। তবে এনিয়ে চিন্তার কারণ নেই বলে আশ্বাস দিয়েছে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ।

প্রায় চার বছর আগে একবার ফরাক্কা ব্যারেজ সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় সেই রাস্তার কিছু অংশ ফের বেহাল হয়ে পড়েছে। বেহাল সেই রাস্তা সংস্কারের জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সেতু সংস্কারের সময়ে কীভাবে যানজট সমস্যা মোকাবিলা করা হবে, তা নিয়ে বৈঠক করলেন মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের কর্তারা। ফরাক্কার গঙ্গাভবনে আয়োজিত বৈঠকে অংশ নেয় ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ও সিআইএসএফ কমান্ড্যান্টও।

ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার অজিত কুমার জানান, 'আমাদের কাজ শুরুর আগে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা হয়েছে। আগামী ৭ নভেম্বর থেকে কাজ শুরু হবে। কোনওরকম বিপত্তি না হলে একমাসেই কাজ শেষ করা হবে। জরুরি পরিষেবার গাড়িগুলোকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এবারের রাস্তা সংস্কারের সময় মানুষকে খুব একটা যানজটে ভুগতে হবে না। কারণ, সংস্কারের অংশে প্যাচওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে কাজটা করা হবে।'

দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র যোগাযোগের সড়কপথ এই ফরাক্কা ব্যারেজের দীর্ঘ ২.৪৪ কিমি সেতু। বছর চারেক আগেই সেতুটির বড়সড়ো সংস্কার করা হয়েছিল। তখন যানজটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ মানুষ সহ নিত্যযাত্রীরা। ফের সেতুর রাস্তার বিভিন্ন অংশে ভেঙে গিয়েছে। পিচ সরে কঙ্কালসার বেরিয়ে এসেছে। ফলে যান চলাচলেও অসুবিধা হচ্ছে। এর পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে।

ফরাক্কা ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়া এক বাসচালক শম্ভুনাথ চৌধুরী জানান, 'রাস্তা খারাপ থাকায় এখন থেকেই প্রচণ্ড জ্যাম শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি বহরমপুর থেকে গাড়ি নিয়ে আসছি। রাস্তার কাজ শুরু হলে জানি না কী অবস্থা হবে। তবে রাস্তা ভালো হোক এটাই চাই।'

জঙ্গিপুরের এসডিপিও অসিম খান বলেন, 'ফরাক্কা ব্যারেজের কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা প্রশাসনিক বৈঠক করলাম। আলোচনার বিষয় ছিল ব্যারেজের রাস্তার কাজ সুচারুরূপে সঞ্চালনা করার পরিকল্পনা নিয়ে। যানজট ঠেকানোর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। মালদা এবং মুর্শিদাবাদের দু'দিক থেকেই ট্রাফিক কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা করতে হবে।'

শুক্রবারও ফরাক্কা সেতুতে দেখা গেল সেই চেনা যানজট। –সংবাদচিত্র

> রাস্তা খারাপ থাকায় এখন থেকেই প্রচণ্ড জ্যাম শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি বহরমপুর থেকে গাড়ি নিয়ে আসছি। রাস্তার কাজ শুরু হলে জানি না কী অবস্থা হবে। তবে রাস্তা ভালো হোক এটাই চাই।'
>
> **–শম্ভুনাথ চৌধুরী** *বাসচালক*

নাড়া পোড়ানো রুখতে উদ্যোগ

কালচিনি, ৪ নভেম্বর : জমিতে খড়ের নাড়া পোড়ানো রুখতে বৃহস্পতিবার থেকে কৃষকদের সচেতন করার কাজ শুরু করেছে কালচিনি ব্লক কৃষি দপ্তর। শুক্রবার দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করা হল। উপস্থিত ছিলেন সহ ব্লক কৃষি অধিকর্তা প্রবোধকুমার মণ্ডল। চাষিদের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, জমিতে খড়ের নাড়া পোড়ালে একদিকে যেমন জমির উর্বরতাশক্তি হ্রাস পায়, তেমনই বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে পরিবেশ দূষণ ঘটে। কৃষি আধিকারিকের উপদেশ, খড় না পুড়িয়ে জমিতে রেখে দিলে পরবর্তীতে তা জৈব সারে পরিণত হয়।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
Accredited by NAAC with Grade B++

MCA Admission 2022-2023 through Spot Counselling

One-day Spot Counselling-cum-Admission process for MCA Semester-I for 2022-2023 for 07 vacant seats [UR-2, SC-3, ST-1 OBC-A-1] will be held on 11.11.2022 at 12 noon in the Department of Computer Science and Technology, University of North Bengal.

For eligibility criteria and other details, refer to the detailed ad advertisement posted in University website : www.nbu.ac.in

Advt. No: 100/R-2022, Dated : 05.11.2022 Registrar (Officiating)

প্রতিবাদ মিছিল

সোনাপুর, ৪ নভেম্বর : শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের খয়েরবাড়ি বাজারে জেলা বিজেপির ১১ নম্বর মণ্ডলের তরফে ধিক্কার ও প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। দলের কর্মীরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে কোচবিহার জেলার সিতাইয়ে কালো পতাকা দেখানোর প্রতিবাদে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এদিন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ১১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি জয়দেব রায়।

University of North Bengal
Centre for Distance and Online Education
(Formerly Directorate of Distance Education)

ADMISSION NOTIFICATION (2022-2023) OPEN AND DISTANCE LEARNING MODE

Applications are invited for the following courses under ODL/ DE Mode for PG and UG for academic year 2022-23, session beginning September 2022 (revised from July-August 2022). The applications are to be submitted through an online system till 15.11.2022 .

For detailed information regarding eligibility, submission of online application and fees, please visit the website www.ddenbu.in and www.nbu.ac.in.

(A) B.Com. (3 yrs./ 6 semesters) **(B) M.A.** (2yrs. / 4 semesters): English, Bengali, Nepali, History, Philosophy, Political Science, Mathematics.

Advt. No. 101 /R-2022, Dated: 05.11.2022 Registrar (Officiating)

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে ছটঘাট ঘিরে বিজেপিতে কোন্দল তীব্র

কাউন্সিলারের বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : গঙ্গানগর ছটঘাটে ডালা হিসেবে ঘাট বিক্রিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে ছটপুজোর দিন ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোর বাবা অশোক মাহাতো। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার অশোক মাহাতোর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুললেন ওই ওয়ার্ডেরই বিজেপির শক্তি প্রমুখ সুরেন্দ্র রায়।

ইতিমধ্যেই এব্যাপারে তিনি খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, বুধবার রাতে অশোক মাহাতোর লোকজন তাঁকে মারধর করে। গলার চেন সহ ৩২০০ টাকা ছিনতাই করে নেয়। ছটপুজোর দিন অশোক মাহাতোর ঘাট বিক্রির কাজের বিরোধিতা করার কারণেই তাঁর ওপর আক্রমণ বলে সুরেন্দ্র জানিয়েছেন। এদিকে, ছটপুজোর দিনই সুরেন্দ্রর বিরুদ্ধে তাঁকে ও অশোকবাবুকে হেনস্তার অভিযোগে এসসি-এসটি আইনে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন অনীতা মাহাতো। বিষয়টি নিয়েই শুক্রবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলে অনীতা বলেন, 'আমি এখন কিছু বলব না। সময় এলে অবশ্যই সমস্তটা বলব।'

ওয়ার্ডের বিজেপি নেতাদের একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-পালটা অভিযোগের ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্ব সমস্যায় পড়েছে। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'পুরো বিষয়টির সমাধান করা প্রয়োজন। আমরা সমাধানের পথ বের করার জন্য বিষয়টি জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি।'

বিজেপির জেলা সভাপতি আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'আমি কলকাতায় রয়েছি। শিলিগুড়িতে ফিরেই ওঁদের দুজনের সঙ্গে বসে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব।'

> এখানে দলের কোনও ব্যাপার নেই। ছটঘাটকে কেন্দ্র করে ওঁদের ব্যক্তিগত ঝামেলা হয়েছে। তবে ওঁরা দুজনই যেহেতু আমাদের দলের, তাই শিলিগুড়িতে ফিরে দুজনের সঙ্গেই আলোচনায় বসব।
>
> **–আনন্দময় বর্মন**
> *বিজেপির জেলা সভাপতি*

পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর ঘাটকে কেন্দ্র করে ছটপুজোর দিন সকাল থেকে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। এবার ঘাটের দায়িত্ব পুরোটাই নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব। যার পুরোভাগে ছিলেন অশোক মাহাতো। যদিও ছটপুজোর দিন স্থানীয় আশিরও বেশি বাসিন্দা অশোকবাবুর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেন, সমস্ত ঘাট তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁদের দশটি ঘাট দেওয়ার কথা বলা হলেও কোনও ঘাটই দেওয়া হচ্ছে না। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। দীর্ঘ আলোচনা শেষে অবশেষে ওই স্থানীয় বাসিন্দাদের পুজো করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। যদিও এরপরেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অনীতা। সেখানে বলা হয়, সুরেন্দ্র তাঁকে ধাক্কাধাক্কি, গালিগালাজ এবং অশোকবাবুকেও হেনস্তা করেছে। এরপর অশোকবাবুর বিরুদ্ধে পালটা মারধরের অভিযোগ দায়ের করলেন সুরেন্দ্র।

গোষ্ঠীকোন্দলের বিষয়ে অনীতাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সুরেন্দ্র আমাদের ওয়ার্ডের শক্তি প্রমুখ নয়। আমাদের ওয়ার্ডের শক্তি প্রমুখ অশোক মাহাতো ও দীপক সাহানি।' যদিও বিজেপি সূত্রে খবর, অশোক ও দীপক আগে শক্তি প্রমুখ থাকলেও এখন সেটা পরিবর্তন করে সুরেন্দ্র রায় ও জিতেন্দ্র রায়কে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শক্তি প্রমুখ পরিবর্তনকে কেন্দ্র করেই ওয়ার্ডে এই গোষ্ঠীকোন্দলের শুরু কি না, তা নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

আনন্দময়বাবু বলেন, 'এখানে দলের কোনও ব্যাপার নেই। ছটঘাটকে কেন্দ্র করে ওঁদের ব্যক্তিগত ঝামেলা হয়েছে। তবে ওঁরা দুজনই যেহেতু আমাদের দলের, তাই শিলিগুড়িতে ফিরে দুজনের সঙ্গেই আলোচনায় বসব।' সবমিলিয়ে, ছটপুজোকে কেন্দ্র করে পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের বিষয়টি স্পষ্ট।

মাদক পাচারের চক্রের চাঁই সহ গ্রেপ্তার ৩

খড়িবাড়ি, ৪ নভেম্বর : মাদক বিরোধী অভিযানে বড়সড়ো সাফল্য পেল দার্জিলিং পুলিশ। শুক্রবার পুলিশের জালে ধরা পড়ে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্রের চাঁই রাজেন্দ্র বর্মন ওরফে তাপস (৩১)। অভিযানে তাপসের দুই সহযোগী অনুপ সুব্বা (২৭) এবং মহম্মদ আনোয়ার হোসেনও (৩১) গ্রেপ্তার হয়েছে।

তাপস ও আনোয়ারের বাড়ি পানিট্যাঙ্কির গণ্ডগোলজোতে। অনুপের বাড়ি নেপালের ঝাঁপা জেলার অর্জুনধারা এলাকায়। তাদের কাছ থেকে ৭৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ২৫ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। পাচারের কাজে ব্যবহৃত একটি চার চাকার ছোট গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি অনুপ বৈদ্যের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল খড়িবাড়ি সোনাচান্দি চা বাগান এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজেন্দ্র আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্রের চাঁই। তার চক্রের জাল ছড়িয়ে রয়েছে খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি সহ নেপাল পর্যন্ত। সীমান্ত পেরিয়ে নেপালের অপর এক কুখ্যাত মাদক কারবারিকে মাদক পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত রাজেন্দ্র। মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে পানিট্যাঙ্কিতে মাদক নিয়ে এসে খড়িবাড়ি ও নকশালবাড়ি এলাকার সমস্ত বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হত। অর্থের লোভ দেখিয়ে খুচরো বিক্রির কাজের জন্য বেকার যুবকদের টার্গেট করত রাজেন্দ্র। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সে পানিট্যাঙ্কি এলাকায় একটি সক্রিয় মাদক পাচারচক্র তৈরি করেছে।

এলাকার বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে রাজেন্দ্রর গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলে খবর। এদিন বিকেলে একটি চার চাকার গাড়ি করে ঘোষপুকুর থেকে নেপালের উদ্দেশে যাবার সময় তাদের আটক করে পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মাদক উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত তিন মাদক পাচারকারীকে খড়িবাড়ি থানায় আনা হয়। এলাকায় মাদক পাচারচক্রের বাকি পান্ডাদের খোঁজে পুলিশ ধৃতদের জেরা শুরু করেছে।

খড়িবাড়ি থানার ওসি সুজিত দাস বলেন, 'ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। তদন্তের স্বার্থে তাদের সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করবে পুলিশ।'

উপাচার্যর বৈঠক

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : শুক্রবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পরিকাঠামো উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে নিয়ে বৈঠক করলেন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনলজি, ফুড টেকনলজি, ভূগোল, গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা বিভাগ পরিদর্শনে যান তিনি। বিভাগগুলির শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা এবং পরিকাঠামোর খামতিগুলি খতিয়ে দেখেন। প্রতিটি বিভাগের অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকও করেন। বিভাগীয় ল্যাবরেটরিগুলি সরেজমিনে ঘুরে দেখেন। বৈঠকে বেশ কিছু সমস্যার সমাধানও বাতলে দেন উপাচার্য।

যেমন দীর্ঘদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কম্পিউটারের সমস্যা ছিল। বিভাগীয় বৈঠকে আলোচনা করে কম্পিউটার কেনার নির্দেশ দেন উপাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'বিভাগগুলিতে নানা সমস্যা রয়েছে। ধীরে ধীরে সব সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ করা হবে।'

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগ এবং মহিলা বিনিয়োগকারীদের নিয়ে কাজ করা একটি বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে একদিনের কর্মশালা হয়। সেখানে মহিলাদের ক্ষমতায়ণ নিয়ে আলোচনা হয়। উপাচার্য কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

100% Origional

PREMIUM STOCK OF WINTER & SUMMER GARMENTS

Presents by Delhi

ভারতের সবচেয়ে বড় পোশাক Exhibition Cum Sale প্রথমবার

শিলিগুড়ির হোটেল রয়্যাল সরোবর প্রিমিয়ার-এতে

দীপাবলির সময় যেসব পোশাক দিল্লির শোরুমে সরবরাহ হতে পারেনি সেইসব পোশাক

এখন Flat 80% ডিসকাউন্টে মাত্র 3 দিনে বিক্রি করে দেওয়া হবে

এই স্পেশাল মহা বাম্পার ডিসকাউন্ট বিক্রি পুরো শিলিগুড়িতে কেবল একটি স্থান হোটেল রয়্যাল সরোবর প্রিমিয়ার-এতেই হবে

মিথ্যে গল্প লিখে মাল বিক্রির সেলের তুলনা আমাদের
এই Exhibition-এর সঙ্গে একদম করবেন না কারণ?

ARROW | FLYING MACHINE | Levi's | adidas | U.S. POLO ASSN.

আমাদের Exhibition-এতে 200-এর বেশি পোশাক কাউন্টার পাওয়া যাবে এবং আমাদের রেট উৎপাদন মূল্য থেকে কমই হবে।

500 টাঃ থেকে 1100 পর্যন্ত ব্র্যান্ডেড কিডস পোশাক	মাত্র 50 টাঃ থেকে 100 টাকায়
1199 টাঃ থেকে 4500 পর্যন্ত লেডিজ জিন্স, ফ্যান্সি টপ, কুর্তি প্লাজো	মাত্র 150 টাঃ থেকে 300 টাকায়
1250 টাঃ থেকে 5500 পর্যন্ত ব্র্যান্ডেড কটন জেন্টস টি শার্ট, ক্যাপরি, পাজামা	মাত্র 200 টাঃ থেকে 400 টাকায়
2100 টাঃ থেকে 6500 পর্যন্ত প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড জেন্টস 100 শতাংশ কটন শার্ট, জিন্স, ট্রাউজার	মাত্র 250 টাঃ থেকে 550 টাকায়
1750 টাঃ থেকে 3500 পর্যন্ত লেডিজ লং টপ, জিন্স, লেগিন্স, ফ্যান্সি ড্রেস	মাত্র 400 টাকায়
2200 টাঃ থেকে 3500 পর্যন্ত ব্র্যান্ডেড কটন মেনস্ ট্রাউজার নিন	মাত্র 500 টাকায়
2000 টাঃ থেকে 3800 পর্যন্ত ব্র্যান্ডেড কটন মেনস্ শার্ট নিন	মাত্র 500 টাকায়
3000 টাঃ থেকে 9000 পর্যন্ত সোয়েটার, সোয়েট শার্ট, জ্যাকেট, পুলোভার, কার্ডিগান নিন	মাত্র 300 টাঃ থেকে 700 টাকায়

স্পেশাল কাউন্টার- 3000 টাকার মেনস ব্লেজার, কোট এবং বেস কোট নিন মাত্র 100 টাকায়
1500 থেকে 7000 পর্যন্ত ব্র্যান্ডেড মেনস্ এবং লেডিজ স্পোর্ট ও লেদার শুজ, চপ্পল এবং স্যান্ডেল কিনুন 100 টাকা থেকে 900 টাকায়

এর অতিরিক্ত আরও কাউন্টার উপলব্ধ হবে

নোট: ১। আমরা বিশ্বাস নয় 100% গ্যারান্টি দিই আমাদের সমস্ত পোশাক 80% ডিসকাউন্টে বিক্রি করা হবে। ২। পোশাকের উপর এত বড় ডিসকাউন্ট পুরো শিলিগুড়িতে এর আগে কখনও পাওয়া যায়নি না পাওয়া যাবে। ৩। আমাদের এই এগজিবিশনের তুলনা অন্য সেলের সঙ্গে কখনও করবেন না। ৪। এই বিক্রিতে রিটেল এবং হোলসেলেও বিক্রি বাটা করা যাবে।

এই বিক্রি কেবল 3 দিন আজ, কাল এবং পরশু 5, 6 ও 7 নভেম্বর ২০২২ (শনি, রবি এবং সোম)

বিক্রয় Time - 10:00 AM - 10:00 PM

VENUE:

HOTEL ROYAL SAROVAR PREMIERE

3 মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-734008

Free Entry, Free Parking

All Debit Credit card Accepted

কেন TMT ফ্লেক্সি-ষ্ট্রং হওয়া উচিত?

খুব স্বাভাবিক ভাবেই এটা মনে হতে পারে যে একটি নির্মাণকে মজবুত রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজন এমন একটি টিএমটি রিবার যা খুব শক্তিশালী। কিন্তু নির্মাণকে চিরদিন অটুট রাখার জন্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কঠিন আবহাওয়ার থেকে রক্ষা করার জন্য টিএমটি রিবারে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, যা হলো **নমনীয়তা বা ফ্লেক্সিবিলিটি।**

সুতরাং, একটি বাড়িকে শক্তিশালী এবং চিরদিন অটুট রাখার জন্য, আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন এমন একটি টিএমটি যার মধ্যে আছে **পর্যাপ্ত শক্তির** সাথে **উচ্চমানের ফ্লেক্সিবিলিটি।**

The Bureau of Indian Standards এবং IIT-র স্বনামধন্য অধ্যাপকেরাও এই বিষয়ে একমত।

কিন্তু শক্তি এবং নমনীয়তা-দুটোকেই বেশি রাখা খুবই কঠিন, কারণ শক্তির বৃদ্ধি হলে নমনীয়তার ক্ষয় হয়।

বহু বছরের গবেষণা এবং বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে, শ্যাম স্টিল নিয়ে এসেছে একটি অভূতপূর্ব টিএমটি রিবার, Flexi-Strong TMT rebar, যাতে দুটি বৈশিষ্ট্যই রয়েছে-পর্যাপ্ত শক্তি এবং উচ্চমানের নমনীয়তা, যাতে আপনার বাড়ি থাকে চিরদিন স্ট্রং, প্রজন্মের পর প্রজন্মের জন্য।

SHYAM STEEL

SHYAM TMT REBAR

flexi STRONG™

শক্তি ও নমনীয়তার সঠিক ব্যালেন্স

উচ্চমানের আয়রন ওর দিয়ে তৈরি
অত্যাধুনিক স্টিল প্ল্যান্টে উচ্চমানের আয়রন ওর দিয়ে তৈরি এবং NABL স্বীকৃত ল্যাবে কোয়ালিটি পরীক্ষিত।

৬০ বছরের অভিজ্ঞতা
বিগত থেকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে বিশ্বস্ত গৃহনির্মাণের সাক্ষী আমরা।

মেগা প্রোজেক্ট নির্মাণে যুক্ত
গত ছয় দশক ধরে দেশ জুড়ে হাইওয়ে, রেলওয়ে, মেট্রো রেল, ব্রিজ এবং এয়ারপোর্টের মতো শয়ে শয়ে প্রকল্পে ব্যবহৃত।

Toll Free 1800 120 4007

অনলাইনে অর্ডার করতে: www.shop.shyamsteel.com

সচেতনতা সপ্তাহ পালন

চোপড়ায় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে সচেতনতা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ দেবাশিস মাহাতো বলেন, শুক্রবার সততার শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

সিটি স্ক্যান এল দার্জিলিংয়ে

দার্জিলিং, ৪ নভেম্বর : দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান পরিষেবা চালু হল। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা শুক্রবার ওই পরিষেবার উদ্বোধন করেন। সেখানেই অনীত জানিয়েছেন, দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে ডায়ালিসিসের শয্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে। একইভাবে কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিকেও এই পরিষেবা চালু হবে।

দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিনের দাবি দীর্ঘদিনের। রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান অমর সিং রাইও সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে এই সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। এর পরেই রাজ্যের তরফে জেলা হাসপাতালে এই পরিষেবা চালু করা হল।

উদ্যোগ জিটিএ প্রধানের

এদিন এই পরিষেবার উদ্বোধন করে অনীত বলেছেন, '২৪ ঘণ্টাই এই পরিষেবা চালু থাকবে। পাহাড়ের মানুষ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাবেন।' এই পরিষেবা চালু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অনীত। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছি বলেই এই সমস্ত উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। এই হাসপাতালে পাঁচটি ডায়ালিসিস শয্যা থাকায় অনেকেই ডায়ালিসিস করাতে পারছেন না। তাই শয্যাসংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হচ্ছে। বাকি হাসপাতালেও এই পরিষেবা চালু হবে। রাজ্যের তরফে পাহাড়ের চিকিৎসার উন্নয়নে আরও পদক্ষেপ হচ্ছে।'

দুয়ারে সরকারের ভ্রাম্যমাণ শিবির

চাকুলিয়া, ৪ নভেম্বর : দিনমজুরের কাজ করতে যাওয়ায় দুয়ারে সরকার শিবিরে যেতে পারেননি বাসিন্দারা। তাই ভ্রাম্যমাণ দুয়ারে সরকারের শিবির করল গোয়ালপোখর-২ ব্লক প্রশাসন। চাকুলিয়ার মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামগুলি প্রতি বছর বন্যার কবলে পড়ে। ফলে অভাব-অনটন লেগেই থাকে বাসিন্দাদের। অনেকের কাছেই র‍্যাশন কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই। তারপরেও দুয়ারে সরকার শিবিরে যাওয়ার সুযোগ পান না তাঁরা। তাই এদিন বিডিও বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন।

বন্যাপ্রবণ সানি সুহিয়া এলাকার বাসিন্দা শংকর রায়ের বক্তব্য, 'আমার র‍্যাশন কার্ড ছিল না। বিডিও গ্রামে এসে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন। ওঁর সহযোগিতা পেয়ে আমরা ভীষণ খুশি।' টিটিয়া গ্রামের বাসিন্দা মোমিনা বেওয়া বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। এতদিন র‍্যাশন কার্ড ও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কেউ করে দেয়নি। নেতারা শুধু আমাদের কাছ থেকে ভোট নিয়েছেন। গোয়ালপোখর-২'এর বিডিও কানহাইয়াকুমার রায় জানান, বন্যাপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যা বাড়িতে গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় জখম

গোয়ালপোখর, ৪ নভেম্বর : ছোট গাড়ির ধাক্কায় এক যুবক গুরুতর জখম হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে গোয়ালপোখর থানার কদমগছ রাজ্য সড়কে ঘটনাটি ঘটে। জখম ব্যক্তি স্থানীয় বেনিয়াটোলার বাসিন্দা।

এদিন ওই যুবক গরগছ থেকে বাইকে চেপে বিপ্রীত এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। একটি গাড়ি কদমগছ এলাকায় তাঁর বাইকে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। তিনি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে লোধন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। গাড়িটির খোঁজে নেমেছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ।

ষাঁড়ের শুশ্রূষা

চোপড়া, ৪ নভেম্বর : অসুস্থ একটি ষাঁড়ের চিকিৎসার উদ্যোগ নিলেন বাসিন্দারা। সদর চোপড়া এলাকায় ঘুরে বেড়াত ষাঁড়টি। সেটির শরীরে গুটি বেরিয়েছে। এই অবস্থা দেখে স্থানীয়রা ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন।

জলপাইগুড়ি ডিপোতে বাসযাত্রীদের জন্য ক্যান্টিন। ছবি : মানসী দেবসরকার

যাত্রিক ক্যান্টিনে দিশা, পিছিয়ে শিলিগুড়ি

জলপাইগুড়ি ডিপোয় স্বল্পমূল্যে খাবার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি ৪ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি ডিপোতে গেলেই নজরে পড়ছে যাত্রিক ক্যান্টিনের। সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা সেই ক্যান্টিনে স্বল্পমূল্যেই মিলছে নিরামিষ খাবার, রুটি-তরকারি। নিগমের কর্মী থেকে শুরু করে বাসের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সহযোগিতায় চালানো সেই ক্যান্টিনের সুবিধা নিলেও উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে এধরনের কোনও ব্যবস্থা নিগম করতে পারছে না কেন? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এক্ষেত্রে নিগমের পরিকল্পনার অভাবটাই স্পষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসেও ক্যান্টিন খোলা হলে যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত করা যাবে বলে মনে করছেন খোদ নিগমের কর্মীদের একাংশ। যদিও টার্মিনাসে এখন ক্যান্টিন তৈরি করার মতন কোনও জায়গাই নেই বলে জানাচ্ছেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। তাঁর বক্তব্য, 'টার্মিনাসে এখন কোনও জায়গা নেই। ভবিষ্যতে নতুন ঘর হলে এব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে এখন নতুন করে অর্থ বরাদ্দেরও খবর নেই।'

আসলে শিলিগুড়ি ডিপো কিংবা তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের ক্ষেত্রে যাত্রী পরিষেবার বিষয়টি মাথায় রেখে এধরনের চিন্তাভাবনা কোনওদিনই করা হয়নি বলে মনে করছেন নিগমের কর্মীদের একাংশ। কর্মীদের কথায়, এখানে ব্যবসায়িকভাবে ঘরগুলির ব্যবহার করা হয়েছে। সবগুলিই ভাড়া হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। নিগমের তৃণমূল প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমরা এব্যাপারে নিগমকে বহুবার বলেছিলাম কিন্তু কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।'

ক্যান্টিন হলে তিন ধরনের সুবিধা মিলত বলে মনে করছেন বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'বর্তমানে অধিকাংশ কর্মীই চুক্তিভিত্তিক হওয়ায় তাঁদের মাইনে কম। ক্যান্টিনে তাঁদের সুবিধা হত।' স্বল্প টাকায় ভালো খাবার পাওয়ার সুবিধা থাকায় যাত্রীদের সুবিধার সঙ্গেই নিগমের পরিষেবা উন্নত হত।'

জলপাইগুড়ি ডিপোর ক্যান্টিনটি খোলা হয়েছে ২০১৯ সালে। ডিপোর তরফেই জল, বিদ্যুৎ, চেয়ার-টেবিলও দেওয়া হয়েছে ডিপোর তরফে। দায়িত্ব রয়েছে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ওপর। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে প্রতিদিন ৩০০-রও বেশি বাসকর্মীর পাশাপাশি আট হাজারেরও বেশি যাত্রী যাওয়া-আসা করেন। সেক্ষেত্রে এধরনের উদ্যোগ এখানে আগে নেওয়া যেতে পারত বলে মনে করছেন খোদ যাত্রীরা। প্রায়ই টার্মিনাসে আসা অজয় বসাক বলেন, 'পাহাড় সহ দূরদূরান্ত থেকে টার্মিনাসে মানুষজন আসেন। এধরনের ক্যান্টিনে কম টাকায় ভালো খাবার পাওয়া যায় কিন্তু সে সুবিধার ব্যাপারে পিছিয়ে শিলিগুড়ি।' বর্তমানে টার্মিনাসে ভাড়ায় দুটি হোটেল চললেও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর চালানো ক্যান্টিনের মতন সুবিধা যে তাতে নেই, সেটা স্বীকার করছেন নিগমের অধিকর্তারাও।

মেডিকেলে ৫০ শয্যার নয়া সুপারস্পেশালিটি ব্লক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নতুন সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরির অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই ব্লকে ৫০ শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ারের পরিষেবা দেওয়া হবে। সমস্ত বিভাগের রোগীদেরই প্রয়োজনের ভিত্তিতে এখানে রেখে চিকিৎসা করা হবে। তবে, ২০১৫ সালে বরাদ্দ আসার পরেও এখনও প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের (পিএমএসএসওয়াই) হাসপাতালই চালু করা সম্ভব হয়নি। তাহলে নতুন এই সুপারস্পেশালিটি ব্লক কবে চালু হবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন খোদ চিকিৎসকরাই। যদিও মেডিকেল সুপার সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'দ্রুত নির্মাণকাজ শুরু হবে।'

২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পিএমএসএসওয়াই প্রকল্পে ১৫০ কোটি টাকায় উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরির অনুমোদন দেয় কেন্দ্র। দুই বছরের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করে ওই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই প্রকল্পের কাজ এখনও শেষ হয়নি। ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হলেও এখনও পিএমএসএসওয়াই ব্লকে কোনও মেশিনপত্র বসানোর কাজ শুরু করা যায়নি। তবে দ্রুত এই কাজ শেষ করে জানুয়ারি মাসেই পিএমএসএসওয়াই ব্লক চালু করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ওই ব্লকে নিউরো সার্জারি, নেফ্রোলজি, প্লাস্টিক সার্জারি, বার্ন ইউনিট, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, ক্যাথল্যাবযুক্ত কার্ডিও সার্জারি বিভাগ থাকবে।

এর পাশাপাশি হাসপাতালে

মিলবে ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিষেবা

হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (এইচসিসিইউ) তৈরি হচ্ছে। মোট ৩৪ শয্যার এই হাইব্রিড সিসিইউয়েও বিভিন্ন বিভাগের সংকটজনক রোগীদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা করা হবে। কিন্তু সেই হাইব্রিড সিসিইউয়ের কাজও থমকে রয়েছে। কবে থেকে এর পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে তা বলতে পারছেন না খোদ হাসপাতাল সুপার।

এরই মধ্যে কেন্দ্র এই মেডিকেলে নতুন সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরির জন্য প্রাথমিকভাবে ১৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যে এই বরাদ্দ হাসপাতালের হাতে চলে এসেছে। হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, পূর্ত বিভাগকে দ্রুত কাজ শুরু করার জন্য বলা হয়েছে। ধাপে ধাপে কেন্দ্রের নজরদারিতেই পুরো কাজ হবে। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরে কেন্দ্রের তরফেই সমস্ত চিকিৎসা সামগ্রী দেওয়ার কথা রয়েছে।

চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, প্রচুর প্রকল্প আসছে, কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। প্রত্যেকটি প্রকল্পের কাজ শুরুও হচ্ছে। কিন্তু চালু হচ্ছে কি? পিএমএসএসওয়াই, হাইব্রিড সিসিইউ চালু হলে অনেকের অকালমৃত্যু রোখা যেত। এখনও সিসিইউ, আইসিইউতে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার জন্য লম্বা ওয়েটিং লিস্ট তৈরি হয়। তার উপরে আবার সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরি নিয়ে আশার আলো দেখিয়ে লাভ কী?

সঠিক পরিকল্পনা এবং নজরদারির অভাবেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে সঠিক রোগী পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না? সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে মেডিকেলে।

'রাজ্যের মত ছাড়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সম্ভব নয়'

সংঘের হাত : অশোক

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করার দাবি বিভিন্ন মহল থেকে তোলা হলেও বাস্তবে এভাবে কি পৃথক রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা সম্ভব? অনেকেই মনে করছেন উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়নের কিছু উদাহরণ তুলে ধরে এখানকার মানুষের আবেগের অপব্যবহার করা হচ্ছে। যেমনটি প্রতি লোকসভা ভোটের আগে দার্জিলিং লোকসভা আসনের জন্য সেখানকার মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে পৃথক রাজ্যের দাবি তোলা হয় বলে অভিযোগ সিপিএমের। রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য মনে করেন, 'পৃথক রাজ্যের বিষয়টি শুধুমাত্র আরএসএসের হাওয়া। কারণ সামনেই পঞ্চায়েত ও পরবর্তীতে লোকসভা নির্বাচন। সেই ভোটের আগে পৃথক রাজ্যের কথা বলে উত্তরবঙ্গের মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনি বৈতরণি পার হতে চাইছে তারা।'

অশোকের অভিযোগ, এর আগে উত্তরবঙ্গের আবেগকে অপব্যবহার করে বিধানসভা, লোকসভা ভোটে ভালো ফল করেছে বিজেপি। কিন্তু দার্জিলিংয়ে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের কথা বলার পর, পাহাড়ের লোকেরা প্রতারিত হয়েছেন। এবার তাদের নজর উত্তরবঙ্গ রাজ্য। অশোকের দাবি, এভাবে পৃথক রাজ্য তৈরি হয় না। এটা সবাই খুব ভালোমতো জানেন। তবে এটা ঠিক উত্তরবঙ্গের শিল্প, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজন। এগুলি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তা বলে পৃথক রাজ্য হলেই এইসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এটা ভাবা ঠিক নয়।

- **লোকসভা ভোটের আগে পাহাড়ের মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে পৃথক রাজ্যের দাবি তোলা হয়**
- **উত্তরবঙ্গের মানুষের আবেগকে ফের কাজে লাগিয়ে নির্বাচনি বৈতরণি পার হতে চাইছে বিজেপি**
- **বিহার ও উত্তরপ্রদেশ যখন ভাঙল তখন ওদের বিধানসভায় তো প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল**
- **এসবের পেছনে রয়েছে আরএসএসের কৌশল**

অশোকবাবু বলেন, 'এটা রাজনীতির হাওয়া গরম করা পদ্ধতি। কারণ বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ না হলে কোনওদিনই কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয় না। আমরা চাই দার্জিলিংয়ে ষষ্ঠ তফশিল হোক। আরও কয়েকটি জটিল বিষয়েরও এভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। কিন্তু তা বলে পৃথক রাজ্য করে এই সমস্যার কোনও সমাধান করা যায় না।'

অশোকবাবু দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের পুরমন্ত্রী থাকার কারণে যেহেতু এইসব নিয়মকানুন প্রায় সবটাই রপ্ত করেছেন, তাই তাঁর মতো অভিজ্ঞ নেতার বক্তব্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন দলের নেতারাও।

অশোকবাবুর মতে, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ যখন ভাঙল তখন ওদের বিধানসভায় তো প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। আমি মনে করি, এই বিভাজন কোনওভাবেই কাম্য নয়। কেউ যদি বলেন দার্জিলিং আগে সিকিমের মধ্যে ছিল, এখন তাই আবার দার্জিলিং আবার সিকিম চলে যাবে নাকি? ডুয়ার্স ছিল ভুটানের মধ্যে। আবার ডুয়ার্স ভুটানে চলে যাক, এটা কি আমরা চাইব? উত্তরবঙ্গের মানুষের আবেগ রয়েছে এটা ঠিক কিন্তু পৃথক রাজ্য করে সেটা মেটানো সম্ভব নয়।

সেডেটিভ ড্রাগ সহ ধৃত এক

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : মুদির দোকানে সেডেটিভ ড্রাগ বিক্রি হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দোকান মালিককে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার লোয়ার গান্ধিনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম সোনু শ্রীবাস্তব। ধৃতের হেপাজত থেকে প্রচুর সেডেটিভ ড্রাগ এবং ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ওই এলাকায় একটি দোকান ভাড়া নিয়ে মুদির দোকান করছিল অভিযুক্ত। পুলিশের কাছে খবর ছিল, ওই মুদির দোকানের আড়ালেই সেডেটিভ ড্রাগ এবং ট্যাবলেট বিক্রি চলছিল। খবর পেয়েই ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ অভিযুক্তের দোকানে অভিযান চালায়।

নাড়া পোড়ানো রুখতে উদ্যোগ

চোপড়া, ৪ নভেম্বর : ধানের জমিতে খড় বা নাড়া পোড়ানো আটকাতে আগাম সচেতনতামূলক প্রচারে নামল চোপড়া সহ কৃষি অধিকর্তার অফিস। এবিষয়ে নারায়ণপুর এলাকায় গত বৃহস্পতিবার একটি সচেতনতা শিবিরও করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক পোস্টার ও মাইকিংয়ের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ দেবাশিস মাহাতো বলেন, 'নাড়া পোড়ানোর ফলে একদিকে যেমন বায়ু দূষণ বাড়ে, তেমনি মাটির উপরিভাগের খাদ্যগুণ নষ্ট হয়, জলধারণ ক্ষমতা কমে। এতে পরবর্তীতে ফলনে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে।' ডঃ ধনঞ্জয় মণ্ডলের বক্তব্য, নাড়া না পোড়ানোর ব্যাপারে কৃষকদের মধ্যে অনেকটাই সচেতনতা বেড়েছে।

'চলো গ্রামে যাই'

গোয়ালপোখর, ৪ নভেম্বর : শুক্রবার থেকে মহিলাদের নিয়ে চলো গ্রামে যাই কর্মসূচি শুরু করল গোয়ালপোখর তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা ব্লক সভাপতি সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ১ নভেম্বর থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তবে আমরা আজকে শুরু করলাম। এদিন গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শুনেছি। তাঁদের অভিযোগগুলি লিখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হয়রানি মিটবে গাড়ি মালিকদের

অল বেঙ্গল পারমিট মিলবে উত্তরবঙ্গেই

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে পূরণ হল। অল বেঙ্গল টুরিস্ট কার পারমিটের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের গাড়ির মালিকদের এখন থেকে আর কলকাতায় স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (এসটিএস) অফিসে যেতে হবে না। এসটিএসের চেয়ারম্যানের নির্দেশে শুক্রবার থেকেই উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলি থেকেও এই পারমিট দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সোনম ছেরিং লেপচা বলেন, 'এতদিন জেলা থেকে অল বেঙ্গল পারমিট দেওয়া হত না। তা দেওয়া হত একমাত্র কলকাতার এসটিএস থেকে। কিন্তু এখন থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও এই পারমিট পাওয়া যাবে। একইসঙ্গে দুই রাজ্যের রেসিপ্রোকাল চুক্তি অনুসারে সংরক্ষিত জায়গাগুলির বাইরে সিকিমের সর্বত্র বাংলার গাড়ি যেতে পারবে।'

সরকারি এই সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বসিত উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীরা। গত ১৯ অক্টোবর মৈনাক টুরিস্ট লজে পর্যটন নিয়ে একটি বৈঠক করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। ওই বৈঠকে তাঁরা এমন দাবি তুলে ধরেছিলেন বলে জানিয়ে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান নিশান্ত মিত্তাল বলেন, 'আমাদের দাবি পূরণ হল। এরফলে এখানকার গাড়ির মালিক, পর্যটন ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।' ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড টুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপন ঘোষের বক্তব্য, 'এই সিদ্ধান্তের জন্য মুখ্যসচিবকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করব ভবিষ্যতে বাকি সমস্যাগুলি মিটবে।'

> **এখন থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও এই পারমিট পাওয়া যাবে। একইসঙ্গে দুই রাজ্যের রেসিপ্রোকাল চুক্তি অনুসারে সংরক্ষিত জায়গাগুলির বাইরে সিকিমের সর্বত্র বাংলার গাড়ি যেতে পারবে।**
>
> **–সোনম ছেরিং লেপচা**
> *আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক, দার্জিলিং*

প্রতিটি বৈঠকে তাঁদের তরফে এমন দাবি করা হয়েছে জানিয়ে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'সরকারি এই সিদ্ধান্তে আমাদের সময় এবং অর্থ বাঁচবে। তবে বাংলায় যেমন সর্বত্র সিকিমের গাড়ি ঢুকতে পারে, তেমনই ব্যবস্থা হওয়া উচিত পাহাড়ি রাজ্যটির ক্ষেত্রেও।'

উল্লেখ্য, সিকিমের সংরক্ষিত জায়গাগুলিতে গড়ায় না বাংলার গাড়ির চাকা। ছাংগু, নাথু লা, চুংথাং, লাচেন, লাচুং, মংগনের মতো জায়গাগুলিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সিকিমের গাড়ি ভাড়া করতে হয় পর্যটকদের, যা নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ বাংলার গাড়িচালকদের।

বেরং নদীতে তৈরি হল সাঁকো

বেরং নদীতে সাঁকো দিয়ে পারাপার। ছবি : মনজুর আলম

চোপড়া, ৪ নভেম্বর : চোপড়ার বেরং নদীতে সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। বছরের বেশিরভাগ সময় নদী পেরোতে ভরসা সাঁকো। ফি বছর বর্ষায় সাঁকো তলিয়ে যায়। এরপর তিন-চার মাস নদী পারাপার করতে হয়। নদীর জল কমতে শুরু করলে চাঁদা দিয়ে ফের সাঁকো বানান স্থানীয়রা। এবারও ফের নদীতে সাঁকো তৈরি করা হল। তবে এবার স্থানীয় বাসিন্দাদের বদলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের একাংশও আর্থিক সাহায্য করেছেন।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ধামোরগছ, ভেরভেরি, হাসখারি সহ চারটি গ্রামের মানুষকে চোপড়া সদর এলাকায় আসতে বেরং ও ডোক নদী পার হতে হয়। সারা বছর ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ভেরভেরি গ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন সেনাকর্মী জীবনকুমার বিশ্বাস বলেন, 'বেরং নদীতে উত্তর ধামোরগছ ঘাটে সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু কী কারণে কাজ হচ্ছে না বলা যাচ্ছে না।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রিঙ্কু বিশ্বাসের বক্তব্য, 'এলাকায় দু'দিক দিয়ে নদী পারাপারের জন্য প্রতিবার তিনটি করে সাঁকো লাগে। আপাতত বেরং নদীর ঘাটে সাঁকো করা হল। অন্যদিকে ডোক নদীতে এখনও বেশি জল থাকায় মানুষ নৌকায় নদী পারাপার করছে। মাসখানেক পরে ডোক নদীর ঘাটেও সাঁকো বানানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

স্থানীয় তৃণমূল নেতা স্বপন বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আপাতত ডোক নদীর দুটি ঘাটে নৌকার সাহায্যেই কাজ চলছে। বেরং নদীতে এবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ স্থানীয় চার-পাঁচজনের সহযোগিতায় প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করে সাঁকো বানানো হল। এবছর গ্রামবাসীদের কাছে চাঁদা তোলা হয়নি।'

তিনদিন আগে নতুন সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজহারউদ্দিনের কথায়, 'বেরং নদীর ওই ঘাটে সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। তবে ইতিমধ্যে এলাকার বিধায়ক হামিদুর রহমান সাহেবের তরফে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে গতবার মাপজোখের কাজও হয়েছিল। আশা করা যায় সেতুর সমস্যা মিটবে।'

পুড়ল বাড়ি

চাকুলিয়া, ৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চাকুলিয়া থানার জামতলা এলাকায় আগুনে পুড়ল এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি। হাসিবুর রহমান নামে ওই ব্যক্তির বাড়িতে আগুন লাগে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় চাকুলিয়া থানার পুলিশকে। তারা আবার ডালখোলা দমকলবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ও পুলিশ আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। এই ঘটনায় ওই ব্যক্তির নগদ দশ হাজার টাকা ও আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। হাসিবুর বলেন, রাতে আগুন কীভাবে লাগল তা বুঝতে পারছি না। তাঁর দাবি, 'ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করে বাড়িটা তৈরি করেছিলাম। নিঃস্ব হয়ে গেলাম। দমকলের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগাতে পারে। গোয়ালপোখরের বিডিও ওই পরিবারকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

রাস্তা সংস্কার

চোপড়া, ৪ নভেম্বর : চোপড়া হাটের একটি লিংক রোড সংস্কারের সূচনা হল শুক্রবার। স্থানীয় চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রায় ৫১০ মিটার ওই রাস্তা সংস্কারের জন্য ২৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দীর্ঘদিন পর হাটের রাস্তাটির একাংশ সংস্কার করা হচ্ছে শুনে খুশি স্থানীয়রা।

৪৪৬টি আবেদন

নকশালবাড়ি, ৪ নভেম্বর : নকশালবাড়ি ব্লকের প্রথম দিনের দুয়ারে সরকার শিবির হল মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতে। ৪৪৬টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। ভ্রাম্যমাণ শিবির সহ মোট চারটি শিবির হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৬৯টি, খাদ্যসাথী প্রকল্পে ৫০টি, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ৭২টি আবেদন জমা পড়েছে। দ্বিতীয় দিনের শিবির ৭ নভেম্বর আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি জায়গায় বসবে। তৃতীয় দিনের শিবির ৯ নভেম্বর গোঁসাইপুর পঞ্চায়েতে হবে।

অস্তিত্ব সংকটে বাগডোগরার হুলিয়া নদী

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ নভেম্বর : উত্তরের অন্য নদীগুলির মতো বাগডোগরায় হুলিয়া নদী অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। এদিকে প্রশাসনের ঢিলেঢালা নজরদারির সুযোগ নিয়ে নদী দখল করে স্বাভাবিক গতিপথ রোধ করে দালানকোঠা তৈরি করা হচ্ছে। নদীবাঁধের ওপরেই বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পাড়ার নিকাশিনালাগুলিকে নদীর সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আবর্জনা ফেলে নদীকে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত করে ফেলা হয়েছে। চা বাগান এবং কৃষিজমিতে ব্যবহার করা ক্ষতিকর কীটনাশক নদীর জলে মিশে মাছ ও উপকারি জলজ পোকা হারিয়ে যাচ্ছে।

হুলিয়া নদী ত্রিহানা ও ব্যাংডুবি সংলগ্ন এলাকা থেকে উৎপত্তি হয়ে বাগডোগরা হয়ে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মহানন্দায় মিলিত হয়েছে। এই নদীর সর্বত্রই দূষণে জর্জরিত। এশিয়ান হাইওয়ের ড্রেনের সংযোগ এই নদীর সঙ্গে। বাগডোগরা এলাকায় অধিকাংশ নিকাশিনালার জল গিয়ে নদীতে মিশছে। নদীর বুকেই শুয়োরের খাটাল করে বাণিজ্যিকভাবে শুয়োর পালন করা হচ্ছে। বাগডোগরা হরেকৃষ্ণপল্লির মামণি সরকার বলেন, 'এখানকার মল্লিকপাড়ার কিছু পরিবার নদীর মধ্যেই শুয়োরের খাটাল তৈরি করে শুয়োর পালনের ব্যবসা করছেন। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে শুয়োর মারা যায়। সেগুলি নদীর জলেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ভয়ংকর অবস্থা চলছে।'

হুলিয়া নদীতে জমে রয়েছে আবর্জনা। – সংবাদচিত্র

স্থানীয় অভিযোগ, নদী দখল করে পাকা দালান তৈরি করা হয়েছে। এখানকার সেতুর পাশেই আবর্জনা এনে ডাম্পিং গ্রাউন্ড বানিয়ে ফেলেছে। নদী ক্রমেই নালা হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রঞ্জন রায় বলেন, 'এই নদীকে যেভাবে আবর্জনা ফেলে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করা হচ্ছে, নদী দখল করে বাড়িঘর তৈরি করা হচ্ছে, এর ফলে নদী একদিন হারিয়ে যাবে। নদী না থাকলে সভ্যতাও থাকবে না। এই অঞ্চলের জনপদকে বাঁচাতে নদী রক্ষা করা দরকার।' পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'উত্তরের প্রায় সব নদীর মতোই বাগডোগরার হুলিয়াও দূষণে বিপন্ন। এর জেরে বাস্তুতন্ত্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। এই নদীকে বাঁচাতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।'

এবিষয়ে নকশালবাড়ির বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'আবর্জনা ফেলার জন্য সমস্যা হচ্ছে এটা ঠিক, আমরা নকশালবাড়িতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য একটা জমি চিহ্নিত করেছি, ওখানে প্রকল্প করা হলে সমস্যা মিটে যাবে।

পুনর্মিলনে এনবিইউ-তে আসছেন সুকান্ত, বাড়ছে জল্পনা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : বেশ কয়েক বছর পর রবিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বটানি বিভাগের রিইউনিয়ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সুকান্ত ওইদিন আসবেন। বর্তমানে সুকান্তকে নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যও পাওয়া গিয়েছে বিজেপির রাজ্য সভাপতির কাছ থেকে। তিনি বলছেন, 'বটানি বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবেই অনুষ্ঠানে যোগ দেব। তবে আমার একটা রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে।'

> বটানি বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবেই অনুষ্ঠানে যোগ দেব। তবে আমার একটা রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে।
>
> **– সুকান্ত মজুমদার**
> *বিজেপি রাজ্য সভাপতি*

এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৫ সালে তিনি স্নাতকোত্তর হন। অধ্যাপিকা ঊষা চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি করেন ২০১৮ সালে। ১৯৮৪ সাল এবং তার পরবর্তী সময়ে যাঁরা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতকোত্তর করেছেন, তাঁদের নিয়েই রবিবারের পুনর্মিলনের আয়োজন বটানি বিভাগের। এই ধরনের অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগ করে থাকে। এর আগে বটানি বিভাগই তিনবার এমন অনুষ্ঠান করেছে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি অন্যরকম হওয়ায় সুকান্তর উপস্থিতি নিয়ে জল্পনা বাড়ছে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য। অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে ওমপ্রকাশ মিশ্রকে রাজ্য সরকার নিয়োগ করলেও এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি উত্তরবঙ্গের শীর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। নানা দুর্নীতিকে সামনে রেখে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পাশাপাশি আন্দোলন করেছে বিজেপি। নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রেখে বিজেপির রাজ্য সভাপতি কি নতুন কোনও আন্দোলন উসকে দেবেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে কি তিনি কোনও নতুন আন্দোলনের বার্তা দেবেন? এমন নানা প্রশ্ন ঘুরছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্বও।

তবে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ রিইউনিয়নের আয়োজকরা। আয়োজক কমিটির সম্পাদক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার স্বর্ণেন্দু রায় বলছেন, 'চতুর্থ পুনর্মিলন উৎসব। ওইদিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হবে। এখানে সকলের পরিচয় তিনি এখানকার প্রাক্তনী। আশা করি নানা ক্ষেত্রের তিনশোর বেশি প্রাক্তনী রবিবার উপস্থিত থাকবেন।'

পুলিশের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট

নকশালবাড়ি, ৪ নভেম্বর : নকশালবাড়ির পানিঘাটা পুলিশ পোস্টের উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় ৬ নভেম্বর থেকে পানিঘাটা ফুটবল মাঠে ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হবে। নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা এবং সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ বার্তাকে তুলে ধরতে এই আয়োজন। পানিঘাটা পুলিশ পোস্টের ওসি সুপ্রকাশ সরকার বলেন, 'লোহাগড়, চেঙ্গা, পানিঘাটা, দুধিয়া, খাপরাইল সহ পানিঘাটা এলাকার গ্রামগুলো থেকে ১৬টি দল নিয়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। যুবসমাজকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা টুর্নামেন্টের মূল উদ্দেশ্য।' ১৬টি দল ছাড়াও পুলিশের একটি দল টুর্নামেন্টে অংশ নেবে বলে ওসি জানান।

দুর্ঘটনায় জখম

গয়েরকাটা, ৪ নভেম্বর : গয়েরকাটার আংরাভাসা সেতুর কাছে একটি হোটেলের সামনে ডাম্পার থামিয়ে নামেন চালক। হঠাৎ রাস্তার পাশে বিছুটি ঝোপে ঝাঁপ দেন ওই ব্যক্তি। এরপর সারা শরীরে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হলে এশিয়ান হাইওয়েতে উঠে কাতরাতে থাকেন বলে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন। সেসময় একটি গাড়ি এসে ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন ওই ডাম্পারচালক। শুক্রবার বিকেলে ঘটনার খবর পেয়েই গয়েরকাটা চা বাগান এলাকায় আসে বানারহাট থানার পুলিশ। জখমকে উদ্ধার করে বীরপাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

ভিনরাজ্যে বাস চালানো নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা

এজেন্সিতে ভরসা নিগমের

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৪ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম ভিনরাজ্যে বাস চালাতে বেসরকারি সংস্থার ওপরই ভরসা রাখছে। ভিনরাজ্যে পুরোনো রুট চালু ও নতুন রুটে বাস চালানো নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে এনবিএসটিসি। সংস্থার আয় বাড়াতে এবং পরিষেবার মানোন্নয়নে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী বছর জানুয়ারি থেকে এই পরিষেবা চালুর টার্গেট নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে।

এনবিএসটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'আমরা অন্য রাজ্যে বাস চালাতে বেশ কিছু পরিকল্পনা নিয়েছি। তার জন্য প্রস্তুতি চলছে। ইতিমধ্যেই তা নিয়ে মূল্যায়ন শুরু হয়েছে।'

মূলত তিনটি পদ্ধতিকে সামনে রেখে ভিনরাজ্যে বাস চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে নিগম। 'অপারেটর কাম বাস প্রোভাইডার'-তার মধ্যে প্রথমে রয়েছে। এই পদ্ধতিতে বাস থেকে শুরু করে কর্মী, রক্ষণাবেক্ষণ সবই করবেন বেসরকারি বাস মালিক। তবে যে রাজ্যে বাস চলবে, তার পারমিট নিগম ও সেই মালিকের নামে যৌথভাবে হবে। বিনিময়ে বাস মালিক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিগমকে দেবেন।

দ্বিতীয়টি হল টিকিট সেলার সিস্টেম। তাতে নিগমের বাস থাকবে। চালকও নিগমের। টোল খরচ নিগমের। তবে বাসের নিত্যদিনের রক্ষণাবেক্ষণ, অন্য কর্মী নিয়োগ- সবই এজেন্সিকে করতে হবে। এক্ষেত্রে ভাড়া ঠিক করবে নিগম। পারমিট থাকবে নিগমের। এখানে মাসিক নির্দিষ্ট টাকা এজেন্সি নিগমকে দেবে। তৃতীয়টি সম্পূর্ণ ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিকল্পনা। তাতে টিকিটের দাম, রক্ষণাবেক্ষণ সবই সেই ফ্র্যাঞ্চাইজির হাতে দেওয়া হবে। বাস ও পারমিট থাকবে নিগমের। বাস চালিয়ে লাভ বা ক্ষতি হোক- নির্দিষ্ট টাকা নিগমকে দিতে হবে।

নতুন উদ্যোগ

- ভিনরাজ্যে পুরোনো রুট চালু ও নতুন রুটে বাস চালাতে পরিকল্পনা
- তিনটি পদ্ধতিতে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত
- টেন্ডার করে এজেন্সিকে দায়িত্ব দেবে নিগম
- জানুয়ারি থেকে এই পরিষেবা চালুর টার্গেট

একসময় বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসমে এনবিএসটিসির একাধিক বাস চললেও তার মধ্যে কয়েকটি রুটের এখন পারমিট নেই। কারণ পাঁচ বছর পর্যন্ত সেই পারমিট থাকে। তবে রাঁচির পারমিট এখনও থাকলেও সেখানে বাস এখন চলছে না। আলিপুরদুয়ার থেকে বঙ্গাইগাঁও অবধি বাস চলে। রায়গঞ্জ থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত বাস চলে। আবার শিলিগুড়ি-গ্যাংটক বাস চলছে।

আগামীতে বিহারের মুজফফরপুর, অসমের নগাঁও, তেজপুর, রাঁচি সহ অন্য রুটে বাস চালানোর জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে নিগম। মূলত যে সমস্ত এলাকায় ট্রেন যোগাযোগ কম রয়েছে, সেখানে নজর দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে এজেন্সি বা বেসরকারি সংস্থার ওপর ভরসা রাখছে এনবিএসটিসি। টেন্ডার করে এজেন্সির হাতে ভিনরাজ্যের এই সমস্ত রুট তুলে দেবে নিগম। তার জন্য অবশ্য পরিবহণ দপ্তরের অনুমতি লাগবে। তা নিয়ে আধিকারিকরা কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

লাইনের ওপর উঠে পড়া হাতি। শুক্রবার চাপড়ামারি জঙ্গলে। -শুভজিৎ দত্ত

ট্রেন থামিয়ে হাতির প্রাণরক্ষা

নাগরাকাটা, ৪ নভেম্বর : ফের জরুরিকালীন ব্রেক কষে রেললাইনে উঠে পড়া হাতির প্রাণরক্ষা করলেন দুই ট্রেনচালক। শুক্রবার সকালে চাপড়ামারির জঙ্গল চিরে যাওয়া রেললাইনে নাগরাকাটা ও চালসা স্টেশনের মাঝে ৭০/৬-৫ নম্বর পিলারের কাছে এই ঘটনা ঘটে। সেসময় ওই পথে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। হাতিটি চালক অরিন্দম ঘোষ ও সহ চালক কেকে রাজার নজরে আসামাত্র তাঁরা ব্রেক কষে ট্রেনের গতি একেবারেই কমিয়ে দেন। লাইনের ওপর দিয়ে একপাশের জঙ্গল থেকে হাতিটি দুলকি চালে অপর পাশের জঙ্গলে চলে যায়। হাতিটি ওই স্থান ছাড়ার পরই ট্রেনটি ফের গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। এতে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের ছয় মিনিট দেরি হয় বলে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

মাস দুয়েকের মধ্যে শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত ১৬৮ কিমির ওই রেলপথে এই নিয়ে সাতবার এমন ঘটনা ঘটল। শেষ ঘটনাটি ঘটে ২৪ অক্টোবর মহানন্দার জঙ্গল চেরা সেবক ও গুলমা স্টেশনের মাঝে। সেদিন একটি মালগাড়ি থামিয়ে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি দাঁতালের প্রাণরক্ষা করেছিলেন চালকরা। তার আগে ২৯ ও ৩১ অগাস্ট এবং ১১ ও ৩০ সেপ্টেম্বর চারটি হাতির জীবন রক্ষা করেছিলেন ট্রেনচালকরা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দিলীপকুমার সিং বলেন, 'জঙ্গলের রুটে বরাবরই নিয়ন্ত্রিত বেগে ট্রেন চালানো হয়। এর বাইরে চালকদের হাতি সহ অন্য বুনোদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে ট্রেন চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বন্যপ্রাণীদের জীবন রক্ষায় রেল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

উত্তর-পূর্ব ভারতের পথে সাইকেলে পরিমল

ডুয়ার্স ব্যুরো

৪ নভেম্বর : বাঙালির ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছার কাছে যে কোনওকিছুই বাধা নয়, তা যেন প্রমাণ করে দিচ্ছেন মধ্য ষাটের পরিমল কাঞ্জি। কলকাতার চেতলার বাসিন্দা পরিমলবাবুর এবারের ডেস্টিনেশন উত্তর-পূর্ব ভারত। তাই শিলিগুড়ি হয়ে শুক্রবার সাইকেলে চেপেই এসেছেন ডুয়ার্সে। সবুজ ডুয়ার্স দেখে যে তিনি মুগ্ধ, তা তিনি জানাতে ভোলেননি।

আর্থিক সামর্থ্য নেই। বয়স হয়েছে। সেসব থোড়াই কেয়ার। পায়ের তলায় সর্ষে। তার সঙ্গে অদেখাকে দেখার প্রবল আগ্রহকে সঙ্গী করেই বেরিয়ে পড়েন পেশায় গ্যাস ওভেন সারাইয়ের মিস্ত্রি পরিমলবাবু। এবার তিনি যাবেন সিকিম, অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্যে। সিকিমের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে এবারে মালবাজার হয়ে পাড়ি দেবেন অসমে। এর আগে তিনি সাইকেলে ঘুরে বেরিয়েছেন ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল, কাশ্মীর সহ কুড়িটির বেশি রাজ্যে।

এদিন ডুয়ার্সে আসার পথে সেবক করোনেশন সেতুর যে সংস্কার দরকার, তাও নজর এড়ায়নি পরিমলবাবুর। তাঁর এই সাইকেলে ঘোরার নেশার কথা জানতে পেরে রাস্তাতেই কথা বলেছেন কৌতূহলী অনেকে। যেমন শিলিগুড়ি থেকে এদিন বিকেলে নাগরাকাটার নয়া সাইলি চা বাগানে নিজেদের বাড়িতে আসছিলেন চিরন্তন সাহা নামে এক যুবক। পরিমলবাবুর আত্মপ্রত্যয় ও ঘুরতে যাওয়ার নেশা মুগ্ধ করেছে তাঁকে। চিরন্তনের বক্তব্য, 'কতটা ইচ্ছাশক্তি থাকলে বেড়ানো যেতে পারে, তা ওঁর সঙ্গে কথা না বললে বিশ্বাস করা শক্ত।'

ডামডিমের রাস্তায় পরিমলবাবুর সঙ্গে কথা বলেন মালবাজারের যুবক প্রসেনজিৎ মণ্ডল। তিনি বলেন, 'পরিমলবাবু জানান, ডুয়ার্স তাঁর খুব ভালো লেগেছে। এদিন মালবাজারে পরিমলবাবুকে স্বাগত জানায় 'সাইকেল ইয়ার্ড' সংগঠন। সংস্থার তরফে রাজাবাবু দাস তাঁকে স্বাগত জানান। দেওয়া হয় শুকনো খাবার, ওষুধ। পরিমলবাবুর জানান, প্রতিদিন ১০০ কিমির কাছাকাছি সাইকেল চালান। বললেন, 'হোটেলে থাকার সাধ্য নেই। তাই সন্ধ্যার আগে আস্তানা ঠিক করে নেই।' শনিবার হাসিমারা পৌঁছানো তাঁর লক্ষ্য। উত্তর-পূর্ব ভারতের সবকটি রাজ্য ঘুরে এসে বাড়ি ফিরতে সময় লাগবে দু'মাস।

বোল্লায় বলি বন্ধ করতে রাজ্যকে চিঠি কেন্দ্রের

সাজাহান আলি

পতিরাম, ৪ নভেম্বর : বোল্লায় পশুবলি বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে নবান্নতে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলকে চিঠি দিল দিল্লির এনিমেল ওয়েলফেয়ার বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। কেন্দ্রের চিঠি মিলতেই তৎপর হয়েছে জেলা প্রশাসন। মন্দির কমিটির সঙ্গে বলি বন্ধ নিয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। তবে এবছর বোল্লা মেলা বলি ছাড়া হবে কি না, এবিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বোল্লা মেলা কমিটির তরফে অবশ্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে চিরাচরিত রীতি বহাল রাখার জন্য। এতদিন যেভাবে বলি সহযোগে পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হত, সেই রকমই চাইছে মন্দির কমিটি।

বোল্লা মেলা কমিটির এবছরের ম্যানেজার সুব্রত মণ্ডল জানালেন, 'প্রশাসনের তরফে বলি ছাড়া পুজো ও মেলা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আমরা মেলা কমিটির তরফে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসনের কাছে পুরোনো রীতি মেনে চলার আবেদন করেছি। আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি, বোল্লা রক্ষাকালী পুজো ও মেলা এতদিন যেভাবে বলি সহযোগে হয়ে এসেছে, সেই ধারাকে বজায় রাখা হোক। অবশ্য এই বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি।' জেলার পুলিশ সুপার রাহুল দে বলেন, বিষয়টি এখনও দেখা হয়নি। কোনও সিদ্ধান্ত হলে জানিয়ে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত দুই বছর করোনার জন্য বোল্লা মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। নিয়মরক্ষার জন্য শুধুমাত্র পুজো হলেও হাজার হাজার ভক্ত মায়ের দর্শন থেকে বঞ্চিত থেকেছেন বা আসতে পারেননি। তবে এবছর করোনার প্রাদুর্ভাব কমতেই জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে পুজো ও মেলার। চার দিনব্যাপী মেলা শুরুর ঠিক এক সপ্তাহ আগে শুক্রবার বোল্লা মন্দিরসহ মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা গেল, উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ এই মেলার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। গত দুই বছর বোল্লাকালী মেলায় দর্শনার্থীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মানুষজন আসতে পারেননি। তাই এবছর মেলায় ব্যাপক ভিড় হবে বলে আশা করছেন মেলা কমিটির কর্মকর্তা থেকে শুরু করে কমিটির সদস্য ও এলাকার মানুষজন। মেলার নিরাপত্তার জন্য জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফেও উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

পুজোর আগে প্রতিমা তৈরির প্রস্তুতি। শুক্রবার বোল্লায়।

শতবর্ষের পুরোনো বোল্লা রক্ষাকালী পুজো ও চার দিনের মেলা শুরু হবে আগামী ১১ নভেম্বর শুক্রবার থেকে। এই উপলক্ষ্যে বোল্লা রক্ষাকালী পুজো কমিটির তরফে জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বোল্লা মন্দির প্রাঙ্গণে যে সমস্ত অস্থায়ী দোকান ছিল সেগুলিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে যে সাপ্তাহিক হাট বসত তাও কিছুটা দূরে স্থানান্তর করা হয়েছে। সর্বোপরি চার দিনের মেলা উপলক্ষ্যে যে সমস্ত দোকানপাট বসবে সেই ব্যবসায়ীরাও জায়গা চিহ্নিত করে অস্থায়ী দোকান তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছেন। মালপত্র আনার কাজও শুরু হয়েছে। মেলার প্রস্তুতি হিসেবে মন্দিরের সম্মুখভাগে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলা থেকে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা এসে বিপুল পরিমাণ ভোগ তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তৈরি হচ্ছে মানতকালীর প্রতিমা। বোল্লা রক্ষাকালীর সাড়ে সাত হাত উচ্চতার প্রতিমা নির্মাণের কাজও প্রায় শেষের দিকে। প্রতিমা শিল্পী হিমাংশু মহন্ত দিনরাত এক করে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা নির্মাণ করছেন। তিনি জানালেন, আশা করছি সব কিছুই সময় মতো শেষ হবে।

জেলা পুলিশ সুপার রাহুল বলেন, 'বোল্লা মেলার নিরাপত্তা নিয়ে আমরা যথারীতি চিন্তাভাবনা শুরু করছি। সময়মতো এই মেলার নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বন্দোবস্ত করা হবে। তাই সকলের অপেক্ষা আর কয়েকটি দিনের জন্য। ১১ নভেম্বর সকাল থেকে শুরু হবে শতবর্ষের পুরোনো উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় বোল্লাকালী মেলা।'

স্মারকলিপি

হলদিবাড়ি, ৪ নভেম্বর : সারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের আর্জি জানিয়ে হলদিবাড়ির সহ কৃষি অধিকর্তাকে স্মারকলিপি দিল এআইকেকেএমএস সংশ্লিষ্ট ব্লক কমিটি। শুক্রবার সংগঠনের তরফে সারের দাম নিয়ন্ত্রণ সহ পাঁচ দফা দাবিতে ওই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কমিটির সম্পাদক সাত্তার সরকারের বক্তব্য, 'সারের কালোবাজারি রুখতে পদক্ষেপ করা, সার কেনার ক্ষেত্রে পাকা বিল দেওয়া সহ একাধিক দাবি জানানো হয়েছে সহ কৃষি অধিকর্তাকে। এরপরও যদি পরিস্থিতির বদল না হয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন নামতে বাধ্য হব আমরা।' সন্ধ্যায় হলদিবাড়ি বাজারে বিক্ষোভ মিছিলে হাঁটেন সংগঠনের সদস্যরা। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের ব্লক সভাপতি আনারুল হক ও সম্পাদক সাত্তার সরকার। পাশাপাশি বাসস্ট্যান্ডে একটি পথসভা হয়।

দুয়ারে সরকার শিবিরে বাড়ি বাড়ি প্রশাসন

শামুকতলা, ৪ নভেম্বর : গ্রামের কাছাকাছি দুয়ারে সরকার শিবির হলেও দুর্গম এলাকার কিছু বয়স্ক মানুষ শিবিরে আসতে পারেননি। যার ফলে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতার মতো বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাঁরা। এবার তাঁদের কাছে সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা দিতে আলিপুরদুয়ার ২ বিডিও চিরঞ্জিত সরকার হাজির হলেন মানুষের দুয়ারে। এদিন ২ ব্লকের দুর্গম এলাকা বলে পরিচিত খড়িয়া বস্তি এবং ছোট চৌকিরবস গ্রামে দুয়ারে সরকারে ভ্রাম্যমাণ গাড়ি নিয়ে বিডিও ওই দুই গ্রামে যান। বিডিওর উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ দুয়ারে সরকার শিবিরের সুবিধা পেয়ে খুশি খড়িয়া বস্তি এবং ছোট চৌকিরবস গ্রামের বাসিন্দারা।

খড়িয়া বস্তির বাসিন্দা বিলা খড়িয়া ও বিরজিনা খড়িয়া দুই মহিলা তপশিলি উপজাতিভুক্ত হলেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এক হাজার টাকার বদলে মিলছিল ৫০০ টাকা। কিন্তু শুক্রবার যেটা ঘটল সেটা তাতে এখনও

ভ্রাম্যমাণ শিবিরে বিডিও।

অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তাঁদের কাছে। বিডিও নিজে তাঁদের দুয়ারে গিয়ে সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখে তাঁদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। বিডিও জানান, আগামী মাস থেকে এক হাজার টাকা করে পাবেন ওই দুই মহিলা।

শুধু ওই দুজন নন, খড়িয়া বস্তি, ছোট চৌকিরবস গ্রামের আরও অন্তত ৪১ জন নানা প্রকল্পের আবেদন করে সুবিধা পান এদিন। কারও ডিজিটাল র‍্যাশন কার্ডে বা জাতিগত শংসাপত্রের আবেদন, কারও জমির সমস্যা, আবার কারও বার্ধক্য ভাতার আবেদন করার ব্যবস্থা করেন বিডিও। এদিন দুয়ারের সরকারের সমস্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই ভ্রাম্যমাণ শিবিরের উদ্যোগ নেন বিডিও।

বিডিও সাহেব দুয়ারে এসে দুয়ারে সরকার শিবিরের সুবিধা দেওয়ায় রীতিমতো খুশি বিশু খড়িয়া, সবিতা বর্মন, মালতী খড়িয়ারা। বিডিও বলেন, 'দুর্গম এলাকায় ভ্রাম্যমাণ দুয়ারে সরকার শিবির করে সরকারি প্রকল্পের সমস্ত সুবিধা প্রদান করছি।

১৯৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন ভারতের সুপারস্টার বিরাট কোহলি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম হয়েছিল ১৮৭০ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শনিবার, ১৮ কার্তিক ১৪২৯
■ ৪৩ বর্ষ ■ ১৬৬ সংখ্যা

জলের সন্ধানে

সাধারণ ভারতবাসীর মূল প্রয়োজন কী কী? দেশের শাসক-বিরোধীর যত মতপার্থক্যই থাক, শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের চাহিদার তালিকা তৈরি করতে কয়েকটি বিষয়ে তারা একমত। চাহিদাগুলি রোটি, কাপড়া, মকান, সড়ক, বিজলি, পানির মধ্যে সীমিত। কেননা, সাধারণ মানুষ আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখেন না। আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দেওয়ার গল্পকাহিনীতে তাঁদের আস্থা নেই। পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে যে দেশের মানুষের ঝলসানো রুটি মনে হয় তাদের পক্ষে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা শুধু অসম্ভব নয়, কঠিনও।

স্বাধীনতার অমৃতকালে মানুষের নিতান্ত সাধারণ চাহিদাও যে পূরণ হয় না, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল লোকাল সার্কেলস নামে একটি অসরকারি সংগঠনের সমীক্ষা। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের মাত্র দুই শতাংশ মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পান। যে দেশে ঢাকঢোল পিটিয়ে ৫জি মোবাইল পরিষেবা চালু করা হয়, ভারত ডিজিটাল হয়ে গিয়েছে বলে দিবারাত্র প্রচার চালানো হয়, সে দেশের সিংহভাগ মানুষের পরিস্রুত পানীয় জল না পাওয়ার চেয়ে বড় লজ্জা আর কিছু হতে পারে না।

ওই সমীক্ষায় অনুযায়ী, মাত্র ৩৫ শতাংশ পরিবার পাইপের মাধ্যমে ভালো মানের জল পায়। ওই জলের গুণমান ১২ শতাংশ পরিবার খুব ভালো বলেছে। বাকি ২৩ শতাংশ পরিবার ভালো বলে জানিয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে দেশে ঘটা করে জল সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। অথচ দেশের জলছবিটা যে বিবর্ণ, তা সমীক্ষায় স্পষ্ট। বিভিন্ন সংস্থার নানাবিধ তথ্য-পরিসংখ্যানে সবসময়ই জানা যায়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। সেই সমস্যার সমাধানের কোনও সুস্পষ্ট দিশা সরকার দেখাতে পারে না। কিছু বিজ্ঞাপনী প্রচারের মধ্যে তাদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ।

কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বই, বেঙ্গালুরুর মতো একাধিক মেট্রো শহরে গ্রীষ্মকালে জলের জন্য হাহাকার দেখা যায়। ভারত নদীমাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও দেশবাসীর জলযন্ত্রণা লাঘব হয় না কেন, তার কৈফিয়ত দেওয়া সরকারের কর্তব্য। জলবাহিত রোগে প্রতিবছর প্রায় ৪ কোটি মানুষ আক্রান্ত হন। তাদের অধিকাংশই শিশু। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশে প্রতিবছর ডায়ারিয়া সহ নানা ধরনের পেটের অসুখে ১৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয়। এমন ভয়াবহ তথ্য সামনে থাকা সত্ত্বেও কেন পরিস্থিতি পালটানো হচ্ছে না, তার জবাবদিহি করার দায়িত্ব সরকারের।

নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতের সঙ্গে ইজরায়েলের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তির হাত ধরে ইজরায়েল পানীয় জলের সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করে ফেলেছে। নরেন্দ্র মোদি সেদেশে গিয়ে ওই অসাধ্যসাধনের কর্মকাণ্ড চাক্ষুষও করেছিলেন। কিন্তু ইজরায়েলের কীর্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে এদেশে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার যতটা আন্তরিকতা দেখিয়েছে, তার তুলনায় প্রতিরক্ষা, সুরক্ষা ও নজরদারি সংক্রান্ত সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি আমদানি করার ব্যাপারে ঢের বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু জলের অপর নাম যখন জীবন, তখন সেই সংক্রান্ত সমস্যার আশু সমাধান সবার আগে প্রয়োজন। সমাধানের নামে যে কাজগুলি করা হচ্ছে বা প্রচারের আলোয় আসছে, তা মূল সমস্যার তুলনায় নিতান্ত সামান্য। পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়ার অধিকার আমজনতার বেঁচে থাকার অধিকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার অর্থ তাঁদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। কেন্দ্র, রাজ্যগুলির পাশাপাশি দেশের সমস্ত পুরসভা ও পঞ্চায়েতের তাই মানুষকে এই সমস্যার হাত থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রক্ষা করা উচিত।

অমৃতধারা

ছাত্রজীবনে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য চরিত্রগঠন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র গঠন চাই। তাহা না হইলে কোনো কিছুই হইবে না। জীবনের ভিত্তি খুব পাকা হওয়া চাই। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্যই জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যাইবে। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। কামনাবোধকে বীর্য ধারণ করিবে। প্রতিদিন কিছু সময় প্রার্থনা ও ভগবানের নাম জপ করিবে। নাম করিলে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, কু-বাসনা, কু-প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে। ভগবানের নামই অন্তরের সমস্ত পাপ তাপ, জ্বালাযন্ত্রণা দূর করিয়া আনন্দ দান করে – ভিতরে পূর্ণ পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করে।

– শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

তদন্ত এখন দিগন্তে মিলিয়ে যায়, তথ্য গোপনই আজকের রাজধর্ম

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

অভি

'তদন্ত' শব্দটা শুনলে এখন কেমন একটা লাগে না? তদন্ত যেন দিগন্ত শব্দটার মতো। দূর থেকে দূরে যেতে যেতে হারিয়েই যায় চিরকালের মতো। হাওয়ায়। চরাচরে।

গুজরাটের মোরবিতে মচ্ছু নদীর ওপর ব্রিজ ভাঙার তদন্ত নিয়ে যেমন, কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডে উড়ালপুল ভাঙার তদন্ত নিয়েও তেমন। কেরলে তিন মন্ত্রীর সোনা পাচার ও যৌন কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্তও সেরকম। টুজি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির তদন্তেও এক ব্যাপার।

মচ্ছু নদীর নীচের পাথরগুলোয় এখনও শেষনিঃশ্বাস লেগে অনেক মৃতের। পাথরেরা আজও শোনে স্বজনের হাহাকার। বেহাল হাসপাতালে দ্রুত চুনকাম করে ঢাকতে হয় যাবতীয় অস্বস্তি। কিন্তু নির্বাচনের বাজনায় দিগন্তে হারিয়ে যায় তদন্ত।

'ত' দিয়ে শুরু আরেক শব্দ 'তথ্য গোপন' শুনলেও ইদানীং কেমন অনিবার্য, অনিবার্য মনে হয় না? তথ্য গোপন যেন অধিকার। আরটিআই-কে উপেক্ষাও জন্মগত অধিকার।

প্রায় ঘরে ঘরে ডেঙ্গির শিলিগুড়িতে ঠিক কতজনের ডেঙ্গি, জানা যাবে না এই শব্দের দাপটে। ভারতে ক'জন করোনার শিকার হয়ে হারিয়ে গেলেন, জানতে দেবে না ওই শব্দের দৌরাত্ম্য। হু পর্যন্ত বলে দিয়েছে, ভারত চেপে যায় করোনায় আসল মৃতের সংখ্যা। দূর অতীতে লোকে অপ্রিয় সত্যি কথাটা মুখের ওপর বললে বন্ধুরা আওয়াজ দিত, চেপে যা। এখন মোদি থেকে মমতা, গেহলট থেকে বিজয়ন, যোগী থেকে নীতীশ- সবার সরকারের ওই এক রা। চেপে যা।

এটাই বর্তমান রাজনীতির সবচেয়ে বড় ক্ষত।

অতি সম্প্রতি বিশ্বের দুই প্রান্তে দুই চরম বিতর্কিত নেতা ধিক্কারের গহ্বর থেকে ফের আলোয়। ব্রাজিলে লুলা। ইজরায়েলে নেতানিয়াহু। উগ্র বামপন্থী, উগ্র দক্ষিণপন্থী। তাঁদের ফিরে আসা আমাদের ক্ষমতাচ্যুত রাজনীতিকদেরও উৎসাহিত করবে। রাজনীতিতে তা হলে ধিক্কৃত হয়েও ফেরা যায়! তদন্তকে 'দিগন্ত' করে দেওয়া এবং তথ্য গোপনকে অনিবার্য বানানো, দুটো ব্যাপারেই প্রচুর দুর্নাম ছিল লুলা ও নেতানিয়াহুর। তবু জনতা ক্ষমা করে দিয়েছে। সর্বত্রই স্মৃতিশক্তি কম।

এত সুবিধে, তবু তথ্য গোপন করার কেন এত চেষ্টায় থাকেন নেতারা?

কলকাতা-দিল্লির কথায় ফিরতেই হবে আবার।

একদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছেন, দুর্নীতির কেলেঙ্কারির সম্ভাবনা শেষ হয়ে আসছে ভারতে। পালাতে দেওয়া হবে না দুর্নীতিগ্রস্তদের। আর পাকেচক্রে সেদিনেরই খবর, অযোধ্যায় বিজেপি মুখপাত্র রজনীশ সিং সরাসরি পিএমও ওয়েবসাইটে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, রামমন্দির হওয়ার পর সরকারি জমির দাম প্রচুর বেড়েছে। সেখানে প্রায় দু'হাজার বিঘা জমি অসংখ্য কোটি টাকায় দখল করেছে মাফিয়ারা। সরকারি অফিসারদের মদতে।

হায় রাম! হে রাম!

হায় জমানা বদলের হাওয়া! অতীতে সাংবাদিকদের নিয়মিত খবর দিতেন পুলিশ অফিসাররা, আড্ডা দিতেও যাওয়া যেত লালবাজারে। রাইটার্স বিল্ডিং বা সাউথ ব্লক, নর্থ ব্লকে চলে যাওয়া যেত বড়-ছোট অফিসারদের ঘরে, মন্ত্রীদের ঘরে। এখন সব বন্ধ। সবারই ভয়, খবর যদি পাচার হয়ে যায়। কোনও সাংবাদিকের সঙ্গে কোনও অফিসারের কথা হবে তো সোজা খবর চলে যাবে পার্টি অফিসে। অনেকে এখন হোয়াটসঅ্যাপ কলে ফোন করতেও ভয় পান। প্রশ্ন করেন, আপনি ফেসটাইম কল করতে পারেন? বাম আমলেও পরিসংখ্যান, তথ্য পাওয়া ছিল ভয়ংকর কঠিন। সবেই লুকোছাপা ভাব। তারপর আবার তখন নেটে কোনও পরিসংখ্যানই মিলত না।

> **মনে পড়ে কত নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে এসব নামে, কতদিন আলোকময় উপস্থিতি ছিল প্রথম পাতায়। ব্যাপম, বফর্স, হাওয়ালা, কোলগেট, ব্ল্যাক মানি, টুজি, সত্যম, হর্ষদ মেহতা, বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, ললিত মোদি। বঙ্গের সারদা, নারদ...। উত্তরবঙ্গের সুকনা জমি কেলেঙ্কারি, এসজেডিএ কেলেঙ্কারি। সারদা, নারদ তদন্তও থেমে থেকে যাবে গোরু বা কয়লার মতো। কেননা তখন যাঁরা ছিলেন তৃণমূলে, এখন তাঁরা অনেকেই বিজেপি আলো করে আছেন।**

তদন্ত এবং তথ্য গোপন, এখানে বিজেপি-তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেস- সবাই এক। আসল কথাটাও এক। আমরা ক্ষমতায় থাকলে কোনও বড় দুর্ঘটনা হলে চুপ করে থাকব। তদন্ত নিয়ে উচ্চবাচ্য করব না। তথ্য গোপনের চেষ্টা করব এবং বিরোধী দলে থাকলে চিৎকার করব, 'তদন্ত চাই' 'তদন্ত চাই' বলে। তারপর সব আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে হাওয়ায়। সহজ অঙ্ক। মালবাজারে হড়পায় মানুষ ভেসে গেলে দিলীপ ঘোষ-শুভেন্দু অধিকারীরা চ্যাঁচাবেন। গুজরাটে ব্রিজ ভেঙে গেলে তাঁরা আর উচ্চবাচ্য করবেন না। মচ্ছু নদীর মৃত্যুমিছিল নিয়ে বিজেপি বিরোধীরা চ্যাঁচাবেন। নিজেদের রাজ্যে কোনও দুর্ঘটনা হলেই চুপ। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই, যেখানে এটা হোক, তা নিয়ে কিছু বলা উচিত নয়- এই তত্ত্বে কোনও দল বিশ্বাসী নয়। নইলে আর রাজনৈতিক চিৎকারই করা যাবে না যে।

যে ২১ জুলাইয়ের গণমৃত্যু নিয়ে তৃণমূলের উত্থান, সেই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের ১১ বছরেও বের করতে পারেনি তৃণমূল। নয়াদিল্লিতে মোদি বা তিরুবনন্তপুরমে বিজয়ন কংগ্রেসের পুরোনো কেলেঙ্কারি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন বারবার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, আস্তে আস্তে স্মৃতির শ্যাওলায় চাপা পড়ে গিয়েছে সব। ভুলে যাওয়া নামগুলো মনে পড়ে অনেকদিন পর।

মনে পড়ে কত নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে এসব নামে, কতদিন আলোকময় উপস্থিতি ছিল প্রথম পাতায়। ব্যাপম, বফর্স, হাওয়ালা, কোলগেট, ব্ল্যাক মানি, টুজি, সত্যম, হর্ষদ মেহতা, বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, ললিত মোদি। বঙ্গের সারদা, নারদ...। উত্তরবঙ্গের সুকনা জমি কেলেঙ্কারি, এসজেডিএ কেলেঙ্কারি। একমাত্র লালুপ্রসাদ যাদব ছাড়া বড় নেতাকে বেশি জেল খাটতে দেখা যায়নি। সারদা, নারদ তদন্তও থেমে থেকে যাবে গোরু বা কয়লার মতো। কেননা তখন যাঁরা ছিলেন তৃণমূলে, এখন তাঁরা অনেকেই বিজেপি আলো করে আছেন।

আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম বড় রাজনৈতিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেননের নাম। ১৯৪৮ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলছে। মেনন ব্রিটেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। ২০০০ জিপ লাগবে ভারতের। মেনন প্রোটোকল না মেনে চুক্তি করেন অখ্যাত অ্যান্টি মিস্তানতেস সংস্থার সঙ্গে। যাদের ক্যাপিটাল মাত্র ৬০৫ ডলার। কোনও সার্টিফিকেট ছাড়াই তাদের ৬৫ শতাংশ অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়। ১৫৫টা জিপ এলে দেখা যায়, ওগুলো সেনার ব্যবহারের অযোগ্য। মেনন আবার এসসিকে এজেন্সি নামে এক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেন। তারা টাকা নিয়েও চুক্তিমতো জিপ দেয়নি।

তারপর কী হল? লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি হল। রিপোর্টও বেরোল। তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ ১৯৫৫ সালে এককথায় তদন্ত শেষ করে বলে দিলেন, 'সরকার ঠিক করেছে, এ ব্যাপারে আর এগোবে না। বিরোধীরা যদি সন্তুষ্ট না হয়, তা হলে ওরা নির্বাচনে এটাকে ইস্যু করে তুলতে পারে।' কী চমৎকার স্পষ্টবাদিতা! ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নেহরু কৃষ্ণ মেননকে দপ্তরহীন মন্ত্রী করে দিলেন। সব শুনে কি এখনকার কোনও নেতা-মন্ত্রীদের মনে পড়ে না? কোনও মিল পাওয়া যায়?

ওই পাঁচের দশকেই হিরের খনির মালিকদের জাল কাগজ দিয়ে ঘুষ নেওয়ায় তিন বছরের জেল হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিববাহাদুর সিংয়ের। কংগ্রেস তাঁকে বহিষ্কার করে। মধ্যপ্রদেশের চুরহাটের জায়গিরদার শিববাহাদুরের ছেলে অর্জুন সিং পরবর্তীতে কংগ্রেসের বহুপরিচিত নেতা। একটা সময় প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার। তাঁর নামও জড়িয়েছিল চুরহাট কেলেঙ্কারিতে। মাঝপথে থেমে যায় তদন্ত। ওই যে, কিছুই নাকি প্রমাণ হয়নি।

তদন্ত সবসময়ই দিগন্তে মিলিয়ে যেত। মিলিয়ে যায়। গোপনেই থেকে যায় তথ্য। তথ্য গোপনই আসলে রাজধর্ম। স্বাধীন ভারতের জিপ স্ক্যান্ডাল, হিরে কেচ্ছা থেকে আজকের ব্যাপম, এসএসসি, সারদা-নারদ, মোরবি, টুজি, সোনা পাচার, ভাইদের চাকরি বিক্রি, ক্যাডারদের চাকরি বণ্টন...। তালিকা অন্তহীন।

হতভাগ্য, হতাশ, ক্ষুব্ধ ভারতীয় জনতা শুধু আমেরিকানদের স্টাইলে নেতাদের নিয়ে জোকস চালাচালি করতে পারে। এক নেতার পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে গ্যাংস্টার শান্ত গলায় বলল, 'তোর যা টাকা আছে, সব দিয়ে দে।' নেতা ভদ্রলোক জমকালো পাঞ্জাবি পরে ঘুরছিলেন। প্রতিদিন নিত্যনতুন, ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি কী করে পান কে জানে! ঘুরে বললেন, 'জানিস আমি কে? আমি অমুক দলের নেতা।' বন্দুকধারী গ্যাংস্টার এবার গলা চড়িয়ে গালাগাল দিয়ে বলল, 'তা হলে আমার টাকাগুলো এখনই ফেরত দে!'

শিক্ষা বিতর্কে বাংলার ভাবমূর্তি যখন তলানিতে, তখন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী-অভিনেতা ব্রাত্য বসুর পরিচালনায় নতুন সিনেমার নাম 'হুব্বা'। হুগলির এককালের গ্যাংস্টারের জীবন অবলম্বনে। হুব্বার চরিত্রে ওপার বাংলার সুপারস্টার মোশাররফ করিম। করিমের গলায় কি এজাতীয় কোনও সংলাপ থাকবে?

আক্রান্ত ইমরান বনাম পাকিস্তানের 'এস্টাবলিশমেন্ট'

সুমন ভট্টাচার্য

অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল আর ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হতে চান আবার। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের ইসলামাবাদের মসনদে ফেরার পথে প্রধান বাধা সে দেশের 'এস্টাবলিশমেন্ট'। আমাদের প্রতিবেশী দেশে 'এস্টাবলিশমেন্ট' শব্দটির অর্থ কী এবং তার হাত কতটা প্রসারিত তা পরিষ্কার করে কেউই বলেন না। কিন্তু সেনাবাহিনী, গুপ্তচর সংস্থা বিদেশি প্রভাব- সবকিছু মিলিয়েই নাকি তৈরি 'এস্টাবলিশমেন্ট'। গুলিবিদ্ধ ইমরান নিজের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের পাশাপাশি 'এস্টাবলিশমেন্ট'কে-ই দায়ী করেছেন। আসলে যে ইমরানের সময় পাকিস্তান ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল 'রিভার্স সুইং' দিয়ে, তিনি রাজনীতিতেও সেই 'রিভার্স সুইং' প্রত্যাশা করছেন। অর্থাৎ তাঁর ওপরে হামলা এবং জনগণের ক্রমশ বাড়তে থাকা ক্ষোভ এমন মাত্রায় যাবে, সেনাবাহিনী পিছু হটবে। এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

ঘরের মাঠে চিরকাল আম্পায়ারদের দাক্ষিণ্য পেতে অভ্যস্ত প্রাক্তন অধিনায়ক এখনও রাজনীতির পিচে সবথেকে প্রভাবশালী আম্পায়ারদের দাক্ষিণ্য পাচ্ছেন বলে খবর নেই। ইমরান এবং তাঁর দল যতই সেনাবাহিনী এবং আইএসআইকে নিশানা করুন, পাকিস্তানের 'রক্তকরবী'র অদৃশ্য রাজার কোনও নন্দিনীকে দেখে বরফ গলার ইঙ্গিত নেই। সেনাপ্রধান বাজওয়া নিশ্চুপ।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিশ্বাস, এপ্রিলে ইমরানকে কুর্সি হারাতে হয়েছিল সেনাবাহিনীর আনুকূল্য সরে যাওয়ার পরেই। ইমরান অবশ্য তখন থেকেই বলে আসছেন তিনি মস্কোর দিকে ঝুঁকেছিলেন বলে ওয়াশিংটনের অঙ্গুলিহেলনে পাকিস্তানের 'অদৃশ্য শক্তি' তাঁর বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' করেছিল। আস্থা ভোটে হারার পরই ইমরান ক্ষমতায় ফেরার মরিয়া চেষ্টায়। কখনও তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে 'মূল চক্রী' বলেছেন। কারণ নওয়াজের ভাই শাহবাজই তাঁকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কখনও সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করতে গিয়ে বর্তমান সেনাপ্রধান বাজওয়ার অবসরের পরে কে সেই পদে বসবেন, সেটা তিনি ঠিক করে দেবেন বলে তুমুল বিতর্ক তৈরি করেছেন। আর এই সবকিছুর পরেও যখন শরিফ এবং ইমরানকে ঠেকাতে পাকিস্তান মুসলিম লিগের হাত ধরা বেনজির-পুত্র বিলাওয়াল জারদারিকে তিনি আলাদা করতে পারেননি, তখন 'শরিফ-জারদারি'দের সরকার ফেলতে 'লং মার্চ'-এর ডাক দেন।

একদিকে যেমন এটা সত্যি যে পাকিস্তানের বেহাল অর্থনীতি এবং আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ যুব সম্প্রদায়কে ইমরান রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে 'সরকার বিরোধী' করে তুলতে পেরেছেন, তেমনই তেহরিক প্রধানের বিরুদ্ধে মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার সবথেকে বেশি অভিযোগ। অর্থাৎ ইমরান কোনও 'মাসিহা' নন। বরং তিনি সরে যাওয়ায় পাকিস্তানের নতুন সরকারের সঙ্গে আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসনের নিত্যদিন খিটিমিটি চলছে। ইমরান যেসব জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন, জেনারেল বাজওয়া তাদের সঙ্গে সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছেন। এটা পরিষ্কার ইমরান এখনও পাক সেনাবাহিনীকে টলাতে পারেনি। এটা বুঝেই তিনি এই উপমহাদেশের আরেক 'ক্রিকেটীয় সুপার পাওয়ার' শ্রীলঙ্কার পথে হাঁটার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ জনবিক্ষোভের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করা। কিন্তু ইমরান এখনও সেখানে উইকেট ফেলতে পারেননি।

(লেখক সাংবাদিক)

বিন্দু বিসর্গ

স্কুলের অঙ্ক বাদ দিয়ে কীভাবে ভারত সেমিফাইনালে যাবে, তার অঙ্ক কষছে। –অভি

আলোচিত

এখনই আমার চাকরিটা চলে গেল। টুইটারে কাজ করা খুব সম্মানের ব্যাপার ছিল। আমার জীবনে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সুযোগ।

–যশ আগরওয়াল
(টুইটারে ছাঁটাই হওয়া কর্মী। [illegible] ছাঁটাই হলেন অনেক ভারতীয়।)

আজ

১৫৫৬ সালে আজকের দিনে মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে দিল্লির শাসক হিমুর মধ্যে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধে আকবর জয়ী হন এবং দিল্লি পুনর্দখল করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আফগান নেতা আদিল শাহের সেনাপতি হিমু বিক্রমাদিত্য নাম নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসেছিলেন।

আনন্দ

কেরলের ইদুক্কির এক সরকারি স্কুলে উপজাতি ছেলেমেয়েরা আসত শুধু খাবারের লোভে। জুটত না ব্রেকফাস্ট। শুধু জুটত লাঞ্চ। অসুস্থ হয়ে পড়ত অনেকেই। স্কুলে শিক্ষিকা লিসি জর্জ নিজের উদ্যোগে তাদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৩৬৬

পাশাপাশি : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ৩। কাক ৫। নবাবের পুত্র ৭। হাতপাখা ৯। ক্ষীর দিয়ে তৈরি চারকোনা বা সামান্তরিকের আকার বিশিষ্ট মিঠাইবিশেষ ১১। ধার্মিকতার ভানধারী, ধর্মধ্বজাধারী, ভণ্ড ১৪। কামান ও বন্দুকের মতো নলযুক্ত প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ, পদ্মের ডাঁটা বা নাল ১৫। কঠিন, নীরস বা দুর্বোধ্য।

উপর-নীচ : ১। মুসলমান দম্পতি, ভদ্র দম্পতি ২। উন্নতমনা, মহৎপ্রাণ, উন্নত বা উচ্চ ৩। দেবরাজ ইন্দ্র ৪। চালের গুঁড়া, সীসা থেকে তৈরি সাদা রংবিশেষ, গোলাকার রসালো ও মিষ্টি ফলবিশেষ ৬। গোঁড়া লেবু ৮। শিয়াল ১০। সুসজ্জিত, পরিপাটি বা পরিচ্ছন্ন ১১। স্তব, স্তুতি বা প্রণাম ১২। ধর্মপ্রাণ, ধর্মে অনুরাগী ১৩। ওড়িশার নগরবিশেষ, সৈন্যশিবির, পর্বতের সানুদেশ।

সমাধান ■ ৩৩৬৫

পাশাপাশি : ১। গুবাক ৩। দশা ৫। দার ৬। আকর ৮। কর্পূর ১০। জালিক ১২। মতন ১৪। আভা ১৫। করী ১৬। ইয়ার।

উপর-নীচ : ১। গুরবাঁক ২। কদাচার ৪। শায়ক ৭। রজ্জু ৯। ভীম ১০। জাতভাই ১১। কণ্ঠহার ১৩। তড়াক।

উত্তরের পাঁচালি

ক্যামেরায় দূর্বা

দূর্বা মজুমদার পেশায় শিক্ষিকা। সেইসঙ্গে করেন গান, তোলেন ফোটো। রাসমেলার অনুষ্ঠান সহ স্থানীয় বিভিন্ন জায়গায় সমাদৃত হয়েছে তাঁর গান। মানস ভট্টাচার্যের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রবীন্দ্রসংগীত গানের অ্যালবাম 'আলো আমার আলো'। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী সিধুর সঙ্গেও গেয়েছেন ডুয়েট। মোবাইল ফোনে বন্ধুদের ফোটো তোলার থেকেই শুরু ফোটোগ্রাফি নিয়ে তাঁর আগ্রহ। এক দাদার পরামর্শে ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অফ কোচবিহারের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখান থেকেই ফোটোগ্রাফি শিক্ষার শুরু। তাঁকে ফোটোগ্রাফির খুঁটিনাটি শেখান বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার ও তাঁর ক্লাব সম্পাদক সুব্রত দাস। স্টিল লাইফ থেকে মডেল ফোটোগ্রাফি সবেতেই স্বচ্ছন্দ তিনি। ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ফিয়াপের (দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফোটোগ্রাফিক আর্ট) নির্দেশিকা মেনে দেশের পাশাপাশি বিদেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পেয়েছেন সাফল্য। স্পেনে আন্তর্জাতিক ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় স্টিল লাইফে ফিয়াপ গোল্ড পাওয়া তাঁর এক বিশাল প্রাপ্তি। এছাড়া রোমানিয়ায় পরপর তিনবার সামগ্রিকভাবে বেস্ট এন্ট্রান্ট ও কানাডাতে একবার বেস্ট পারফরমার হন তিনি। তাঁর ঝুলিতে আছে সেরা ২০টি বেস্ট ফিমেল এন্ট্রান্ট পুরস্কার। বর্তমানে আর্ট ফোটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করছেন। স্বপ্ন আগামীতে ফিয়াপ ডায়মন্ড অর্জন।

–পার্থ নিয়োগী

গানে অভিমান

যা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাই সংগীত। এই অনুভবেই বিশ্বাসী উত্তর দিনাজপুর থেকে এসে শিলিগুড়িতে বসবাসকারী সংগীতশিল্পী অভিমান রায়। তিনি বলেন, শিল্পীদের প্রতিভা থাকলে তা প্রকাশ্যে আসবেই। আর এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই তাঁর সংগীত শিক্ষাকেন্দ্রকে তিনি শিক্ষার্থীর সমাবেশে তিলে তিলে তৈরি করেছেন স্বপ্নের স্বর্গ। উত্তর দিনাজপুরের দাসপাড়ায় জন্ম অভিমানের। মা মঞ্জু রায় ৪০-৪৫ বছর আগে এই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেই সংগীত শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, যার আলো আজও পথ দেখাচ্ছে এই এলাকার সংস্কৃতিকে। রাজ্যের বিভিন্ন বিখ্যাত টিভি রিয়েলিটি শো এবং বড় বড় মঞ্চে অভিমানের অনুষ্ঠান সুখ্যাতি অর্জন করেছে। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের নিয়মিত শিল্পী। পশ্চিমবঙ্গের সংগীত মানচিত্রে তিনি এখন একটি উল্লেখযোগ্য নাম। রবীন্দ্রভারতী থেকে ভোকালে গোল্ড মেডেলিস্ট। সব ধরনের গানে সাবলীল হলেও রাগসংগীতই অভিমানকে বেশি টানে। গুরু হিসেবে সান্নিধ্য পেয়েছেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, পণ্ডিত জয়ন্ত বোস, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর মতো প্রণম্য গুণীজনদের। অভিমান রাজ্য থেকে দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষায় স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

–শুভজিৎ বোস

সবার বাণী

ইসলামপুরের অন্যতম সবার কাছের মানুষ বাণীপ্রসাদ নাগ। ইসলামপুর বয়েজ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। আটের দশকে ইসলামপুর শহরের পিডব্লিউডি মোড় সংলগ্ন পুরোনো বট গাছে আচ্ছাদিত ছিল সিদ্ধেশ্বরী জাগ্রত কালী মন্দির। চারদিক ছিল ঝোঁপঝাড়ে পরিপূর্ণ। মন্দিরটিকে পূর্ণ রূপ দিতে তিনি সক্রিয় ও সফল হন। পরের লক্ষ্য ইসলামপুর সতীপুকুর শ্মশানকে দাহকার্যের উপযুক্ত করা। পাশে পেয়েছিলেন মহকুমা শাসক দিলীপ চৌধুরীকে। ১৯৯৭ সালে একটি সাধারণ চুল্লি স্থাপন করা হয় ইসলামপুর সতীপুকুর শ্মশানে। ২০০৪ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় এখানে একটি ইলেক্ট্রিক চুল্লি বসে। বাণীপ্রসাদের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টায় সতীপুকুর শ্মশান পরিপূর্ণতা পায়। শ্মশানের সৌন্দর্যায়নে সেখানে প্রচুর গাছ লাগান। ২৪টি দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সারাক্ষণ সেখানে শ্যামাসংগীত বাজে। ইসলামপুর সতীপুকুর শ্মশানের দুটি চুল্লির মধ্যে ইলেক্ট্রিক চুল্লিটি বর্তমানে বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। তার জন্য তিনি রাজ্য সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ফার্ম কলোনির ফাটি শ্মশান নির্মাণেও পদক্ষেপ করে সাফল্য পেয়েছেন। ৭৬ বছরের বাণীপ্রসাদ সাহিত্যিকও বটে। বহু গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। চলতি বছরে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের বিক্রিত মূল্য তিনি চোপড়ার বৃদ্ধাশ্রমে দান করবেন বলে মনস্থির করেছেন।

–পম্পা দাস

নাচে সাগর

নাচের জগতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাম উজ্জ্বল করছেন সাগর কুণ্ডু। জেলার প্রত্যন্ত হিলি ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। হিলি রমানাথ হাইস্কুল ও পরে হিলি গভর্মেন্ট কলেজ থেকে পড়াশোনা। এখন তিনি কলকাতায় মঞ্চ কাঁপানো নৃত্যশিল্পী। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে গ্রাম থেকে উঠে এসেও কেউ রাজধানী শহরে নাম কুড়োতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করছেন সাগর। গুরুকুল ডান্স অ্যাকাডেমিতে তাঁর নাচের প্রশিক্ষণ। হিলিতে সাগরের নিজস্ব নাচের স্কুল আছে। যেখানে প্রচুর উঠতি নৃত্যশিল্পীকে তিনি প্রশিক্ষণ দেন। বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউসে নাচের কোরিওগ্রাফি করেছেন। যা ইতিমধ্যে ইউটিউবে দর্শকের নজর কাড়ছে। এখনও পর্যন্ত বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ভাইজ্যাগ সহ দেশের অনেক জায়গায় গিয়েছে তাঁর নাচে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। এমনকি দেশের বাইরে নেপালেও তিনি নৃত্যশৈলী দেখিয়ে এসেছেন। বর্তমানে তিনি স্টার জলসার ডান্স জুনিয়ার ডান্সের কোডান্সার হিসেবে নিযুক্ত। ভবিষ্যতেও তিনি নাচ নিয়েই এগোতে চান। নাচের শিক্ষক রিকি ও অদিতিকে সাগর জীবনের মাইলস্টোন মনে করেন।

–পঙ্কজ মহন্ত

উত্তরের পাঁচালি

উত্তরের পাঁচালিতে লিখতে চান? অভিনব যে কোনও বিষয়ের উপর অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠাতে পারেন। লেখা মনোনীত হলে ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনে ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com –এ। প্রয়োজনে যোগাযোগ : 9474028140

আপের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী প্রাক্তন টিভি সঞ্চালক

আহমেদাবাদ, ৪ নভেম্বর : বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নিজেদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করল আমআদমি পার্টি। শুক্রবার দলের জাতীয় আহ্বায়ক তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, গুজরাটে ক্ষমতাসীন বিজেপির সঙ্গে টক্কর দিতে তাঁরা বেছে নিয়েছেন রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় টিভি সঞ্চালক-সাংবাদিক ইসুদান গধ্বীকে।

৪০ বছর বয়স ইসুদান গধ্বীর। টিভি চ্যানেলে সঞ্চালনার পাশাপাশি পুরোদস্তর সাংবাদিকতাও করেছেন তিনি। একাধিক সংবাদ চ্যানেলের সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন দক্ষতার সঙ্গে। দ্বারকা জেলার বাসিন্দা গধ্বীকে আগেই আপের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদে বসানো হয়েছে।

নাম ঘোষণার সময় কেজরিওয়ালের পাশে ছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান। তিনিও কেজরিওয়ালের আবিষ্কার। গত ফেব্রুয়ারিতে পঞ্জাব ভোটের আগে একই কৌশলে সরাসরি জনতার দরবার থেকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে কেজরিওয়াল বেছে নিয়েছিলেন মানকে। অকালি দল বনাম কংগ্রেসের কয়েক দশকের রাজনৈতিক মেরুকরণ ভেঙে বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে পঞ্চনদের তীরে সরকার গড়েছিল মানের নেতৃত্বে আপ। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী পদে ওজনদার আইনজীবী অমিত পালকরের নামও ঘোষণা করা হয়েছিল আপের পক্ষ থেকে। যদিও সেখানে তারা সাফল্য পায়নি।

পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রাক্তন আমলা কেজরিওয়াল যেভাবে চালু রাজনীতির ছক ভেঙে দিল্লির পর পঞ্জাবেও পাশা উলটে দিয়েছেন, তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট, তাঁর এই কৌশল জনগণের মোটের ওপর মনে ধরেছে। রাজনীতিতে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন যেভাবে বেড়েছে, তাতে চেনা মুখদের প্রতি আমজনতা বীতশ্রদ্ধ। তারা চাইছে

গুজরাট নির্বাচন

সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন রক্ত, নতুন মুখ দেখতে। জনতার মনের এহেন চলন আঁচ করেই নতুন মুখের সারি হাজির করার কৌশল নিয়েছেন কেজরিওয়াল। দিল্লিতে তিনি ও তাঁর দলীয় যোদ্ধারা ছিলেন নতুন। সেখানে ধারাবাহিক সাফল্য রয়েছে তাঁদের। পঞ্জাবেও একই কৌশল খেটে গিয়েছে। ফলে গুজরাটেও কৌশল বদলের প্রয়োজন হয়নি কেজরিওয়ালের।

গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী পদে সেরা প্রার্থী দিতে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে ই-মেল ও মোবাইল ফোন মারফত তৎপর হয় আপ। বৃহস্পতিবার সেই জনমত সমীক্ষা শেষ হয়। শুক্রবার ফল ঘোষণা করে কেজরিওয়াল জানিয়ে দেন, গধ্বীই আপের 'মুখ্যমন্ত্রী মুখ'। জনপ্রিয়তার দৌড়ে গধ্বীর পরেই দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন গুজরাটে আপের রাজ্য সভাপতি গোপাল ইতিলিয়া। ছয় বছর আগে হার্দিক প্যাটেলের সঙ্গী হিসাবে পাটিদার সংরক্ষণ আন্দোলনের সূত্রে বিপুল পরিচিতি তৈরি হয় ইতিলিয়ার।

ইসুদান গধ্বী

- জন্ম : ১০ জানুয়ারি, ১৯৮২। গুজরাটের দেবভূমি দ্বারকা জেলার পিপালিয়ায়
- শিক্ষা : স্কুলের পড়াশোনা গুজরাট বিদ্যাপীঠ। সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি আছে
- কর্মজীবন : দূরদর্শনে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'যোজনা' দিয়ে শুরু টিভি সাংবাদিকতার। কাজ করেছেন ইটিভি গুজরাটিতে। আর্থিক কেলেঙ্কারি ও বৃক্ষনিধনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবেদন তাঁকে নির্ভীক সাংবাদিক হিসাবে পরিচিতি দেয়
- রাজনৈতিক অবস্থান : আমআদমি পার্টির জাতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
- পরিচিতি ও খ্যাতি : গুজরাটি ভিটিভি নিউজের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান মহামন্থনের সঞ্চালক হিসাবে

গুজরাটে আপের নতুন মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে অভিনন্দন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের।

মাতৃস্নেহ... শাবককে নিয়ে হাঁটছে বাঘিনী 'মায়া'। শুক্রবার মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরের তাডোবা আন্ধারী টাইগার রিজার্ভে। –পিটিআই

বাতাসে বিষ দিল্লিতে বন্ধ প্রাথমিক স্কুল

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : বাতাসে বিষ। বিষের জ্বালায় জেরবার দশা দিল্লিবাসীর। শনিবার থেকে প্রাথমিক স্কুল বন্ধ রাখা হচ্ছে। ৫ বছরের বেশি বয়সি শিশুদের মাঠে খেলাধূলাও বন্ধ থাকবে।

দূষণের জেরে গত কয়েকদিনে দিল্লির বাতাসের গুণমান একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। শুক্রবার সকালে দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ছিল ৪৫৩। যার অর্থ, দিল্লির বাতাসের দূষণ পরিস্থিতি ভয়াবহ। সেই বাতাস শ্বাস নেওয়ার আদৌ উপযোগী নয়। বাতাসের গুণমান সূচকের নিরিখে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা এখন নয়ডা (৫৬২), হরিয়ানার গুরুগ্রাম (৫৩৯), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর (৫৬৩) সহ প্রায় গোটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের।

দূষণ পরিস্থিতির ভয়াবহ ছবি সামনে আসতেই তা সামাল দিতে প্রশাসনের সর্বস্তরে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি চলছে বিজেপি বনাম আম আদমি পার্টির চাপানউতোরও।

আগের দিনই দিল্লিকে গ্যাস চেম্বারের সঙ্গে তুলনা করে পঞ্জাব ও দিল্লির আপ সরকারকে কটাক্ষ করেছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। শুক্রবার একই সুর শোনা যায় দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার গলায়। নিজের বক্তব্য জানিয়ে উপরাজ্যপাল একটি চিঠিও লেখেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে।

তার জবাবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন পালটা বলেন, 'দিল্লির ২ কোটি মানুষ দূষণের জেরে কষ্ট পাচ্ছেন। এখন রাজনৈতিক তরজার সময় নয়। ভেদাভেদ যা-ই থাক, সেসব ভুলে আপাতত দূষণ রোখাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত।' এখানেই না থেমে দিল্লি দূষণের দায় নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে পাশে বসিয়ে কেজরিওয়াল বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, শনিবার থেকে প্রাথমিক স্কুল বন্ধ রাখা হচ্ছে। ৫ বছরের বেশি বয়সি শিশুদের মাঠে খেলাধুলাও বন্ধ থাকবে। যানবাহনের ক্ষেত্রে জোড়-বিজোড় নীতি চালু হচ্ছে। পঞ্জাবে খড়বিচালি জ্বালানোর ফলে দিল্লিতে যে দূষণ হচ্ছে, তা আগামী এক বছরের মধ্যে কমিয়ে আনা হবে বলে প্রতিশ্রুতি কেজরিওয়ালের।

গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (জিআরএপি) কার্যকর করতে শুক্রবার জরুরি বৈঠক করেন দিল্লির আম আদমি পার্টির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই। ১০ নভেম্বর পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির মুখ্যসচিবদের সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বৈঠকে হবে। ইতিমধ্যে দিল্লি ও অন্যান্য জায়গায় যেসব পদক্ষেপ করা হয়েছে, কমিশন তাতে খুশি নয় বলে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যে দিল্লিতে ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মীকে বাড়ি থেকে কাজের কথা বলা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে কাজ চালাতে আর্জি জানানো হয়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও। দিল্লিতে স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নয়ডার সমস্ত স্কুল বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। আপাতত অনলাইনে পড়াশোনা চলবে ওই স্কুলগুলিতে।

বৃহস্পতিবারই দিল্লি-এনসিআর-এ চার স্তরীয় 'অ্যাকশন প্ল্যান' কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয় 'দ্য কমিশন অফ এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট'। তারা জানিয়েছে, দিল্লি-এনসিআর-এ নিষিদ্ধ হচ্ছে পুরোনো ইঞ্জিনের ডিজেল গাড়ির ব্যবহার। তবে জরুরি পরিষেবায় থাকা যানবাহন ছাড় পাবে। বৈদ্যুতিক এবং সিএনজি চালিত ট্রাক ছাড়া অন্য ট্রাকের দিল্লিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে ওষুধের মতো জরুরি পণ্যবাহী ট্রাকগুলিকে। দিল্লি-এনসিআর-এ যাবতীয় নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হচ্ছে। একইসঙ্গে বিশুদ্ধ জ্বালানি নিয়ে কাজ করছে না এরকম কলকারখানাও বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যের শিল্প ও জীবনদায়ী চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক কারখানাগুলি এই বিধিনিষেধ থেকে ছাড় পাবে।

দিল্লি প্রশাসনের ঘোষণা ও অন্যান্য নির্দেশিকা

- গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (জিআরএপি) কার্যকর করা হচ্ছে
- শনিবার থেকে প্রাথমিক স্কুল বন্ধ। ব্যতিক্রম বাদে বন্ধ কলকারখানাও
- ৫ বছরের বেশি বয়সি শিশুদের মাঠে খেলাধুলাও বন্ধ
- যানবাহনের ক্ষেত্রে জোড়-বিজোড় নীতি চালু
- পঞ্জাবে খড়বিচালি জ্বালানোর ফলে দিল্লিতে যে দূষণ হচ্ছে, তা আগামী এক বছরের মধ্যে কমিয়ে আনা হবে, প্রতিশ্রুতি
- ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মীকে বাড়ি থেকে কাজের নির্দেশ। বেসরকারি সংস্থাকেও একই নীতি মেনে চলার আর্জি

ভারতে ছাঁটাই শুরু টুইটারের

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : টুইটারের পরিচালনভার হাতে নিয়েই কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছেন এলন মাস্ক। মাত্র দু'দিনের মধ্যে বিশ্বজুড়ে মাইক্রোব্লগিং সংস্থাটির প্রায় ৩ হাজার কর্মী কাজ হারিয়েছেন বলে খবর। কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রভাব পড়েছে ভারতেও। বিশেষ সূত্রে জানা

গিয়েছে, এদেশে সংস্থার মার্কেটিং এবং কমিউনিকেশনস বিভাগের গোটা টিমকে ছাঁটাই করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ই-মেলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। যার জেরে অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। পরে ছাঁটাই না হওয়া কর্মীদের আলাদা করে মেল পাঠিয়ে আশ্বস্ত করেন টুইটার কর্তৃপক্ষ। সেখানে লেখা হয়েছে, সংস্থায় অবদানের কথা স্মরণে রেখে জানানো হচ্ছে যে চলতি কর্মী সংকোচন নীতির কারণে আপনাদের চাকরি কোনওভাবে প্রভাবিত হবে না।

বন্দেভারত ট্রেন রক্ষায় সরপঞ্চদের আর্জি আরপিএফের

মুম্বই, ৪ নভেম্বর : কখনও মোষ, কখনও গোরু আবার কখনও ষাঁড়ের ধাক্কায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাধের বন্দেভারত এক্সপ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুম্বই থেকে গান্ধিনগরের মধ্যে চলা বন্দেভারত এক্সপ্রেসের বারবার দুর্ঘটনার শিকার হওয়ায় এবার নড়েচড়ে বসল রেল কর্তৃপক্ষ। গোরু, মোষ যাতে কোনওভাবেই রেললাইনে আসতে না পারে সেজন্য এবার গবাদি পশুর মালিক এবং সরপঞ্চদের দ্বারস্থ হল আরপিএফ। তাদের সাফ কথা, গবাদি পশুদের হয় সামলান নয়তো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরপিএফের মুম্বই ডিভিশনের তরফে বন্দেভারত এক্সপ্রেসের যাত্রাপথের দু-ধারে থাকা গ্রামগুলির সরপঞ্চদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, গবাদি পশুগুলি যাতে কোনওভাবেই রেললাইনের আশেপাশে বেওয়ারিশভাবে ঘুরে না বেড়ায়। গবাদি পশুর মালিকরা যদি তাদের গোরু, মোষ সামলাতে না পারে তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ২৮ অক্টোবর ওই চিঠিটি দেওয়া হয়। পালঘর আরপিএফের তরফে যে চিঠিটি দেওয়া হয়েছে তাতে লেখা হয়েছে, সমস্ত বেওয়ারিশ গবাদি পশুকে যাতে গোশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে গবাদি পশুর মালিকদের। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে প্রচুর গোরু, মোষ রেললাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পশ্চিম রেলের সিনিয়ার ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার বিনীত খার্ব বলেন, মহারাষ্ট্রের পালঘর থেকে সুরাটের উধনা পর্যন্ত প্রচুর ছোট গ্রাম রয়েছে। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ গবাদি পশু রয়েছে। ট্রেনের সামনে গবাদি পশুর চলে আসার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি দেখে আমরা ওই গ্রামগুলির সরপঞ্চদের নোটিশ পাঠিয়েছি। আমরা তাঁদের জানিয়েছি, গবাদি পশুগুলির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তারা যাতে কোনওভাবে রেললাইনে চলে না আসে সেদিকে নজর রাখতে হবে।' খার্বের সাফ কথা, 'যে দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে তাতে শুধু ট্রেনের ইঞ্জিনের ক্ষতি হচ্ছে না, রেলযাত্রীদের জীবনও বিপন্ন করে তুলছে।' জানা গিয়েছে, গ্রামবাসীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত ১ হাজারেরও বেশি নোটিশ জারি করা হয়েছে। ৫০-এরও বেশি সচেতনতামূলক প্রচারও করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। গতমাসেই গুজরাটে তিনবার গবাদি পশুর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে বন্দেভারতের সামনের দিকের অংশের ক্ষতি হয়েছিল।

ফরাসি সংসদে বর্ণবিদ্বেষের আঁচ

প্যারিস, ৪ নভেম্বর : সাম্য, মৈত্রী ও গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত ফ্রান্সের সংসদে বর্ণবিদ্বেষের আঁচ। অভিবাসন নীতি নিয়ে এক বামপন্থী সাংসদ প্রশ্ন তোলায় পালটা তাঁর গায়ের রং নিয়ে অবমাননা ফ্রান্সের এক অতি-দক্ষিণপন্থী সাংসদের। যার জেরে সংসদে শুরু তুমুল হট্টগোল ও উত্তেজনা। শেষমেশ দুই সাংসদের চিলচিৎকারে মুলতুবি হয়ে গেল সংসদ। বর্ণবিদ্বেষী সাংসদের ইস্তফার দাবিতে সরব বিরোধীরা। প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বোর্ন কড়াভাবে বলতে বাধ্য হলেন, 'এ দেশের গণতন্ত্রে বর্ণবিদ্বেষের কোনও স্থান নেই। এটা সকলকেই মনে রাখতে হবে।'

বৃহস্পতিবার সংসদে অভিবাসন নীতি নিয়ে আলোচনা চলছিল। তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ফ্রান্স আনবোড পার্টির কৃষ্ণাঙ্গ সাংসদ কার্লোস মাতেঁস বিলোঁ। অভিযোগ, তাঁর প্রশ্ন শুনে খেপে যান অভিবাসনবিরোধী ন্যাশনাল র‍্যালি পার্টির সাংসদ গ্রেগর দ্য ফরনাস। তিনি চিৎকার করে বলেন, 'গো ব্যাক টু আফ্রিকা।' তাতে স্তম্ভিত হয়ে যান বিলোঁ। পরে তিনি বলেন, 'এমন লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে কখনও পড়তে হবে, জীবনে ভাবিনি। আজ আমাকে গায়ের রং নিয়ে অপমান করা হল। অথচ আমার জন্মভূমি ফ্রান্স।'

বিষয়টি নিয়ে তুমুল শোরগোল শুরু হয় সংসদে। তার জেরে সংসদ মুলতুবি হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী বোর্ন বলেন, 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।'

এদিকে বেগতিক দেখে অভিযুক্ত সাংসদের দাবি, তিনি বিলোঁকে কিছু বলেননি। বলেছেন ফ্রান্সের শরণার্থীদের উদ্দেশে। কিন্তু সেটিও ঠিক নয় বলে মত সাংসদদের। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর দলের তরফে স্টাফেন সেজর্নের দাবি, 'ফরনাসের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। তিনি সাংসদ পদের অযোগ্য।'

গায়ের রং নিয়ে দুই সাংসদের বাদানুবাদ

প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদী নেতা খুন পঞ্জাবে

অমৃতসর, ৪ নভেম্বর : ব্যস্ত রাস্তায় আততায়ীর গুলিতে খুন হলেন পঞ্জাবের এক হিন্দুত্ববাদী নেতা। তাঁর নাম সুধীর সুরি। স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন শিবসেনা টাকসালির এই নেতা শুক্রবার অমৃতসরের একটি মন্দিরের পরিচালন কমিটির কাজকর্মের প্রতিবাদে রাস্তায় বসে ধর্না কর্মসূচি পালন করছিলেন। সেসময় এক ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন সুধীর। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সুধীরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। হামলার আকস্মিকতায় শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়। প্রতিবাদ কর্মসূচি থাকার কারণে ঘটনাস্থলে পুলিশ ছিল। তাছাড়া প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকায় পুলিশি নিরাপত্তাও পেতেন সুধীর। তাঁকে ঘিরে থাকত ১২ জন পুলিশকর্মীর দল। তারপরও এমন ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে পঞ্জাবের ভগবন্ত মানের পুলিশ এবং প্রশাসন।

হামলার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য আততায়ী সন্দীপ সিংকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সে স্থানীয় দোকানদার বলে জানা গিয়েছে। তবে তার সঙ্গে আরও তিনজন ছিল বলে সূত্রের দাবি। তারা একটি এসইউভিতে চেপে এসেছিল। কিন্তু সন্দীপ বাদে বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সুধীর সুরি খালিস্তানপন্থী একাধিক শিখ সংগঠনের বিরুদ্ধে হামেশাই সোশ্যাল মিডিয়ায় উসকানিমূলক মন্তব্য করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হল তা নিয়ে অবশ্য এখনও অন্ধকারে পঞ্জাব পুলিশ।

এর আগে পঞ্জাবের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সিধু মুসেওয়ালাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। গত এপ্রিল মাসে খালিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পাতিয়ালা হিন্দু ও শিখ সংগঠনের মধ্যে সংঘাত বেধেছিল। সেসময়ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। আপ ক্ষমতায় আসার পর থেকে পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হওয়ায় বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। পুলিশের তরফে অবশ্য সবাইকে শান্ত থাকার আবেদন জানানো হয়েছে। বিজেপি ও কংগ্রেস কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি অশ্বিনী শর্মা বলেন, 'পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।' দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং টুইটারে লেখেন, 'রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে।'

পরিবেশবান্ধব হায়নাদের বাঁচাতে উদ্যোগী ওডিশার দুই তরুণ

ভুবনেশ্বর, ৪ নভেম্বর : কে না জানে কাক ঝাড়ুদার পাখি। কিন্তু জানেন কি ডোরাকাটা হায়না ঝাড়ুদার শিকারি প্রাণী? বলা যায়, মেথরের কাজ করে তারা। পশুর মৃতদেহ, পচা মাংস খায়। তাতে জায়গাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। দূর হয় দুর্গন্ধ।

বনজঙ্গল, সাগরতীরে পড়ে থাকা মরা জীবজন্তুর ছাল, মাংস খেয়ে নোংরা জায়গা পরিষ্কার করতে হায়নাদের জুড়ি মেলা ভার। নিশাচর, মাংসাশী, মৃতভোজী ও স্তন্যপায়ী এই প্রাণী কিন্তু শেষ হতে চলেছে। বাসস্থানের সংকোচন, খাবারের ঘাটতি ও মানুষের কাছ থেকে সুরক্ষার অভাবে ওডিশা উপকূলে ডোরাকাটা হায়নাদের জীবন বিপন্ন। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে ওডিশা উপকূলে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন রাজ্যের দুই তরুণ অরবিন্দ সামল ও স্বরূপ ফুল্টন। পরিবেশ সচেতনতাই তাঁদের এগিয়ে দিয়েছে এই কাজে।

বণ্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে স্নাতোকোত্তর স্বরূপ তাঁদের হায়না সংরক্ষণ প্রোজেক্টের প্রধান। তাঁর সহকারী হলেন অরবিন্দ পরিবেশ নিয়ে স্নাতোকোত্তর।

কেন হায়নাদের সংখ্যা কমছে? দুজনে জানিয়েছেন, ওডিশায় হায়নাদের আবাসস্থল সাহানা, জানানিয়া এবং বালুখন্দের কিছু অংশ একসময়ে বনজঙ্গলে ঢাকা থাকলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বন্যপ্রাণি সংরক্ষিত অঞ্চলের কাছে এসে পড়েছে মনুষ্যবসতি। সংরক্ষিত

সাহানা অঞ্চলে বাঘ, চিতাবাঘ বা বড় ধরনের শিকারিপ্রাণী নেই। ফলে শিকার হচ্ছে না ছোট জন্তু জানোয়ার। পশুপ্রাণীর মৃতদেহই হায়নাদের খাদ্য। সমুদ্রের ধারে কচ্ছপের মৃতদেহ খেয়ে পেট ভরাতে হচ্ছে তাদের। বিভিন্ন কারণে সংখ্যা কমছে কচ্ছপদের। এর ফলে গৃহপালিত বিশেষত হাঁসমুরগির মৃতদেহ খুঁজতে হায়নারা চলে আসছে লোকালয়ে। তারা বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ায় মানুষ তাদের সঙ্গে সংঘাতে নামছে। তাতে মারা পড়ছে হায়নারা। আবার সড়ক পেরোতে গিয়ে মারা পড়ছে

আলোকের ঝরনাধারা

দুর্ঘটনায়। খাদ্যের অভাব হায়নাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

পুরীর সাহানায় হায়না সংরক্ষণে ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত অরবিন্দ ও স্বরূপের প্রথম লক্ষ্য ছিল, এই অঞ্চলে হায়নাদের সংখ্যা নির্ণয়। সেইজন্য ক্যামেরা ট্র্যাপ, সাইন সার্ভে, ডেন ইকোলজির ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা। জাহানিয়া ও সাহানা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে হায়নার বাসা রক্ষা, ছানাদের রক্ষা, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু রোধ সহ বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে বোঝাতে মানব-হায়না দ্বন্দ্বের কারণগুলি চার্টপেপারে সচিত্র বর্ণনা সহ তুলে ধরেছেন। হায়নাদের খাবারের অভাব মেটাতে একটি ডাম্পিং সাইট গড়ে তুলতে চান। সেইজন্য অরবিন্দ ও স্বরূপ আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন ও বনকর্তাদের কাছে। দু'জনেই জানিয়েছেন, গৃহপালিত পশুদের মৃতদেহ সেখানেই ফেলা হবে। হায়নারা খাবে। শিক্ষার্থী থেকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁদের বক্তব্য, হায়না ক্ষতিকারক প্রাণী নয়। বরং পরিবেশের বন্ধু।

হুইলচেয়ারে বসে হুংকার ইমরানের

চিকিৎসাধীন হলেও হাসপাতালে সেই চেনা ভঙ্গিতে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার।

ইসলামাবাদ, ৪ নভেম্বর : পরনে হাসপাতালের নীল পোশাক। হুইল চেয়ারে বসে প্লাস্টার-ব্যান্ডেজে মোড়া ডান পা টেবিলে তোলা। ২৪ ঘণ্টা আগে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান শুক্রবার এক ভিডিয়োবার্তায় দেশবাসীর সামনে হাজির হলেন। বললেন, 'একদিন আগেই আমি জানতাম আমার ওপর হামলা হবে। আমার পায়ে চারটি গুলি লেগেছে। সেদিন আমি যখন কন্টেনারে ছিলাম হঠাৎই আমার ওপর হামলা হয়। এবং আমি পড়ে যাই।' ইমরানের বক্তব্য, 'পর্দার আড়াল থেকে চার ব্যক্তি আমাকে হত্যার চক্রান্ত করেছেন। আমার কাছে তার ভিডিয়ো রয়েছে। আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে ওই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আনা হবে।' ইমরানের সাফ কথা, 'আমি ২২ বছর লড়াই করেছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে আমি উঠে এসেছি। সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় আমার দল তৈরি হয়নি।'

বৃহস্পতিবার ইসলামাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে গুজরনওয়ালায় গুলিবিদ্ধ হন ইমরান খান। লাহোরের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ইমরানের ওপর হামলার খবর ছড়াতেই পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভে নেমেছেন পিটিআই কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি মদত ছাড়া পুলিশি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকা একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ওপর এভাবে হামলা চালানো অসম্ভব। জল্পনা উসকে দিয়েছেন ইমরান স্বয়ং। শুক্রবার পিটিআই নেতা আর্শাদ উমর দাবি করেন, হামলার নেপথ্য কারিগর হিসাবে ৩ জনকে সন্দেহ করছেন ইমরান। তাঁরা হলেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, অন্তর্দেশীয় মন্ত্রী রানা সানাউল্লা এবং গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের অন্যতম কর্তা মেজর জেনারেল ফয়জল নাসির।

আইএসআই প্রধান জেনারেল নাদিম আঞ্জুমের ডানহাত বলে পরিচিত নাসির। দিনকয়েক আগে সাংবাদিক বৈঠকে ইমরানের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ করেছিলেন নাদিম আঞ্জুম। গোয়েন্দা প্রধান জানান, ক্ষমতা ধরে রাখতে সেনা ও আইএসআইকে অসাংবিধানিকভাবে সক্রিয় হতে বলেছিলেন ইমরান। যদিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দেয়নি তারা। আইএসআই কর্তার সাংবাদিক বৈঠকের পর আহত ইমরানের পালটা দাবি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পিটিআইয়ের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খারিজ করে দিয়েছে শাসক জোটের প্রধান শরিক পিএমএল (এন)। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী সানাউল্লাকে ইমরানের নিরাপত্তায় ফাঁক থাকার অভিযোগ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ। পাক সরকারের প্রায় সব নেতা-মন্ত্রী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ওপর হামলার বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছেন। ইমরান শিবির যেভাবে সরকারকে নিশানা করছে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সানাউল্লা। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী বলেন, 'পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খান যেভাবে কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই দোষারোপের রাজনীতি করছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক।'

ইমরান যে বৃহস্পতিবারের হামলাকে সরকারের বিরুদ্ধে হাতিয়ারে পরিণত করতে চাইছেন তা একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আহত ইমরানের একাধিক ছবি ও ভিডিও পোস্ট করছে পিটিআই। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তানে সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে টানাপোড়েনের ইতিহাস বহু পুরোনো। একাধিকবার নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছিল সেনাবাহিনী। সেনার সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এলেও পরবর্তীকালে ইমরানের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে পড়ে। সেনাপ্রধান পদে জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়ার মেয়াদ বাড়াতে আগ্রহী ছিলেন না ইমরান।

অন্যদিকে, তাঁকে সরাতে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সেনাবাহিনী হাত মিলিয়েছিল বলে অভিযোগ করে পিটিআই। এবার তারা যেভাবে সরকার ও সেনাবাহিনীর যৌথ ষড়যন্ত্র নিয়ে সরব হয়েছে তা কার্যত নজিরবিহীন। আইএসআইকে নিশানা করে কার্যত সেনাবাহিনীর উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন ইমরান। অধ্যাপক এস রাজারত্নমের মতে, পাক সামরিকবাহিনী ও অর্থনীতির ওপর এই ঘটনার গভীর প্রভাব পড়তে পারে। তাঁর যুক্তি, ইমরান সমর্থকরা নানা জয়গায় পথ অবরোধ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে শাসক জোটের সংঘর্ষের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে সেনাবাহিনীও সক্রিয় হবে। সব মিলিয়ে ক্রমশ রক্তপাতের দিকে এগোচ্ছে পাকিস্তান।

ইমরানের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেরায় ধৃত জানিয়েছে, ইমরানকে খুন করার পরিকল্পনা নিয়েই সে লংমার্চে এসেছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন বলে ওই যুবক জানিয়েছে। এদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে কোনও জঙ্গি যোগের প্রমাণ মেলেনি। ইমরান সমর্থকরা অবশ্য রাস্তায় নেমে পড়েছেন। অন্তত ১৭টি শহরে বিক্ষোভ চলছে। বেশ কয়েকটি শহরে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ দেখাল ইমরান সমর্থকরা। চলতে থাকে ইটবৃষ্টি। বিক্ষোভকারীদের বাগে আনতে পুলিশ কাদানে গ্যাস ছোড়ে। আদালত বয়কটের ডাক দিয়েছে একাধিক আইনজীবী সংগঠন। কিলা আবদুল্লা, মুসকি পাসিম সহ বেশ কয়েকটি জেলায় দোকান বন্ধ ছিল।

পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি বিক্ষোভকারীদের

ইমরানের সমর্থকরা রাস্তায়। শুক্রবার ওয়াজিরাবাদে।

> আমি ২২ বছর লড়াই করেছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে আমি উঠে এসেছি। সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় আমার দল তৈরি হয়নি।
>
> –ইমরান খান

গুজরাট ভোটের সঙ্গেই দিল্লিতে পুরসভার ভোট

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : জল্পনাতেই সিলমোহর দিল দিল্লি নির্বাচন কমিশন। গুজরাটে বিধানসভা ভোটের সঙ্গেই দিল্লি পুরসভায় ভোট করানো হতে পারে বলে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। গুজরাটে আপের উত্থান ঠেকাতে বিজেপিও এমনটা চাইছিল বলে খবরে প্রকাশিত হয়। যাবতীয় জল্পনাকে সত্যি করে দিল্লি পুরভোটের দিন ঘোষণা করল দিল্লি নির্বাচন কমিশন। ৪ ডিসেম্বর দিল্লি পুরসভার ২৫০টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ফল প্রকাশিত হবে ৭ ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার দিল্লির নির্বাচন কমিশনার বিজয় দেব ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে জানান, আজ থেকেই আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গিয়েছে।

২৫০টি আসনের মধ্যে ৪২টি তপশিলি জাতির জন্য এবং ৫০ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। বুধবারই গুজরাটের ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র রাজ্যে ১ ও ৫ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ করা হবে। ফল প্রকাশিত হবে ৮ ডিসেম্বর। বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণ, গুজরাটে নির্বাচনের মধ্যে দিল্লি পুরভোটের আয়োজন করায় দু-দিকে নজর দেওয়া খানিকটা কঠিন হয়ে পড়ল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপের পক্ষে। দিল্লির শাসক দল পুরসভা দখল করার স্বপ্ন গত পাঁচবছর ধরে দেখছে। দিল্লিতে আবর্জনার স্তূপের জন্য ঝাড়ুবাহিনী বারবার গেরুয়া ব্রিগেডকেই নিশানা করছে। এদিন পুরভোটের দিন ঘোষণা হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে আপ।

পুরযুদ্ধকে বিজেপি বনাম দিল্লিবাসীর লড়াই বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পুরভোটে আপের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কেজরিওয়াল টুইটারে লেখেন, 'গত ১৫ বছর ধরে বিজেপি গোটা দিল্লিতে আবর্জনা ছড়িয়েছে। দিল্লিকে আবর্জনার পাহাড়ে পরিণত করেছে। ৪ ডিসেম্বর দিল্লির জনতা দিল্লিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য ভোট দেবেন।' দিল্লির মন্ত্রী গোপাল রাই সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ করেন, বিজেপি দিল্লি পুরসভার নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার বহু চেষ্টা করার পরও ৪ তারিখ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে কমিশন। তার জন্য আদালত এবং কমিশনকে ধন্যবাদ। আবর্জনা এবং পুরসভা থেকে বিজেপিকে সরানোর দিন ঘোষণা করায় মানুষ খুশি। পুরসভা দখলে রাখতে মরিয়া বিজেপিও। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং দিল্লি বিজেপির সভাপতি আদেশ গুপ্তা দলীয় দপ্তরে পুর নির্বাচনের কার্যালয় খোলেন। গত মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির তিনটি পুরসভাকে মিশিয়ে একটি পুরসভা গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ডিলিমিটেশনের পর আসনসংখ্যা ২৭২ থেকে কমিয়ে ২৫০ করা হয়।

গুপ্তচর জাহাজ পাঠাল চিন

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরে চিনের গুপ্তচর জাহাজের আগমনকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন টানাপোড়েনে জড়িয়েছিল দিল্লি-বেজিং। কয়েক মাসের বিরতিতে ফের একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এবারের উপলক্ষ্য ভারতের সম্ভাব্য ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, আগামী ১০ বা ১১ নভেম্বর একটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পরিকল্পনা করেছে ভারত। সেই পরীক্ষায় নজরদারি চালাতে ভারত মহাসাগরে গুপ্তচর জাহাজ পাঠিয়েছে চিন। ইউয়ান ওয়াং ৬ নামের সেই জাহাজ ইতিমধ্যে বালি দ্বীপের কাছে নোঙর করেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারতের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা ২,২০০ কিলোমিটার। ওড়িশা উপকূলের কাছে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে সেটি উৎক্ষেপণ করা হবে। শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়াকে পাশ কাটিয়ে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার কথা ওই ক্ষেপণাস্ত্রের। তার পাল্লা ও মারণক্ষমতার মূল্যায়ন করতেই গুপ্তচর জাহাজ পাঠিয়েছে চিন।

মোরবির পুরকর্তা বরখাস্ত

আহমেদাবাদ, ৪ নভেম্বর : সেতু দুর্ঘটনার ৫ দিনের মাথায় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল মোরবি পুরসভার মুখ্য আধিকারিক সন্দীপ সিং ঝালাকে। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সন্দীপকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর থেকে মোরবি পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সেতু সংস্কারের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও ঘড়ি নির্মাতা সংস্থা ওরেভাকে সেই দায়িত্ব দিয়েছিল পুরসভা। দু'পক্ষের মধ্যে হওয়া সেতু-চুক্তির অন্যতম কান্ডারি ছিলেন ঝালা। পুরসভার ফিটনেস শংসাপত্র ছাড়াই সেতুটি সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। উদ্বোধনের মাত্র ৫ দিন পর সেটি ভেঙে পড়ে। মৃত্যু হয় ১৪১ জনের।

বুধবার পুরসভার দপ্তরে গিয়ে বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, সেতু সংস্কার, ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা ওরেভা এবং ঠিকাদার সংস্থার যে ৯ কর্মী-আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের জেরা করেও পুরসভার কাজে একাধিক অসংগতি নজরে এসেছে। বৃহস্পতিবার ঝালাকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেন পুলিশ আধিকারিকরা। এর কয়েকঘণ্টার মধ্যে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়।

বোতলভর্তি মশা নিয়ে আদালতে দাউদের প্রাক্তন সহচর

মুম্বই, ৪ নভেম্বর : মশার কামড়ে টেকা দায় জেলের কুঠুরিগুলিতে। আদালতকে তার হাতেগরম প্রমাণ দিতে বোতলভর্তি মশা নিয়ে মুম্বইয়ের নগরদায়রা বিচারকের এজলাসে হাজির হল কুখ্যাত দাউদ ইব্রাহিমের প্রাক্তন সহচর গ্যাংস্টার এজাজ লাকড়াওয়ালা। গ্যাংস্টারের কাণ্ড দেখে এজলাসে উপস্থিত আইনজীবীরা তো বটেই এমনকি বিচারকও তাজ্জব। কিন্তু গ্যাংস্টার ভাবলেশহীন। বিচারকের উদ্দেশে তার একটিই আর্জি, 'আমাকে অনুগ্রহ করে একটি মশারি দেওয়া হোক।'

২০২০ সালের জানুয়ারিতে একাধিক অপরাধের মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এজাজ। সেই থেকেই নবি মুম্বইয়ের তালোজা জেলে বন্দি সে। আদালতে এজাজ জানিয়েছে, জেলে আসার পরই সে মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে মশারির জন্য আবেদন করেছিল। তার অভিযোগ, জেলে মশার উপদ্রব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বন্দিদের মশারি দিচ্ছে না জেল কর্তৃপক্ষ। এই কারণে বারবার তার আবেদন খারিজ হওয়ার পর বিরক্ত হয়ে বৃহস্পতিবার এজাজ বোতলে মশা ভরে আদালতে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আদালতও তার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তবে তাকে মশা-নিরোধক বস্তু ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে মুম্বইয়ের নগর দায়রা আদালত।

ভারতের সঙ্গে শিল্প সম্পর্কে আশা

নেতানিয়াহুর জয়ে এশিয়ায় নানা অঙ্ক

জেরুজালেম ও নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ফের এগিয়ে গেলেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেদেশের পার্লামেন্ট ভোটে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি। ১২০ আসনের পার্লামেন্টে তাদের সাংসদ সংখ্যা ৩২। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইয়াইর লাপিদের দল ইয়েশ আদিত। তাদের ঝুলিতে গিয়েছে ২৪টি আসন। ফল ঘোষণার পর পরাজয় স্বীকার করে নেতানিয়াহুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লাপিদ। সরকার গঠন করতে লিকুদ পার্টিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাশনাল ইউনিটি, রিজিওনাল জিওনিস্ট সহ বেশ কয়েকটি ছোট দল। কমপক্ষে ৬৪ জন সাংসদ নিতানিয়াহুকে সমর্থন জানিয়েছেন বলে লিকুদ পার্টির তরফে জানানো হয়েছে। নেতানিয়াহুর ক্ষমতায় ফেরা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে।

ইজরায়েলের ভাবী প্রধানমন্ত্রী তথা পুরোনো বন্ধু নেতানিয়াহুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমার বন্ধু নেতানিয়াহুকে নির্বাচনি সাফল্যের জন্য অভিনন্দন। আগামীদিনে ভারত-ইজরায়েল জোট আরও পোক্ত হবে।' মোদি সরকারের আমলে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে দু'দেশের সম্পর্ক। ভারতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও শিল্প-প্রযুক্তি সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ইজরায়েল। এবার নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে সেখানে দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী দলগুলির জোট ক্ষমতায় এলে দু'দেশের মধ্যে আর্থিক লেনদেন ও কূটনৈতিক বোঝাপড়া আরও বাড়বে। তবে এর জেরে প্যালেস্তাইন সহ আরব দেশগুলির একাংশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

> আমার বন্ধু নেতানিয়াহুকে নির্বাচনি সাফল্যের জন্য অভিনন্দন। আগামীদিনে ভারত-ইজরায়েল জোট আরও পোক্ত হবে।
>
> – নরেন্দ্র মোদি

।।।।।।। দেশে দেশান্তরে ।।।।।।।

হিমাচলপ্রদেশের কাংড়ায় নির্বাচনি প্রচারের ফাঁকে জোয়ালা দেবী মন্দিরে পুজো কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার। –পিটিআই

অ্যামাজন কর্তার বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ

অ্যামাজন কর্তা জেফ বাজোসের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ এনেছেন তাঁর বাড়ির এক প্রাক্তন পরিচারিকা। মার্সিডিজ অয়েডা সিয়াটেলের আদালতে জানান, বাড়িতে ৫-৬ জনের একটি দলের কাজের তদারকির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। দিনে ১০-১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হত তাঁদের। খাবার সময়টুকুও দেওয়া হত না। বাধ্য হয়ে কাপড় ধোয়ার জায়গায় তাঁদের খেতে হত। জানলা টপকে শৌচাগারে যেতে হত। এমন নির্মম ব্যবহারের পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার কারণে নানা কটূক্তি শুনতে হত অয়েডাকে। ৩ বছর কাজ করার পর অয়েডাকে বরখাস্ত করেন বাজোস।

ফেরাল হাসপাতাল, মৃত্যু মা ও যমজ সন্তানের

মাদার কার্ড না থাকায় এক প্রসূতিকে ভর্তি নিল না হাসপাতাল। পরে বাড়িতে প্রসব হওয়ার পর মৃত্যু হল ওই প্রসূতি এবং সদ্যোজাত যমজ সন্তানের। কর্ণাটকের টুমকুরু জেলা হাসপাতালের ঘটনা। প্রসব যন্ত্রণা ওঠায় বছর ৩০-র কস্তুরীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে আধার কার্ড এবং কর্ণাটক সরকারের দেওয়া মাদার কার্ড না থাকায় কস্তুরীকে ভর্তি নেয়নি কর্তৃপক্ষ। এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসাও করেনি। পাশে একটি বেসরকারি হাসপাতালে কস্তুরীকে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় বাধ্য হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। সেখানেই যমজ সন্তানের জন্ম দেন কস্তুরী। কিন্তু প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে ৩ জনেরই মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

নির্বাচনে লড়বেন শতায়ু 'পোখারেল'

১০০ বছর বয়সে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন নেপালের টিকা দত্ত পোখারেল। নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল প্রচণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভোটে লড়বেন প্রবীণ এই স্বাধীনতা সংগ্রামী। টিকা দত্তের বাড়ি গোর্খা জেলায়। গোর্খা-২ আসন থেকে লড়বেন তিনি। নেপাল কংগ্রেসের প্রার্থী টিকার মনোনয়নপত্র মঞ্জুর করেছে নেপালের নির্বাচন কমিশন। নেপাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সুশীল মান সেরচান জানিয়েছেন, ওই আসনে মোট ১১ জন প্রার্থী ভোটে লড়বেন। চলতি সপ্তাহের সোমবারে ১০০ বছরে পা দিয়েছেন টিকা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া টিকা নির্বাচনি প্রচারেও বেশ সক্রিয় বলে জানিয়েছেন সুশীল। বিপরীতে প্রচণ্ডর মতো প্রভাবশালী থাকলেও টিকা নির্বাচনে জয়ী হবেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন নেপাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট।

গুয়াহাটিতে আদিবাসীদের প্রতিবাদ সভা। –পিটিআই

অভিনব কায়দায় চুরি গাজিয়াবাদে

তালাবন্ধ বাড়ি দেখে প্রথমে দরজার সামনে খবরের কাগজ দিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সেই কাগজ একই জায়গায় পড়ে থাকায় দুষ্কৃতীরা নিশ্চিত হয় যে ওই বাড়ির বাসিন্দারা আপাতত বাড়ির বাইরে। তারপরেই ওই বাড়িতে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। অভিনব এই চুরির ঘটনার সাক্ষী থাকল গাজিয়াবাদ। যে বাড়িতে চুরি হয়েছে সেই বাড়ির মালিক রবীন্দ্র কুমার, তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে বৈষ্ণবদেবী মন্দিরে ঘুরতে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পর বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়ির দরজা খোলা। ভিতরে সব লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে। দরজার সামনে খবরের কাগজ পড়ে থাকতে দেখে চোরেদের পরিকল্পনা বুঝতে পারেন তিনি। রবীন্দ্র জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়িতে কোনও খবরের কাগজ রাখা হয় না। বাড়িতে কেউ আছে কিনা পরখ করতেই খবরের কাগজ রাখা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, নগদ টাকা এবং গয়না সহ প্রায় ১০ লক্ষ টাকার জিনিস নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রাতের দিকে দুষ্কৃতীরা চুরি করতে এসেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের সম্পর্কে কোনও তথ্য সন্ধান করতে পারেনি পুলিশ।

প্রশংসা কুড়োল পাঁচ

ছোটবেলা থেকেই নাট্যচর্চায় যুক্ত কোচবিহারের মনোরঞ্জন ঘোষ। এখনও পর্যন্ত লিখে ফেলেছেন ৫০টিরও বেশি নাটক। কোচবিহার তো বটেই, ভিনরাজ্যেও প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর লেখা ও নির্দেশনার নাটক। গত ১৬ অগাস্ট কোচবিহারের দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাবে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর লেখা ও নির্দেশনার পাঁচটি একক অভিনয় পরিবেশিত হয়েছে। যা দর্শকমহলে সুনাম কুড়িয়েছে। সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় 'ধানের শিষে রক্তের ছিটে' নামক একক অভিনয়টি। শিপ্রা গুপ্তচৌধুরীর অভিনয়ে তেভাগা কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই একক অভিনয়টি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়াও পণপ্রথা বিরোধী 'যৌতুক'-এ অভিনয় করেছেন গীতা চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী 'জুঁই জলে বুকের মাঝত'-এ অভিনয় করেন মাম্পি সরকারসিংহ, সুনামিতে জেলেদের দুর্বিষহ জীবনযাত্রা নিয়ে রচিত 'সমুদ্রে চলো'-তে অভিনয় করেছেন কুশধ্বজ রায় ও ঠিকে ঝিয়ের জীবনযন্ত্রণা নিয়ে লেখা 'ভোর হল দোর খোলো'-তে অভিনয় করেছেন রেখা বসাক। বাকিগুলি বাংলা ভাষায় লেখা হলেও 'জুঁই জলে বুকের মাঝত' একক অভিনয়টি রাজবংশী ভাষায় রচিত। এর মধ্যে 'ধানের শিষে রক্তের ছিটে' একক অভিনয়টি হিন্দি অনুবাদে কেরল ও উত্তরপ্রদেশে মঞ্চস্থ হয়েছে।

একসময় একক অভিনয়, পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক নাটক, শ্রুতি নাটক লেখা ও নির্দেশনার পাশাপাশি সেখানে অভিনয়ও করতেন মনোরঞ্জন। তবে প্রায় ১০-১২ বছর ধরে অভিনয় থেকে সরেই দাঁড়িয়েছেন তিনি। বরং মন দিয়েছেন নাটক লেখা ও নির্দেশনার কাজে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কোচবিহার জেলার যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বও সামলিয়েছেন দীর্ঘদিন। তিনি বললেন, 'দাদা সুশীলকুমার ঘোষের হাত ধরেই নাটকের জগতে প্রবেশ। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে থেকে নাটক করি। সাতের দশকে কলেজে পড়াকালীন নাটক লেখা ও নির্দেশনা শুরু। নাটকের পাশাপাশি দীর্ঘদিন যাত্রাতেও অভিনয় করেছি।' তিনি আরও জানান, শুধু নাটকই নয়। ছোটবেলায় নাটকের পাশাপাশি নিজেকে নৃত্যশিল্পী হিসেবেও গড়ে তুলেছিলেন। ২০১০ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পদ্মা নদীর মাঝি' নাটকে বাউলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মনোরঞ্জন। সেখানে তিনি নিজেকে নৃত্যশিল্পী হিসেবে ফুটিয়ে তোলেন। যা সকলের প্রশংসা কুড়োয়। *-শিবশংকর সূত্রধর*

শুনিতে মৌনের মহাবাণী

জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে গোধূলি ভবনে এক নান্দনিক পরিবেশের মধ্যে সম্প্রতি প্রকাশিত হল ডঃ দিগন্ত চক্রবর্তীর সম্পাদিত বই 'শুনিতে মৌনের মহাবাণী'। অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক দেবেশচন্দ্র দেব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অনীতা বাগচী, রঞ্জন রায় এবং আনন্দ চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস দাস। বইয়ের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় ইতিহাস বিভাগের সভাপতি ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। আনন্দ বলেন, 'এই বইটি সর্বস্তরের পাঠকদের নিকট সমাদর লাভ করবে। উষ্ণায়নের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের জনবহুল দেশগুলি এ সম্পর্কে সজাগ।' দিগন্ত বলেন, 'বইটিতে ইতিহাস, সাহিত্য, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা নানাভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে।' বক্তব্য রাখেন অনীতা, রঞ্জন ও দেবাশিস। *-জ্যোতি সরকার*

মানস স্মরণ

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মানস দাশগুপ্তের প্রয়াণকে ঘিরে জলপাইগুড়িতে সম্প্রতি এক স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। শহরের উত্তরা ভবনে এই স্মরণ অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন মানসবাবুর ছাত্র বিমলচন্দ্র সাহা। প্রধান বক্তা ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'মানসবাবুর প্রয়াণে উত্তরবঙ্গ সম্পর্কিত নানা চর্চা সমূহের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। প্রয়াত ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, ডঃ অরুণভূষণ মজুমদারের উত্তরবঙ্গের চর্চাকে উনি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।' স্মরণ অনুষ্ঠানে ডঃ অঞ্জন চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুস্মিতা পণ্ডিত, অধ্যাপক দেবকুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সরকার, শিক্ষিকা সুমনা ঘোষদস্তিদার বক্তব্য রাখেন। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

পত্রিকা প্রকাশ

কিছুদিন আগে প্রকাশিত হল বিপুল আচার্য সম্পাদিত পত্রিকা শব্দ। দিনহাটায় আয়োজিত এই পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি রণজিৎ দেব, সুবীর সরকার, শিবু বড়াল, বিশ্বনাথ দেব, সুজিত বসাক প্রমুখ। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্টজনেরা। শারদ সংখ্যা শব্দ প্রকাশ করেন বিশিষ্ট কবি রণজিৎ দেব। অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক জয়দীপ সরকার, প্রাবন্ধিক শঙ্খনাদ আচার্য শুভাশিস দাশ সহ উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কবি মানিক সাহা। *-শুভাশিস দাশ*

উত্তাল আটে সাত

শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এবারের অষ্টম বর্ষ প্রদীপ লাহিড়ি স্মারক অন্তরঙ্গ নাট্য সমারোহে পাঁচটি দলের সাতটি নাটক মঞ্চস্থ হল। নতুন ভাবনার নাটকে ফের চমকে দিল শিলিগুড়ির আয়োজক সংস্থা উত্তাল। সাক্ষী থাকলেন ছন্দা দে মাহাতো

নাটক চলছে। উত্তাল প্রযোজিত 'কালো ব্যাগ' নাটকের একটি মুহূর্ত।

অন্তরঙ্গ নাট্য সমারোহে সাতটি নতুন ভাবনার নাটকে ফের চমকে দিল শিলিগুড়ির আয়োজক সংস্থা উত্তাল। গত আট বছর ধরে নাট্য মঞ্চ আন্দোলনে একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে এই সমারোহ। মঞ্চ নাটকচর্চার পাশাপাশি তৃতীয় থিয়েটারের অঙ্গন নাট্যচর্চার আদলে অন্তরঙ্গ নাট্যচর্চার একটা অন্যরকম লড়াই শুরু করেছেন পলক চক্রবর্তীরা। লাতিন আমেরিকার তৃতীয় ধারার সিনেমায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলায় একসময় থার্ড থিয়েটার আন্দোলন শুরু করেছিলেন বাদল সরকার। তারপর বাংলা নাটকের গঙ্গা-মহানন্দা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। বদলে যাওয়া সময়ে মঞ্চবিমুখ দর্শককে মঞ্চে ফেরাতে সেই থার্ড ফর্মকেই নতুনভাবে ঢেলে সাজান উত্তালের কর্ণধার পলক। উত্তরবঙ্গের নাটকের উত্থানপতনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তিনি। চলতি স্রোতে গা না ভাসিয়ে একটু অন্যরকম ভাবনা ভাবতে ভালোবাসেন। আর অন্তরঙ্গ নাট্যচর্চা তাঁর সেই ভাবনারই ফসল। এই ভিন্ন ধারার নাট্যচর্চা আর শুধু উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই, তা কলকাতাতেও ছড়াচ্ছে। এবারের নাট্য সমারোহে সেটাই বেশি করে চোখে পড়ল।

শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এবারের অষ্টম বর্ষ প্রদীপ লাহিড়ি স্মারক অন্তরঙ্গ নাট্য সমারোহে পাঁচটি দলের সাতটি নাটক মঞ্চস্থ হল। এর মধ্যে কলকাতা এবং কোচবিহারের নাটকের দলও ছিল। সাতটি নাটকের মধ্যে দুটি ছিল একক অভিনয়। প্রথমটি ঋত্বিকের প্রযোজনায় 'এক শঙ্কিত প্রহরে' (নাটক দুলাল চক্রবর্তীর এবং নির্মাণ ও অভিনয়ে ছিলেন সুচরিতা ঘোষ গোস্বামী)। আর দ্বিতীয়টি হল শিলিগুড়ি থিয়েটার অ্যাকাডেমির প্রযোজনা 'শেষ অঙ্কে এসে'। নাটক ও নির্দেশনা কুন্তল ঘোষের। একক অভিনয়ে ছিলেন সাগরিকা চ্যাটার্জি। একজন থিয়েটার অন্তপ্রাণ অভিনেত্রীর জীবন সংগ্রামের গল্প। নাটকের চরিত্রকে অসাধারণ মুনশিয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন সাগরিকা। নিঃসন্দেহে এই সমারোহের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এই অভিনেত্রী। সুচরিতার অভিনয়ে ভালো লেগেছে সাংসারিক চাওয়াপাওয়া নিয়ে বাবা ও মেয়ের অন্তরঙ্গ কথা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে কোচবিহার অনাসৃষ্টির প্রযোজনা ছিল 'তাঁর নারী ও নাগিনী'। অন্ত্যজ বেদে সমাজের কামনা, বাসনা ও প্রেমের টুকরো ছবি প্রতিফলিত হয়েছে এই নাটকে। নাট্যরূপ রুমা সাহার, নির্দেশনায় ছিলেন প্রশান্ত সূত্রধর। অভিনয়ে রুমা ছাড়াও ছিলেন সুমন্ত সাহা, তুলি ঘোষ ও শিশুশিল্পী শুধীমা সাহা। রুমা কোচবিহারে বসেও নাটক নিয়ে যে বেশ ভালো কাজ করছেন এই নাটকে তার ছাপ ছিল।

এই সমারোহে উত্তালের প্রযোজনা ছিল দুটি। দুটো নাটকই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের। প্রথম নাটক 'ষোলো পাতা'। নির্দেশনায় ছিলেন সায়ন্তন পাল। বিষয় ভাবনা অসাধারণ। শিল্পের সঙ্গে জীবনের যোগ এবং শিল্পের সম্পাদনার সমস্যা। একটি তত্ত্বকে তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়ে অভিনয়ে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সায়ন্তন এবং দুর্গাশ্রী মিত্র। দ্বিতীয় নাটক পলক চক্রবর্তীর নির্দেশনায় কালো ব্যাগ। অভিনয়ে সায়ন্তন ছাড়াও ছিলেন রঞ্জিত দাস, কাঞ্চনময় ভট্টাচার্য, বাবলু কুরেশি, প্রশান্ত পাল ও সুবীর সাহা। বঞ্চনার বিরুদ্ধে আজও বিচার চেয়ে বহু মানুষ পথে নামেন, তাঁরা যে সবাই বিচার পান এমন গ্যারান্টি নেই। এই প্রেক্ষাপটে এই নাটক শাসন এবং বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। ছোট নাটকের ধর্ম মেনে টানটান গতিময় নাটক।

আর কলকাতার নাটক পরিশীলিত এবং বিষয় ভাবনায় সমসাময়িক হবে এই দাবি মিটিয়েই বিভাবন নাট্য সংস্থা উপস্থাপনা করেছে দুটি নাটক। প্রথমটি অমানিশা। নাটক ও নির্দেশনা সুপ্রিয় সমাজদারের। অভিনয় ছিলেন শিপ্রা মুখার্জি ও বিদিশা সেন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে জনস্বার্থে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেন যে যুবক, তাঁর কর্মরতা দিদি এবং পড়ুয়া বোনের দিন যে কীভাবে কাটে তা দেখিয়েছে এই নাটক। এই দলের অপর প্রযোজনা ছিল অন্যপথ। এটাও সুপ্রিয় সমাজদারের পরিচালনা এবং নাটক। আর অভিনয়েও তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিদিশা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাকে সুচারুভাবে ধরেছে এই নাটক। আর দুটি নাটকেরই অভিনয়ের মান খুবই ভালো।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত নাট্য সংগঠক প্রদীপ লাহিড়ি সম্পর্কে কিছু কথা বলেন উত্তালের নির্দেশক পলক চক্রবর্তী। করোনাকালেও এই চর্চা বন্ধ না রাখার কথা জানিয়ে তিনি নাট্যমঞ্চের সমস্যা মেটাতে প্রসেনিয়াম নাট্যচর্চার সমান্তরালে এই প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং আরেকবার শহরে একটি ব্ল্যাকবক্স নির্মাণের দাবি জানান।

পুজোর পর সবাই মিলে

সম্প্রতি কবিকথা উত্তর দিনাজপুর আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনি, সংবর্ধনা ও সাহিত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অমলকুমার বিশ্বাসের বাসভবনে। অনুষ্ঠানের মুখবন্ধে সম্পাদক তুহিনকুমার চন্দ তাঁর বক্তব্যে কবিকথা যেসব উদ্যোগ নিয়েছে এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন। এ মাস থেকে শুরু হল সদস্যদের পরিবার এবং সদস্যদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য সম্মাননা প্রদান। এ মাসের সম্মাননা শিক্ষাবিদ শিক্ষারত্ন প্রাপ্তির জন্য অমলকুমার বিশ্বাসকে সংবর্ধিত করা হল। দীপাবলির তাৎপর্য, দশমহাবিদ্যার খণ্ডাংশ এবং মিথ নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন কবি রানী সেন, অমল বিশ্বাস এবং অরুণ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে অন্যমাত্রার কবিতা পাঠ করেন কবি তপন রায়। এছাড়াও গল্প পাঠে অংশ নেন অর্পিতা গোস্বামী চৌধুরী এবং সৌরেন চৌধুরী। পুরাতনী বিষয় নিয়ে রম্যরচনা পাঠ করেন রানী সেন। অনুষ্ঠানে জেলার প্রায় ২৬ জন কবি, সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সমর আচার্য, অমিত পাল, সুমনা পাল মুখার্জি, গৌতম চক্রবর্তী, রাখী সাহা সরকার, প্রতিমা বিশ্বাস সাহা ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পী সাহিত্যিকবৃন্দ। বিশিষ্ট লোকসংগীতশিল্পী তরণীমোহন বিশ্বাসের লোকগীতির মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

কিছুদিন আগে নকশালবাড়ি ব্লক-২-এ সবাই মিলে বসে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সুজয় দাস। অনুষ্ঠানে যৌথ ধিমাল নৃত্যের সঙ্গে নাচেন টলিউড অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। ধিমাল নৃত্যের সঙ্গে সংগীতে ছিলেন প্রতিমা সিংহ মল্লিক, ধিমাল নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শিল্পী গর্জনকুমার মল্লিক। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে দর্শকদের মোহিত করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে সৌরভী দে'র নেতৃত্বে 'নৃত্যাঞ্জলি ডান্স অ্যাকাডেমি'। নৃত্য পরিবেশন করে অনিন্দিতা রায়ের পরিচালনায় 'এলাইট ডান্স অ্যাকাডেমি'। এছাড়া দর্শকদের মুগ্ধ করে নকশালবাড়ির আদিবাসী গ্রুপ ডান্স। সমগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সমাজসেবী পদ্মা রায় এবং সহযোগে সুজয় দাস। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

শ্যামল মিত্রের একটি পুরাতনী গান দিয়ে অন্য ভুবন সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার বিজয়া ও দীপাবলি সম্মিলনি শুরু ইসলামপুরের তিস্তাপল্লির আবাসনে। ২৯ অক্টোবর সুরে, ছন্দে, শব্দ, কথায় রীতিমতো জমজমাট ওই আসর। আমি ফিরোজা, একটি ভারতীয় মেয়ের কথা উঠে এল বাচিকশিল্পী তপতী শিকদারের কণ্ঠে। নাট্যসংলাপ উচ্চারিত হল উত্তম সরকার ও মণিশংকর দাসের কণ্ঠে। রবি ঠাকুরের কবিতা পাঠ করেন মিলি ভৌমিক। মঞ্জরী পাল ধরের কবিতা তোমার দুর্গা আমার দুর্গা আবৃত্তি বিজয়ার রেশ যেন ধরে রেখেছে। আদ্রিকা শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন মিতা দত্ত। পরপর দুটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নীলাঞ্জন ভৌমিক। দীপ সরকার জীবন ও জীবিকা শীর্ষক স্বরচিত কবিতায় তুলে ধরেন নিজের উচ্চারণ। দমফাটা হাসির সংলাপে সুশান্ত নন্দী ও উত্তম সরকারের যৌথ প্রচেষ্টা সত্যিই মনে রাখার মতোই। মৃদুলা শিকদার তাঁর উচ্চারণে পুজো কেন্দ্রিক আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এদিনের বৈঠকি আড্ডার আয়োজক গৌতমী সাহু এধরনের অনুষ্ঠানের জন্য সবাইকে স্বাগত জানান। উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী টুকু ব্যানার্জি। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

কলেজে আলোচনা

গ্রামীণ এলাকায় তৈরি ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজ। সম্প্রতি কলেজের আইকিউএস-এর উদ্যোগে একটু অন্যরকম আন্তর্জাতিক আলোচনা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরের মূল বিষয় ছিল সমাজবিজ্ঞান গবেষণার আন্তঃবিভাগীয়তা : কিছু কেস স্টাডিজ, সহযোগিতা এবং অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস। কলেজের সত্যজিৎ রায় সেমিনার হলে আয়োজিত এই শিবিরে হাজির হয়েছিলেন গৌড়বঙ্গের তিন জেলা এবং বাইরের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এমফিল এবং পিএইচডি-র গবেষকরা। অনলাইনে হাজির ছিলেন বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সালমা আক্তার। মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিসি, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের অধ্যাপক- নির্দেশক অঞ্জন চক্রবর্তী। আলোচনা শিবিরের স্বাগত ভাষণ দেন ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মুকুন্দ মিশ্র। উদ্বোধনী ভাষণ দেন কলেজের প্রশাসক অধ্যাপক সুব্রত সাহা। অনলাইনে দীর্ঘক্ষণের সূচক বক্তৃতায় অধ্যাপিকা সালমা আক্তার সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের গবেষণার নানা দিক তুলে ধরেন। ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তব্য পেশ করেন কলেজের আইকিউএসসি-র কোঅর্ডিনেটর এবং আলোচনা শিবিরের আহ্বায়ক অধ্যাপক সুকুমার বাড়ই। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক সঞ্চয়িতা পাল চক্রবর্তী। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

হাসিমুখে। মঞ্চে তখন 'দোতারা' ব্যান্ডের সদস্যরা।

জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া শিবরামপল্লির 'আমরা ক'জন' ক্লাবের পরিচালনায় জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে অর্থাৎ মহাসপ্তমীর দিন মহিলা পরিচালিত ফোক ব্যান্ড 'দোতারা' গানে গানে সকলকে মাতিয়ে দিয়ে মন জয় করে নেয়। মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় বোলপুর থেকে আগত বাউল সম্প্রদায় 'রাঙা মাটির সুরে' তাদের বাউলগানের ডালি সাজিয়ে আসর মাতিয়ে যায়। মহানবমীর সন্ধ্যায় সুর, তাল, গানে এক জমজমাট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ফিনিক্স মিউজিক্যাল গ্রুপ। সম্মাননীয় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার তথা প্রকাশক প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, দুই মেয়র-পারিষদ দুলাল দত্ত ও রাজেশ প্রসাদ (মুন্না), ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিংকি সাহা, শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের সম্পাদক অংশুমান চক্রবর্তী এবং ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন দুই কাউন্সিলার দেবশংকর সাহা ও রেবা সরকার। তিনদিনের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সূর্যশেখর গাঙ্গুলি ও অশোক ঘোষ। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

কাব্যিক মেলবন্ধন

কিছুদিন আগে অসমের বহু পরিচিত কবি ও লেখিকা শ্রীমতী কাব্যমণি বরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন 'আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি'-র শিলিগুড়ি শাখার সদস্যরা। এই কবি ও লেখিকা কাব্যমণি বরার দুটি গ্রন্থ 'কাজিরাঙার অজানা রহস্য' ও 'ভোরের ভাবনা' অসমিয়া ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এই দুই ভাষার মেলবন্ধন সুদৃঢ় করতে তিনি বহুদিন থেকেই তাঁর একনিষ্ঠ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই অনুদিত বই দুটি কিছুদিন আগে কলকাতার রবীন্দ্রতীর্থে উন্মোচিত হয় বহু গুণীজনদের উপস্থিতিতে।' আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি' শিলিগুড়ি শাখার তরফে কাব্যমণিকে উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় শিলিগুড়ির মেডিকেল মোড়স্থিত বাসভবনে। এই সমিতির তরফে এদিন অনিল সাহা, গণেশ বিশ্বাস ও সম্পাদক সজলকুমার গুহ উপস্থিত ছিলেন। এদিন অনুষ্ঠানে ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হয়, স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর ছিল জমজমাট। সাহিত্যিক ও কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়- বাংলা, অসমিয়া, রাজবংশী, হিন্দি এই চার ভাষার কবিতা। *-শুভজিৎ বোস*

দ্যুতি ১০

আজিজুল হক সম্পাদিত চতুর্মাসিক পত্রিকা দ্যুতির দশম বর্ষ প্রকাশ অনুষ্ঠান হল কিছুদিন আগে দিনহাটায়। উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক আনন্দগোপাল ঘোষ, অধ্যাপক অসিত চক্রবর্তী, ডাঃ রঞ্জিত মণ্ডল, চৈতালি ধরিত্রী কন্যা, বিশ্বনাথ দেব, গোকুল সরকার, প্রলয় ভট্টাচার্য, অভিজিৎ দাশ, জয়দীপ সরকার প্রমুখ। আলোচনায় অংশ নেন ডঃ রাজর্ষি বিশ্বাস, প্রলয় ভট্টচার্য, জয়দীপ সরকার ও চন্দ্রপ্রকাশ সরকার। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

মালদা মালঞ্চের স্মরণীয় নাট্যসন্ধ্যা

মালদা মালঞ্চের ত্রিশতম প্রতিষ্ঠা দিবসে পরিবেশিত নাটকের একটি মুহূর্ত।

কিছুদিন আগে মালদা মালঞ্চ উদযাপন করল তাদের ৩০তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষ্যে মালদা মালঞ্চ মালদাবাসীকে উপহার দেয় এক বিশেষ নাট্যসন্ধ্যা। এদিনের অনুষ্ঠানটি ছিল চারটি পর্বে বিভক্ত। প্রথমে মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম, দুর্গাকিঙ্কর সদনে অনুষ্ঠানের সূচনা। দ্বিতীয় পর্বে মালদা জেলার ১১ জন নাট্য পরিচালককে মালদা মালঞ্চ সম্মাননা প্রদান করা হয়। মালদা মালঞ্চ কর্তৃক সম্মানিত হলেন বিষাণ একটি নাট্যদলের পরিচালক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের সুব্রত পাল, সামসী কলেজ নাট্য প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মনোজ ভোজ, মালদা ড্রামাটিক ক্লাবের দেবাশিস ভূতি, চাঁচল অপাঙক্তেয়র জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, মালদা অন্যরঙ্গের সৌমেন ভৌমিক, ফিনিক্স দ্য এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের অনুরাধা কুণ্ডা, মালদা আগামীর জয়ন্ত বিশ্বাস, মহাদেবপুর আর্ট অ্যান্ড কালচারের গোপাল ছেত্রী, মালদা নাট্যসেনার কেদার-দীপঙ্কর-মেহেদি, এবং গৌড়বঙ্গ ইউনিভার্সিটি ড্রামা ক্লাবের সমীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় পর্বে বিশিষ্ট নাট্য গবেষক, নাট্যচিন্তক আশিস গোস্বামী 'কৃত্যের মুকুরে নাট্য' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য পরিবেশন করেন। আশিস তাঁর আলোচনায় লকডাউন পরবর্তী সময়ে নাট্যের ভাষা ও ফর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

চতুর্থ তথা শেষপর্ব ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। এই পর্বে ছিল মালদা মালঞ্চর দুটি নতুন নাটক। স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই নাটক দুটির পরিচালনার ভার তুলে নিয়েছিলেন মালদা মালঞ্চর অন্যতম প্রধান অভিনেতা, জয়রাজ ত্রিবেদী। স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রথম নাটক 'এপারে'। এই নাটকে পরিচালক যে নাট্যভাষার জন্ম দেন তা মালদা মালঞ্চর অন্যান্য নাটকের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। মূল দুই চরিত্রে মনোজ হালদার ও নবাগতা অন্বেষা যেভাবে দর্শকদের বুঁদ করে রাখেন তা তারিফযোগ্য। পুলিশ অফিসারের ছোট্ট ভূমিকায় অসীম চৌধুরী বরাবরের মতোই সাবলীল। গোলক সরকারের মঞ্চ ও বিশ্বজিৎ রবিদাসের আলো যথোপযুক্ত। দেবরাজ ত্রিবেদীর আবহ এই নাট্যের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। এই দিনের দ্বিতীয় নাটক 'সকাল বেলার রোদ্দুর।' একঝাঁক শিশু অভিনেতার অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই নাটক দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। রিতন্যা, অভিনব, সোমরাজ, ঋতুরাজ, ঋষি, সম্পূর্ণা, কৌশানী, অঙ্কিত, মেধা, দেবমিতারা মঞ্চে নিয়ে আসে ফুরফুরে তাজা বাতাস। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে স্মার্টফোন কীভাবে বুনে দিচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতার বীজ, এই বিষয় নিয়েই এই নাটক 'সকাল বেলার রোদ্দুর'। হেডমাস্টারের চরিত্রে ঋষি তথা অর্যমান, হেডমাস্টারের ছোটবেলার মুহূর্তে সোমরাজ, ভবার চরিত্রে ঋতুরাজ অনবদ্য। অন্য শিশু অভিনেতারাও তাদের বাচিক ও শারীরিক অভিনয়ে, গান, পারস্পরিক বোঝাপড়ায় দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করে। *-দীপঙ্কর দত্ত*

কাজের কথা

প্রাথমিক টেটে রেকর্ড, জমা পড়ল ৭ লক্ষ আবেদন

পরীক্ষাকেন্দ্রে যেসব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সরগরম রাজ্য–রাজনীতি। প্রায় পাঁচ বছর টেট পরীক্ষার দরজা চিচিং ফাঁক হয়নি। সালের হিসাবে ২০১৭ সালের পর আর টেট হয়নি। সত্যি বলতে, চাকরির হাহাকারের মধ্যে অন্যতম আশার আলো শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া। টেট পরীক্ষার জন্য কার্যত মুখিয়েছিলেন চাকরি প্রার্থীরা। আবেদনপত্রের সংখ্যায় তার তারই প্রতিফলন। একদিকে চলছে নিয়োগ প্রক্রিয় নিয়ে দুর্নীতির তদন্ত, অন্যদিকে রেকর্ড সংখ্যক আবেদন পত্র জমা পড়েছে প্রাথমিক টেটে।

পরীক্ষার ঘোষিত তারিখ

আগামী ১১ ডিসেম্বর প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা নেওয়া হবে। সেই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রায় ৭ লক্ষ আবেদন জমা পড়ল। বৃহস্পতিবার ছিল টেটে আবেদনের শেষ দিন। নির্ধারিত দিনের পরেও বহুসংখ্যক প্রার্থী আবেদন জানানোর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৭ সালে ২ লক্ষের কিছু কম চাকরি প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। মাঝে ৫ বছর কোনও টেট পরীক্ষা হয়নি। ফলে চাকরি প্রার্থীরা অপেক্ষা করছিলেন এই পরীক্ষার জন্য। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতেই আবেদনের জন্য কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁরা। অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও আবেদনের সুযোগ ছিল এবার।

কারা আবেদনের যোগ্য

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছিল, মূলত টেট পাস করা ও প্রশিক্ষিত প্রার্থীরাই আবেদন জানাতে পারবেন। পরে জানানো হয়, শারীরশিক্ষায় ডিগ্রি থাকলেও এই পরীক্ষায় বসা যাবে। স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে তুলনায় শূন্যপদের সংখ্যা মাত্র ১১ হাজার ৭৬৫। পর্ষদ উল্লিখিত পদে চাকরির জন্যই লড়াই করবেন ৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী।

ইতিমধ্যেই নিয়োগকে কেন্দ্র করে বেশকিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। যেমন ২০১৪ ও ২০১৭ টেট উত্তীর্ণরা আন্দোলনে নেমেছেন।

অন্যদিকে, এ বছর টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ২০১৮–র উত্তীর্ণ প্রার্থীরা দাবি জানিয়েছেন, তাঁদের সরাসরি নিয়োগ করতে হবে, তাঁরা কোনও পরীক্ষা দেবেন না। ২০১৭–র প্রার্থীরা আবার দাবি করেছেন, তাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়ে টেট পরীক্ষায় বসেছিলেন, তাই তাঁদের অগ্রাধিকার প্রাপ্য। সুতরাং পরীক্ষা হলেও টেট নিয়ে জটিলতা তুঙ্গে।

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, ২০১৪ এবং ২০১৭–র টেটের যে প্রার্থীরা ৮২ পেয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই অংশ নিতে পারবেন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায়। সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্যও এই নির্দেশ প্রযোজ্য।

পরীক্ষাকেন্দ্রে যেসব নিয়ম মেনে চলতে হবে পরীক্ষার্থীদের

আগামী ১১ ডিসেম্বর টেট পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। নিয়োগের বিষয়ে স্বচ্ছতার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে এ বছর বেশকিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সেগুলি এই রকম—

ক. পরীক্ষা শুরুর ২ ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে।

খ. পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে পর্যবেক্ষকের অনুমতি ছাড়া কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীরা বেরোতে পারবেন না।

গ. পরীক্ষার হলে প্রার্থীকে অ্যাডমিট কার্ডের রোল নম্বর অনুযায়ী নির্ধারিত জায়গায় বসতে হবে। না হলে, অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

ঘ. পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনও ধরনের ইলেকট্রনিক্স গেজেট নিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই যাবে না। মোবাইল,স্মার্ট ওয়াচ, ইয়ারফোন, মাইক্রোফোন, স্ক্যানার, পেন ড্রাইভ ও ব্লুটুথ প্রভৃতি কোনো ডিভাইস পরীক্ষার্থীরা নিয়ে যেতে পারবেন না।

ঙ. পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনও গয়না বা ঘড়িও নিজের সঙ্গে রাখা যাবে না।

চ. কোনও লেখা কাগজ সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকা যাবে না।

ছ. কোনও পেন–পেন্সিলের ব্যাগ, ক্যালকুলেটর, রাইটিং প্যাড, লগ টেবিল, বোর্ড নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকা যাবে না।

জ. কোনও খাবার ও পানীয় দ্রব্যও নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন না।

বায়ুসেনাতে অগ্নিবীর, কবে কীভাবে নিয়োগ

আবেদন শুরু ৭ নভেম্বর থেকে

বায়ুসেনা, ভারতের গর্ব। নিরন্তর সুরক্ষায় এই বাহিনীর অবদান অসামান্য। চলতি বছরের শুরু থেকেই অগ্নিপথের মাধ্যমে ভারতীয় বাহিনীগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। অগ্নিবীর বায়ু পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে ৭ নভেম্বর থেকে।

অগ্নিপথ প্রকল্পের আওতায় এই নিয়োগ হবে বলেই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি অগ্নিবীর বায়ু পদে নিয়োগের পরীক্ষা হবে বলে জানানোহয়েছে। এয়ার ফোর্স আইন ১৯৫০ অনুয়ায়ী অগ্নিবীর বায়ুদের ৪ বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে। কেন্দ্র আগেই জানিয়েছে, অগ্নিবীরের মাধ্যমে ভারতে ৩ সামরিক বাহিনীতে ৪ বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে। তারপর অগ্নিবীরদের ২৫ শতাংশ স্থায়ী পদে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবেন।

এছাড়া, বায়ুসেনায় মোট শূন্যপদের মধ্যে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

আবেদনকারীদের স্বীকৃত বোর্ড থেকে দশম ও দ্বাদশ উত্তীর্ণ হতে হবে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদেরও মার্কশিট জমা দিতে হবে। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯ থেকে ২৯ জুন ২০০৫–এর মধ্যে জন্মগ্রহণকারীরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন পদ্ধতি

agnipathvayu.cdac.in এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনকারীদের আবেদন করতে হবে। সেখানে গিয়ে Apply Online ট্যাবে ক্লিক করবেন। আবেদনকারীদের যথাযথভাবে আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং যাবতীয় নথি আপলোড করতে হবে। এর ঠিক পরেই আবেদনকারীদের আবেদন ফি জমা দিতে হবে এবং সবশেষে ফর্ম জমা দেওয়ার পালা।

অ্যাটমিক মিনারেলস ডিরেক্টরেটে ৩২১ অফিসার

আবেদন ১৭ নভেম্বরের মধ্যে

অ্যাটমিক মিনারেলস ডিরেক্টরেট ফর এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড রিসার্চে কর্মী নিয়োগ করা হবে। জুনিয়ার ট্রান্সলেশন অফিসার (জেটিও), অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি অফিসার এবং সিকিউরিটি গার্ড পদে ৩২১ জন নিয়োগ পাবেন।

জুনিয়ার ট্রান্সলেশন অফিসার (জেটিও): শূন্যপদ ৯টি। আবেদনকারীকে হিন্দি, ইংরেজির মাস্টার ডিগ্রিধারী হতে হবে অথবা হিন্দি এবং ইংরেজি মূল বিষয় হিসেবে নিয়ে বা ইংরেজি মাধ্যমের ক্ষেত্রে হিন্দি বা হিন্দি মাধ্যমের ক্ষেত্রে ইংরেজি মূল বিষয় হিসেবে নিয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রিধারীরা হিন্দি থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে হিন্দিতে ট্রান্সলেশনের সার্টিফিকেট কোর্স পাস করে থাকলে বা উভয় ভাষায় ট্রান্সলেশনের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বয়স ঃ বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে।

মূল মাইনে ঃ এই পদে মূল মাইনে ৩৫,৪০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি অফিসার–এ: মোট শূন্যপদ ৩৮টি। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ৩৫,৪০০ টাকা। শারীরিক মাপজোক হতে হবে সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৬৭ (মহিলাদের ১৫৭) সেমি। বুকের ছাতি ৮০ ও ৮৫ সেমি।

সিকিউরিটি গার্ড: মোট শূন্যপদ ২৭৪টি। দশম শ্রেণি পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ১৮,০০০ টাকা। শারীরিক মাপজোক হতে হবে সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৬৭ (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫৭) সেমি। বুকের ছাতি ৮০ ও ৮৫ সেমি।

প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, নথিপত্র যাচাই ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে।

আবেদন করবেন অনলাইনে https://www.amd.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

আবেদনের শেষ তারিখ ঃ ১৭ নভেম্বরের মধ্যে আবেদন।

আবেদনের ফি বাবদ দিতে হবে জুনিয়ার ট্রান্সলেশন অফিসার (জেটিও), অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি অফিসার পদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা এবং সিকিউরিটি গার্ড পদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা। ফি জমা দেবেন অনলাইনে। তপশিলি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও মহিলাদের এই ফি দিতে হবে না।

ইউরেনিয়াম কর্পোরেশনে ২৩৯

অ্যাপ্রেন্টিস নিচ্ছে ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড। ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই), টার্নার মেশিনিস্ট, ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক, মেকানিক ডিজেল মেকানিক মোটর ভেহিকেল, কার্পেন্টার, প্লাম্বার ট্রেডে ২৩৯ জন নিয়োগ করা হবে।

কারা আবেদনযোগ্য ঃ এক্স–আইটিআই (এনসিভিটি) প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ ঃ ১ বছরের প্রশিক্ষণ হবে অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১–র অধীনে এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রুলস ১৯৯২ অনুযায়ী। মোট পদের মধ্যে জাদুগুড়া ইউনিটে ১০৬টি, নরওয়াপাহাড় ইউনিটে ৫২টি ও তুরামডি ইউনিটে ৮১টি পদ।

৩ শতাংশ পদ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত।

মাধ্যমিক সমতুল এবং এনসিভিটি থেকে সংশ্লিষ্ট আইটিআই পাস হতে হবে। ৩০–১১–২০২২ তারিখে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

ইতিপূর্বে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বা বর্তমানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এমন প্রার্থীরা আবেদন করবেন না। স্টাইপেন্ড অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রুলস অনুযায়ী।

প্রার্থীবাছাই হবে আইটিআই –এর নম্বরের ভিত্তিতে। যাবতীয় প্রমাণপত্র যাচাইয়ের সময়, প্রশিক্ষণে যাওয়ার সময় কোনও টিএ, ডিএ পাবেন না।

আবেদনের ক্ষেত্রে নাম রেজিস্টার করবেন https://apprenticeshipindia.gov.in/ সরকারি পোর্টালে।

আবেদনের শেষ তারিখ ঃ ৩০ নভেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন হলে কনফার্মেশন পাবেন রেজিস্টার্ড ই–মেলে।

আবেদনের সময় প্রয়োজন ঃ মাধ্যমিক সমতুলের মার্কশিট এবং আইটিআই ফাইনালের মার্কশিট, কাস্ট সার্টিফিকেট, ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেট, নিজের ছবি ও সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড লিঙ্কড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ভূমি অধিগ্রহণের শংসাপত্র প্রকল্প প্রভাবিত পরিবারের জন্য আধার কার্ড প্রভৃতি আবেদনের সময় প্রয়োজন হবে।

উত্তরপ্রদেশ মেট্রোতে ৬০ ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার

আবেদন ৩০ নভেম্বরের মধ্যে

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের অসংরক্ষিত পদে ৬০ জনকে নিয়োগ করবে উত্তরপ্রদেশ মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড। নিয়োগ হবে সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল সহ বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন ও ট্রেনিং।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সিভিল): শূন্যপদ ৭টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ইলেক্ট্রিক্যাল): শূন্যপদ ৫টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এস অ্যান্ড টি) : মোট শূন্যপদ ৪টি।

অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের বি ই, বি টেক ডিগ্রিধারী হতে হবে।

বয়স হতে হবে ১–১১–২০২২ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। মাইনে ৫০,০০০–১,৬০,০০০ টাকা।

জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): মোট শূন্যপদ ২০টি। জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল): মোট শূন্যপদ ১৭টি। জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (এস অ্যান্ড টি): মোট শূন্যপদ ৭টি।

অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের ডিপ্লোমাধারী হতে হবে। বয়স হতে হবে ১–১১–২০২২ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। মাইনে ৩৩,০০০–৬৭,৩০০০ টাকা।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার বেসড লিখিত পরীক্ষা, নথিপত্র যাচাই ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। নির্বাচিত হলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে ৯৪,৪০০, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার পদের ক্ষেত্রে ৩৫,৪০০ টাকা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ট্রেনিংয়ের খরচ জমা করতে হবে।

আবেদন করবেন অনলাইনে https://www.lmrcl.com/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে। আবেদনের ফি বাবদ দিতে হবে ৫৯০ টাকা। ফি জমা দেবেন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে। অতিরিক্ত ফি প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের প্রিন্ট নিয়ে নিজের কাছে রাখবেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ৭১০ স্পেশালিস্ট অফিসার

আবেদন ২১ নভেম্বরের মধ্যে

দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংকিং পার্সোনেল সিলেকশন বা আইবিপিএস। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিভিন্ন ব্যাংকে ৭০০ স্পেশালিস্ট অফিসার নিয়োগ করা হবে।

গত ১ নভেম্বর থেকে এই পদে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহীরা আবেদন করতে পারবেন আগামী ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। চাকরিপ্রার্থীরা আইবিপিএস–এর অফিশিয়াল ওয়েবসাটে (ibps.in) গিয়ে আবেদন জানাতে পারেন।

সাধারণ প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষার আবেদন ফি ৮৫০ টাকা এবং তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি, বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ১৭৫ টাকা। আইটি অফিসার, এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার, রাজভাষা অধিকারী, এইচআর বা পার্সোনেল অফিসার, মার্কেটিং অফিসারের মতো মোট ৭১০টি পদে নিয়োগ হবে। আইবিপিএস স্পেশালিস্ট অফিসার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আইনি অফিসারও নিয়োগ করা হবে।

ব্যাংক অফ বরোদা, ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কানাড়া ব্যাংক, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এবং পঞ্জাব ও সিন্ধ ব্যাংকে এই আধিকারিক নিয়োগ করা হবে।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

আইটি অফিসার পদে আবেদনের জন্য — কম্পিউটার/আইটি বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি বা DOEC–এর বি–লেভেল সহ স্নাতক ডিগ্রি থাকা প্রয়োজন। এগ্রিকালচারাল কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য কৃষি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক হতে হবে। রাজভাষা অধিকারী পদে নিয়োগের জন্য ইংরেজি বা সংস্কৃত সহ হিন্দিতে পিজি ডিগ্রি এবং হিন্দি ও ইংরেজিতে পিজি ডিগ্রি সহ স্নাতক হতে হবে। আইন কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য এলএলবি ডিগ্রি এবং বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াতে অ্যাডভোকেট হিসাবে নিবন্ধিত থাকা আবশ্যক। এইচআর বা পার্সোনেল অফিসার পদে নিয়োগের জন্য মার্কেটিং–এ দুই বছরের পিজি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা সহ স্নাতক হতে হবে। মার্কেটিং অফিসার পদে নিয়োগের জন্য মার্কেটিং–এ দুই বছরের পিজি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা ডিগ্রি সহ স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

এছাড়া, সমস্ত পদের জন্য প্রার্থীদের ২০২২ সালের ১ নভেম্বর তারিখে ৩০ বছর বয়সের থেকে ছোট হতে হবে এবং ২০ বছরের থেকে বড় হতে হবে। বিভিন্ন সংরক্ষিত বিভাগ (তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, ওবিসি, বিশেষভাবে সক্ষম ইত্যাদি) প্রার্থীদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্ব সীমাতে ছাড় দেওয়া হবে।

আর্মি অর্ডিন্যান্সে মেটেরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৪১৯ কর্মী

আবেদন ১২ নভেম্বরের মধ্যে

মেটেরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৪১৯ জনকে নিয়োগ করা হবে। নিয়োগ করা হবে আর্মি অর্ডিন্যান্স ক্যরের বিভিন্ন ইউনিট ডিপোতে।

এটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা।

নিয়োগ হবে দেশের ৭টি রিজিয়নে। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন।

মেটেরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট: মোট শূন্যপদ ৪১৯টি। এর মধ্যে থেকে ইস্টার্ন রিজিয়নে: শূন্যপদ ১০টি। ওয়েস্টার্ন রিজিয়নে: শূন্যপদ ১২০টি। নর্দার্ন রিজিয়নে: শূন্যপদ ২৩টি। সাউদার্ন রিজিয়নে: শূন্যপদ ৩২টি। সাউথ–ওয়েস্টার্ন রিজিয়নে: শূন্যপদ ২৩টি। সেন্ট্রাল ওয়েস্ট রিজিয়নে: শূন্যপদ ১৮৫টি এবং সেন্ট্রাল ইস্ট রিজিয়নে: শূন্যপদ ২৬টি।

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারীরা মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট বা যে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ডিপ্লোমাধারী হলে আবেদন করতে পারেন।

বয়স ঃ বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। মূল মাইনে ২৯২০০–৯২৩০০ টাকা।

প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, নিউমেরিক অ্যাপ্টিটিউড, জেনারেল আওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। উত্তরের জন্য সময় পাবেন ২ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। এরপর হবে নথিপত্র যাচাই ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

আবেদন করবেন অনলাইনে এই https://www.aocrecruitment.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

আবেদনের শেষ তারিখ ঃ ১২ নভেম্বরের মধ্যে আগ্রহীদের আবেদন করতে হবে।

অনলাইন আবেদন করার আগে যাবতীয় নথিপত্র স্ক্যান করে রাখবেন। প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তখন পাবেন রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড। এগুলি যত্ন করে লিখে রাখবেন। এবার সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের প্রিন্ট নিয়ে নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

ইন্ডিয়ান অয়েলে ১৫৩ ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস

আবেদন ১২ নভেম্বরের মধ্যে

অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রশিক্ষণের জন্য সাদার্ন রিজিয়নে বিভিন্ন ট্রেডে (অসংরক্ষিত পদে) ১৫৩ জনকে নিয়োগ করবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের মার্কেটিং ডিভিশন।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস– অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (ফ্রেশার এবং স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার), ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস– রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েট (ফ্রেশার এবং স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার) ডিসিপ্লিনে ট্রেনিং হবে অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১–র অধীনে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিসিপ্লিন অনুযায়ী যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট, উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়স ঃ ৩১–১০–২০২২ তারিখের হিসেবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে।

স্টাইপেন্ড পাবেন অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১, ১৯৭৩ অ্যাপ্রেন্টিসেস রুলস ১৯৯২ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী।

প্রার্থীবাছাই হবে শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা এবং লিখিত পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেডের প্রার্থীরা http://apprenticeshipindia.org/candidate-registration এবং https://www.mhrdnats.gov.in/boat/login/user_login.action পোর্টালে এবং ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েট ট্রেডের প্রার্থীরা এই http://apprenticeshipindia.org/candidate-registration পোর্টালে আবেদন করবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ ঃ ১২ নভেম্বর।

নন্দনা
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৫ নভেম্বর ২০২২ এগারো

বাজারে এখন কয়েতবেল কেন খাবেন?

বাজারে এখন কয়েতবেল পাওয়া যাচ্ছে। টক স্বাদের ফলটি এমনিতেই আয়েস করে খাওয়া যায়। আবারকয়েতবেল দিয়ে জ্যাম কিংবা চাটনিও তৈরি করা যায়। সময়টা যখন কয়েতবেলের তখন কেন খাবেন এই মৌসুমী ফল? কারণ কঁদবেল খেলে একাধিক শারীরিক উপকারিতা মিলবে। চলুন জেনে নেই--

ডায়রিয়া প্রতিরোধে

কয়েতবেলে প্রচুর জৈব অ্যাসিড পাওয়া যায়। অপরিপক্ক কয়েতবেল অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি হ্রাস করে। অতীতে লোকজ ও আয়ুর্বেদ ঔষধে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় তাই কয়েতবেল ব্যবহৃত হত। শুধু তাই নয়, উচ্চ ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের সমস্যা থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। আলসার নিয়ন্ত্রণেও কয়েতবেল উপকারে আসে।

দেহ থেকে দূষিত পদার্থ নির্গত করে

কয়েতবেলে রিবোফ্লাভিন ও থায়ামিন নামক রাসায়নিক উপাদান আছে যা শরীর পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। কয়েতবেলের রস কিডনির রোগ প্রতিরোধে সাহায্যের পাশাপাশি অন্ত্রকেও সুস্থ থাকে। তাছাড়া কঁদবেল মূত্রবর্ধক ফল। কঁদবেল খেলে শরীরে থাকা অতিরিক্ত সোডিয়াম বের হয়ে যায়। এজন্যই কিডনির অন্যতম সেরা প্রাকৃতিক ওষুধ হিসেবে এই ফলের ব্যবহার হত।

হাঁপানির উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে

কয়েতবেল পাতার নির্যাস আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ব্যাপক জনপ্রিয়। মধুর সঙ্গে ৮ থেকে ১৬ গ্রাম তাজা কয়েতবেল পাতার নির্যাস হাঁপানির বিরুদ্ধে কার্যকর। এছাড়া, কয়েতবেলে বহু খনিজ উপাদান আছে যা ডায়বেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। এই সময়টিতে কয়েতবেল খাওয়া ডায়বেটিস রোগীদের জন্য ভালো। তাহলে, স্বাদের পাশাপাশি রোগের নিরাময়ে কয়েতবেলকে দূরে সরিয়ে রাখবেন কেন!

লম্বা নাকি বেঁটে, ত্বকের সমস্যা কাদের বেশি

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত বা শীতে ত্বকের সমস্যা কমবেশি সবারই হয়ে থাকে। আবহাওয়ার পরিবর্তন, ধুলাবালি, জীবাণু সংক্রমণ ত্বকের সমস্যার জন্য দায়ী। হতে পারে স্নায়ুর অসুখও। তবে জানেন কি, শারীরিক উচ্চতাও প্রভাব ফেলে ত্বক ও স্নায়ুর সমস্যা কমবেশি হওয়ার ক্ষেত্রে।

যাদের উচ্চতা বেশি তাদের তুলনায় কম উচ্চতা সম্পন্ন নারীদের শারীরিক সমস্যা তুলনামূলক কম। যেমন বেঁটে নারীরা কম বয়সেই সন্তান ধারণে সক্ষম হোন। এর কারণ হল, যেসব হরমোন খাটো নারীকে সন্তানবতী করতে সাহায্য করে, সেই হরমোনগুলোই তাকে লম্বা হতে দেয় না। আবার যাদের উচ্চতা বেশি তাদের শারীরিক সমস্যাও বেশি।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ত্বকের সমস্যা এবং স্নায়ুর সমস্যা বেশি উচ্চতা সম্পন্ন নারীদের মধ্যে বেশি দেখা দেয়। কারণ একজন মানুষের উচ্চতায় তার শারীরিক নানা সমস্যা ধরা পড়ে। এমনকি হৃদরোগ থেকে ক্যানসার সব কিছুরই সম্ভাবনা বিভিন্ন প্রকার হয় নানা উচ্চতার ব্যক্তিদের মধ্যে।

লম্বা ব্যক্তিদের শরীরে এমন কিছু সমস্যা তৈরি হয়, যার ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে ত্বক এবং স্নায়ুর সমস্যা বেশি হতে দেখা যায়। এ ছাড়াও পায়ে এবং পায়ের পাতায় বিভিন্ন সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

ভারতভিত্তিক কয়েকটি গবেষণার সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় ২৫ হাজার মানুষের মধ্যে সমীক্ষাটি করা হয়। এ ক্ষেত্রে লম্বা ব্যক্তিদের ত্বকের বা স্নায়ুর কোনো সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে।

সারাদিন অন্তত ৮ গ্লাস জল পান করে থাকেন তাব্বু। এতে হবে কী, বলিরেখা, শুষ্ক, রুক্ষ ত্বকের সমস্যা অনেকটাই দূর হয়ে যাবে। এমনকি ত্বকের জেল্লাও ফিরে আসবে বেজায়রকম।

বয়সটা নাকি সংখ্যা মাত্র! সাফল্য যাঁদের হাতের মুঠোয়, তাঁরা বলে থাকেন এমনটাই। গায়ে যেন তাঁদের বয়সের আঁচ পড়ে না। সত্যি বলতে, যাঁরা অসাধ্যসাধন করেন, প্রতিবন্ধকতার পথ পেরিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছান, তাঁদের দেখে শেখে, বাঁচে সমাজের অন্যান্যরা। তাব্বু এমন এক অভিনেত্রী, যিনি আমাদের কাছে উদাহরণ। তিনি আমাদের শেখান, শিখতে-জানতে-বুঝতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এমনকী রূপরহস্যের গোপন কথাও।

অভিনয় জগতে কম করে তিন-তিনটি দশক চুটিয়ে কাজ করেছেন, বলা ভালো কাজ করে চলেছেন। মূল ধারার ছবির পাশাপাশি সমান্তরাল, দুই ধরনের ছবিতেই তিনি কিস্তিমাত করেছেন। জ্যাকি শ্রফ থেকে হালের ঈশান খট্টরের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে তিনি সাবলীল।

তাবাসসুম ফতিমা হাসমি ওরফে তাব্বু। আবারও বলি, বয়স তাঁর কাছে সংখ্যা মাত্র। যেমনটা বলেন আমাদের দাদা সৌরভ গাঙ্গুলি।

৪ নভেম্বর তাব্বু পেরোলেন ৫২টি বসন্ত। পা রাখলেন ৫৩-তে। তাঁর রূপরহস্যের গোপন কথা কী? উৎসুকরা জানতে চাইলে তিনি খুশিয়াল হয়ে উঠবেন নিশ্চিতভাবে। হাসতে হাসতে তাব্বু জানাবেন, 'বয়স ঠেকিয়ে রাখতে ত্বকের যত্নের জন্য কোনও বিশেষ রুটিন নেই! কিন্তু এও জানি, বড়পর্দায় আমাকে সুন্দর না দেখালেই নয়। তাই যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু করি।'

কোনো ঘরোয়া টোটকা? তাব্বু বলবেন, 'সত্যি বলতে, রূপচর্চার জন্য আমার কোনো গোপন রুটিন নেই।' একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি জানাবেন, 'একদিন রূপ বিশেষজ্ঞ মিতালি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি ঘরোয়া কোনও উপায়ে রূপচর্চা করছি কিনা? জানিয়েছিলাম, মাঝেমাঝে কফি বা কোনও বিশেষ পাতা ব্যবহার করি। তিনি বলেন, ম্যাম ওই সব ব্যবহার করবেন না! মিতালি আমাকে তখন ৫০,০০০ টাকা দামের একটি ক্রিম কিনতে বলেন। ওঁর কথা শুনে কিনেওছিলাম। তবে ওই এক বার। ব্যস! আর কোনও দিন কিনব না!'

তাব্বু আপনাকে আরও জানাবেন, 'আমি সচেতন ভাবে ত্বকের জন্য কিছুই করি না। তবে ত্বকের ক্ষতি হওয়ার মতো কোনও কাজও করি না। নিজেকে সুস্থ ও ফিট রাখার যথাসাধ্য চেষ্ট করি।'

তাব্বুর মুখে নেই বলিরেখা, নেই ডার্ক সার্কেল। কীভাবে রূপচর্চা করেন তিনি? তাব্বু জানিয়েছেন তাঁর রূপরহস্যের কথা।

১. সারাদিন শুটিংয়ে ব্যস্ত। সেইসঙ্গে জার্নি। সেই কারণে, রাতে বিউটি স্লিপ কিন্তু খুবই প্রয়োজন। প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ঘুমাতে পারলে ত্বকের অধিকাংশ সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

২. সারাদিন অন্তত ৮ গ্লাস জল পান করে থাকেন তাব্বু। এতে হবে কী, বলিরেখা, শুষ্ক, রুক্ষ ত্বকের সমস্যা অনেকটাই দূর হয়ে যাবে। এমনকি ত্বকের জেল্লাও ফিরে আসবে বেজায়রকম।

৩. নামিদামি ব্র্যান্ডের প্রসাধনী সেভাবে ব্যবহার করেন না তাব্বু। সেসবের বদলে প্রাকৃতিক জিনিস ব্যবহার করতে পছন্দ করেন অভিনেত্রী। গায়ের শুকনো, মৃত কোষ তুলে ফেলতে বিশেষ একটি স্ক্রাব বাড়িতেই বানিয়ে নেন তিনি। সি সল্ট এবং পেট্রোলিয়াম জেলি দিয়ে তৈরি এই স্ক্রাব রোজ স্নানের আগে ব্যবহার করেন।

৪. অতিরিক্ত মেকআপ এড়িয়ে চলেন। শুটিং ছাড়া বাইরে বেরোলেও কাজল, উজ্জ্বল লাল লিপস্টিক, লিপগ্লস, সুগন্ধী আর পেট্রোলিয়াম জেলি-- এইটুকুই তাঁর ব্যাগে থাকে।

বয়সে বুড়োলেন, তবে বুড়িয়ে যাননি মোটেই। বরং আরও সরেস, সতেজ। ভুলভুলাইয়ার সিক্যুয়েল তারই প্রমাণ। ৪ নভেম্বর তাব্বু পেরোলেন ৫২ বছর। রূপরহস্যের গোপন কথা জানালেন অভিনেত্রী।

শীতের শুরুতে শিশুকে কী খাওয়াবেন

শীতে ছোটদের স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে আছে জ্বর, ঠান্ডাজনিত সর্দি-কাশি বা কমন কোল্ড। এর অন্যতম কারণ নভেম্বরের এই সময়টাতে দিনে থাকে খানিকটা গরম আর সন্ধ্যা ও রাতে শীতের আমেজ। শীতের শুরুতে তাপমাত্রা যখন কমতে থাকে, তখন শিশুদের রোগভোগ বেড়ে যায়। এ নিয়ে অভিভাবকদের চিন্তার অন্ত নেই। তবে শিশুর খাবারদাবারে পরিবর্তন এনে, দিতে পারেন সুরক্ষা। জেনে নিন, কোন কোন খাবার খাওয়াবেন শীতের শুরুতে।

দুধ: শিশু শরীরের পুষ্টির জন্য শীতকালে নিয়মিত এক গ্লাস গরম দুধের কোনো বিকল্প নেই। দুধের মধ্যে থাকা পুষ্টিকর উপাদান সব বয়সের মানুষের জন্যই অত্যন্ত উপকারী।

গাজর: গাজরে আছে বিটা ক্যারোটিন। যা শ্বেত রক্তকণিকার বৃদ্ধি ঘটায়। নিয়মিত গাজর খেলে ভাইরাল ইনফেকশন থেকে রক্ষা পাবে শিশুরা। আপনার সন্তানকে গাজরের রস, গাজরের হালুয়া এবং শিশু যদি খেতে চায় তাহলে সালাড করে খাওয়াতে পারেন।

পালংশাক: শীতের শাকসবজির মধ্যে 'সুপারফুড' হিসেবে পরিচিত পালংশাক। পুষ্টিতে ভরপুর পালংয়ের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও ক্যানসার প্রতিরোধী গুণ রয়েছে। পালংশাকে থাকা ভিটামিন সি শীতে সর্দি-কাশি থেকে রক্ষা করে। এর মধ্যে থাকা ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে। আপনার সন্তান যদি পালংশাকের ভাজা বা তরকারি খেতে না চায় তাহলে স্যান্ডউইচের ওপর শাক ছড়িয়ে শিশুকে খাওয়াতে পারেন।

ডিম: শীতে শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে ডিম খাওয়াতে পারেন। ডিমে থাকা ভিটামিন ডি, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, ভিটামিন ই শিশুর শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া ডিমে থাকা প্রোটিন শীতকালে শিশুর এনার্জি বৃদ্ধি করে। অমলেট করে খাওয়াতে পারেন কিংবা স্যান্ডউইচেও দিতে পারেন ডিম।

কমলালেবু শিশুর হজমশক্তি বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় ও সর্দি-কাশি সারায়

কমলালেবু: আমাদের দেশে শীতকালে কমলালেবু বেশি পাওয়া যায়। দামেও থাকে সস্তা। বিটা ক্যারোটিন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে কমলালেবুতে। এটি শিশুর হজমশক্তি বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় ও সর্দি-কাশি সারায়। জ্বর ও ফ্লুর সময় কমলা খাওয়া ভালো। কমলার রসে প্রচুর ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম আছে। রক্তশূন্যতা ও জিভের ঘা সারাতেও কমলা ভীষণ উপকারী। এছাড়া শীতে শিশুকে আরও খাওয়াতে পারেন মিষ্টি আলু, বাদাম, খেজুর প্রভৃতি।

চাইনিজ স্টাইলে চিকেন চাউমিন

যা যা লাগবে ঃ সিদ্ধ নুডুলস পরিমাণমতো, মুরগির হাড় ছাড়া মাংস ১ কাপ, সয়া সস ২ টেবিল চামচ, চিলি সস ১ টেবিল চামচ, আদা রসুন মিহি কুচি ২ চা চামচ, লাল পেঁয়াজ কুচি অল্প, লাল ক্যাপসিকাম কুচি, পেয়াজ কলি কুচি, ভেজিটেবল অয়েল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে বানাবেন ঃ প্রথমে প্যান-এ তেল দিয়ে আদা রসুন মিহি কুচি ২ চা চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে মুরগির হাড় ছাড়া মাংস ১ কাপ দিয়ে দিন। এবার এতে সয়া সস ২ টেবিল চামচ, চিলি সস ১ টেবিল চামচ দিয়ে রান্না করুন আরো ১০ মিনিট। এবার এতে লাল পেঁয়াজ কুচি অল্প, লাল ক্যাপসিকাম কুচি, পেঁয়াজ কলি কুচি দিন। সঙ্গে সিদ্ধ নুডুলস ও পরিমাণমতো লবণ দিন। এবার সব ভালো ভাবে মিশিয়ে নিয়ে রান্না করুন ১০ মিনিট। নামানোর আগে পেঁয়াজ কলি কুচি ছিটিয়ে দিতে ভুলবেন না। খুব কম সময়ে রেডি নুডুলস!

চিকেন কড়াই

যা যা লাগবে ঃ মুরগির মাংস ১ কাপ মতো টুকরো করে কাটা, ঘি বা রান্নার তেল ২ টেবিল চামচ, টক দই ২ টেবিল চামচ, টমেটো টুকরো হাফ কাপ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বড় সাইজের ২টি কুচি করে কাটা, গরমমশলা ২ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা চামচ, শুকনো লংকাগুঁড়ো ১ চা চামচ, পুদিনা পাতা পেস্ট আধা চা চামচ, জয়েত্রি পোস্ত বাটা হাফ চা চামচ, কাজুবাদাম বাটা ২ চা চামচ, অল্প কমলা রং (ফুড কালার) চাইলে এটা বাদ দিতেও পারেন। ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী।

যেভাবে তৈরি করবেন ঃ প্রথমে একটা বাটিতে টক দইয়ের সঙ্গে রসুন বাটা, আদা বাটা, গরমমশলা গুঁড়ো, পুদিনা পাতা পেস্ট, শুকনো লংকাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, কাজুবাদাম বাটা, জয়েত্রি পোস্ত বাটা দিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার মুরগির পিসগুলোকে লবণ আর অল্প কমলা রং দিয়ে মেখে রাখুন।

প্যানে তেল দিন। এরপর তাতে মুরগির পিসগুলো লাল করে ভেজে তুলে রাখুন। ওই প্যানে আর একটু তেল দিয়ে পেঁয়াজ লাল করে ভাজুন। এবার ভাজা মুরগির পিসগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে দইয়ের মিশ্রণ দিয়ে দিন।

রান্না করুন ৫ মিনিট। এবার টমেটো কুচি আর ধনেপাতা কুচি, সঙ্গে একদম সামান্য জল দিয়ে ঢাকনা লাগিয়ে কম আঁচে রান্না করুন ১০ মিনিট। যখন দেখবেন এটা মাখা মাখা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিন। মাত্র ২০ মিনিট লাগবে পুরো রান্না করতে।

ব্যস, চিকেন কড়াই রেডি। এবার গরম গরম সার্ভ করুন।

চিকেন লেমন কাবাব

যা যা লাগবে ঃ মুরগির কিমা ১ কাপ, লেবুর খোসা মিহি কুচি ২ চা চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, ডিম ১টা, টমেটো সস ২ চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, পেঁয়াজ কুচি ২ চা চামচ, শুকনো লংকা ২টি, আদা মিহি কুচি, কর্নফ্লাওয়ার ২ চা চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন ঃ উল্লিখিত সব উপকরণ ব্লেন্ডারে দিয়ে ডিম সহ ব্লেন্ড করে নিন, তাহলে ভালোভাবে কিমার সঙ্গে মিশে যাবে। এবার এই মিশ্রণটিকে কাবাবের মতো আকার দিয়ে মিডিয়াম গরম তেলে হালকা আঁচে লাল করে ভেজে নিন।

যেকোনো সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন। খুবই সহজ রেসিপি। এমন সহজ রেসিপি দেখে জিভে জল চলে এল? তাহলে আজই ট্রাই করুন মজাদার চিকেন লেমন কাবাব।

৬০০ দিনের আন্দোলনে গড়ে উঠেছে নতুন জীবন

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : চাকরির দাবিতে এসএলএসটিদের অবস্থান বিক্ষোভ ৬০০ দিনে পড়ল। কিন্তু এখনও মেলেনি চাকরি। তবে আন্দোলনকারীরা এখন রাজনৈতিক ঘুঁটি। তাঁদের নিয়ে শুরু হয়েছে দড়ি টানাটানি।

শুক্রবার ধর্মতলায় গান্ধি মূর্তির পাদদেশে অবস্থানরত চাকরিপ্রার্থীদের সমর্থনে প্রতিবাদ মিছিল করে বামেরা। ওয়াই চ্যানেল থেকে ওই মিছিল গান্ধি মূর্তির পাদদেশে আসে। মিছিলে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু থেকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সহ অন্যান্য বাম দলগুলির নেতা-কর্মীরা যোগ দেন। যোগ্য প্রার্থীরা যতদিন চাকরি না পাবেন, ততদিন পর্যন্ত বামেরা তাঁদের পাশে থাকবে বলে এদিন জানানো হয়। চাকরির দাবিতে শনিবার চাকরি প্রার্থীরা পৃথকভাবে একটি বিক্ষোভ মিছিল করবে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ওই মিছিল ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল পর্যন্ত আসবে।

যত দিন যাচ্ছে, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির চাকরি প্রার্থীদের অরাজনৈতিক আন্দোলনে ততই শামিল হচ্ছে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি। ২০১৬ সালের প্রথম এসএলএসটি প্রার্থীদের এই অবস্থান আন্দোলন মঞ্চ থেকে অবশ্য বলা হচ্ছে, তাঁরা অরাজনৈতিকভাবেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান। এক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশের ওপরই তাঁরা বেশি নির্ভর করছেন বলেও আন্দোলনকারীরা জানান। আন্দোলনকারীদের অন্যতম কৃষ্ণনগরের দুর্গাপুরের আবদুল্লা শেখ বলেন, 'আমাদের এই মঞ্চ অরাজনৈতিক। এখানে যে কেউ আসতে পারেন। সমস্ত শ্রেণির মানুষ পাশে দাঁড়ালে আন্দোলন আরও জোরালো হবে।' অন্য আন্দোলনকারীরাও রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির শুধুমাত্র যোগদান নয়, সমস্ত ধরনের সচেতন মানুষের যোগদান চাইছেন। বস্তুত তাঁরা তাঁদের এই আন্দোলনে কোনওভাবেই রাজনৈতিক রং লাগাতে রাজি নন।

৬০০ দিনেও ওঁরা সেই রাস্তাতেই। গান্ধিমূর্তির পাদদেশে। ছবি : কৌশিক দত্ত

৬০০ দিনের এই আন্দোলনে গড়ে উঠেছে নতুন জীবনও। এদিনও ধর্নামঞ্চে পাশাপাশি বসেছিলেন মেদিনীপুরের খুকুমণি আর নদিয়ার মিঠুন। ধর্নামঞ্চেই তাঁদের আলাপ ও প্রেম। যার পরিণতি এবছরের অগাস্ট মাসের বিয়ে। যদিও বেকার 'হবু শিক্ষক' মিঠুনের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না খুকুমণির বাড়ির লোকেরা। কিন্তু তাঁর জেদ ও যুক্তির কাছে হার মানেন সকলে। মিঠুন এখন মাঠে কাজ করেন। চাষ করে যে সামান্য টাকা রোজগার করেন তা দিয়েই চলে যাচ্ছে তাঁদের সুখের সংসার। দু'জনেরই আশা একদিন না একদিন মিলবে শিক্ষকতার চাকরি।

এদিন আন্দোলনে যোগদান করে মহম্মদ সেলিম বলেন, 'আন্দোলনের ৫০০ দিনেও আমরা এঁদের পাশে ছিলাম। ৬০০ দিনেও এসেছি।' রাজ্য সরকারকে 'নির্মম সরকার' বলে আক্রমণ করে সেলিম বলেন, 'হাইকোর্টের আদেশকে মান্যতা দিয়ে সকলকে নিয়োগ করতেই হবে। এক্ষেত্রে সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে কেমন করে বোতল গরম করে তা ফাটিয়ে ঘি বের করতে হয়, বামেরা তা ভালো করে জানে।' সেলিম আরও বলেন, 'আমরা বলছি না, বাম আমলে দুর্নীতি হয়নি। আমি বলতে পারব না আমরা ধোয়া তুলসীপাতা। কিন্তু সেই দুর্নীতি ধরার জন্য ছাঁকনি ছিল, যা তৃণমূলের নেই। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে দুর্নীতির নেটওয়ার্কে আইএস, আইপিএসরাও শামিল হয়েছেন।' বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, 'রাজ্যে যেভাবে টাকার বিনিময়ে চাকরি হয়েছে, তা ভারতের আর কোথাও হয়েছে বলে জানা নেই। এক ভয়ংকর পরিবেশ চলছে এই রাজ্যে।' আন্দোলন মঞ্চে এদিন উপস্থিত থেকে সমর্থন জানান তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধিরাও।

তৃতীয় দিনেও ম্যারাথন জেরা কেষ্ট-কন্যাকে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : বুধবার টানা প্রায় ৮ ঘণ্টা ও বৃহস্পতিবার প্রায় ৭ ঘণ্টা দিল্লিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যাকে। শুক্রবার তৃতীয়দিনেও দীর্ঘক্ষণ ইডির প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। পরপর তিনদিন জিজ্ঞাসাবাদে সন্তুষ্ট নন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তারা। একজন প্রাথমিক শিক্ষিকা হয়ে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি সুকন্যার কীভাবে হল, তা নিয়েই তাঁকে গত তিনদিন ধরে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন ইডি অফিসাররা। সুকন্যার সংস্থা এএনএম অ্যাগ্রোকেমের অধীনে থাকা ভোলে বোম রাইস মিলের মালিকানা নিয়ে এই কোটি কোটি টাকা কীভাবে এল, তা নিয়েও তাঁকে একাধিক প্রশ্ন করেন তদন্তকারীরা। কিন্তু কোনও সদুত্তর তাঁর কাছে পাওয়া যায়নি বলেই ইডি জানিয়েছে।

ইডি সূত্রে খবর, এদিন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বোলপুরের ব্যবসায়ী রাজীব ভট্টাচার্যকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। তাঁর বেশ কয়েকটি রাইস মিল বীরভূমে রয়েছে। গোরু পাচারের টাকা ঘুরপথে তাঁর রাইস মিলে খাটানো হয়েছিল কিনা, তা জানার চেষ্টা করেছেন তদন্তকারীরা। এর আগে বোলপুরে সিবিআইয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজীব। এছাড়াও অনুব্রতর হিসাবরক্ষক পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মণীশ কোঠারিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মণীশ দাবি করেছেন, ২০১৮ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় অনুব্রতর। কিন্তু তাঁর এই দাবি তদন্তকারীরা মানতে চাননি। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সুকন্যা বা রাজীব ভট্টাচার্যের কাছে যা যা জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাতে তাঁরা অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরে মুখ খোলেননি। তাই তাঁদের ফের ডাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে, অনুব্রতর প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউয়ের বিশেষ সিবিআই আদালত। শুক্রবার এই আদালতে তোলা হলে তাঁকে ১৪ দিন জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। ইডির আইনজীবীরা আদালতে দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গেলে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত বাকিদের প্রভাবিত করতে পারেন সায়গল। সেই কারণে তাঁকে তিহার জেলে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আগের শুনানিতে ইডির আইনজীবী জানিয়েছেন, সায়গলকে জেরা করে তাঁর স্ত্রী সোমাইয়া খন্দকর, মা লতিফা খাতুন শ্যালক ইসলাম চৌধুরীর নাম উঠে এসেছে। তাঁদের প্রত্যেককেই দিল্লিতে তলব করা হয়েছে।

বকেয়া আদায়ে দিল্লি যেতে পারেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : ১০০ দিনের কাজের বকেয়া আদায়ে সোমবার সচিবকে নিয়ে দিল্লিতে যেতে পারেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর আলোচনা হওয়ার কথা। এই মুহূর্তে রাজ্যের জেলায় জেলায় বন্ধ ১০০ দিনের কাজ ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কাজ। এতদিন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে যা কাজ হয়েছে, সেই টাকাও বকেয়া দিল্লির কাছে। যার পরিমাণ প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা। দুই প্রকল্পের বকেয়া নিয়ে চরম অস্বস্তিতে রাজ্য সরকার। তার ওপর সামনেই গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ভোট। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ তো নেই-ই। সেইসঙ্গে আগের পাওনা টাকা না পেয়ে গ্রামের মানুষ ক্ষুব্ধ। যার জের আগামী পঞ্চায়েত ভোটে পড়তে পারে বলেই আশঙ্কা সরকারি মহলে।

বকেয়া আদায় নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এতদিন কম জলঘোলা হয়নি। শেষপর্যন্ত বকেয়ার আর্জি নিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে মাঝে দেখা করতে চেয়েও অ্যাপয়েনমেন্ট পাননি। এই নিয়েও জলঘোলা হয়। শুক্রবার পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর অ্যাপয়েনমেন্ট দিয়েছেন। সেই সূত্রেই প্রদীপবাবু তাঁর দপ্তর সচিব উলগানাথনকে নিয়ে সোমবার দিল্লিতে যেতে পারেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপবাবুকে এদিন এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'বাংলায় একটা কথা আছে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। এর আগেও উনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে এতদিন অ্যাপয়েনমেন্ট দেননি। এবার তাই এই অ্যাপয়েনমেন্ট কনফার্ম না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। সবকিছু ঠিক থাকলে যাব।'

সেনার জমি দখল, ১২ জায়গায় ইডি'র তল্লাশি

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : সেনাবাহিনীর জমি দখল ও বিক্রি করার ঘটনার তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের ১২টি জায়গায় শুক্রবার সকাল থেকে তল্লাশি শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। সল্টলেকে অমিত আগরওয়াল নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে সকাল সাড়ে ৬টার মধ্যে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। আগেই অমিতকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। এই ব্যবসায়ীর সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বলে ইডি জানতে পেরেছে। মূলত অমিত ও তাঁর ব্যাবসায়িক সঙ্গীদের বিরুদ্ধেই জমি দখল ও বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

এদিন সল্টলেকের পাশাপাশি গড়িয়াহাট ও যোধপুর পার্কেও দুটি বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সল্টলেকে অমিতের একটি বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। ওই বাড়িতে ঢুকে আলমারি থেকে বেশকিছু নথি তদন্তকারীরা সংগ্রহ করেন। তল্লাশি অভিযানে ইডির মহিলা আধিকারিকরাও ছিলেন। ওই বাড়ির সামনে একটি গাড়ি রাখা ছিল। সেই গাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। যোধপুর পার্কেও যে আবাসনে ইডির টিম তল্লাশি অভিযানে যায়, তার নীচে একটি ব্যাংক ও কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার অফিস রয়েছে। সেই বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলায় সঞ্জয় ঘোষ নামে এক ব্যক্তির ফ্ল্যাট রয়েছে। সেখানেও কয়েক ঘণ্টা তল্লাশির পর ফ্ল্যাটটি সিল করে দেওয়া হয়। সঞ্জয় ঘোষের সঙ্গে অমিত আগরওয়ালের কী সম্পর্ক, তা নিয়ে অবশ্য ইডি আধিকারিকরা কিছু জানাতে চাননি। একইসঙ্গে ঝাড়খণ্ডেও আটটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। ঝাড়খণ্ডে ভারতীয় সেনার জমি বেআইনিভাবে দখলের অভিযোগ উঠেছে অমিত আগরওয়ালের বিরুদ্ধে। তা নিয়েই ইডি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

নদিয়ায় সরানো হল বিধায়ককে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : নদিয়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল করিমপুরের তৃণমূল বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহরায়কে। শুক্রবার রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের এক নির্দেশিকায় তাঁকে সরিয়ে নদিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পদে সেখানকার জেলাশাসককে বসানো হয়েছে। তবে কী কারণে করিমপুরের এই তৃণমূল বিধায়ককে সরিয়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে অবশ্য নির্দেশিকায় কিছু লেখা হয়নি। তবে তৃণমূল সূত্রে খবর, করিমপুরের ওই তৃণমূল বিধায়ক নদিয়া জেলার তৃণমূল রাজনীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। মাসখানেক আগেই স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মী এই তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ করেন, ব্লক সভাপতি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর কাছে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন এই বিধায়ক। ওই অভিযোগপত্র তিনি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠান। তারপরই তাঁর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হল বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

রুজিরা মামলায় প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরের বিরুদ্ধে তদন্ত গত ২ বছরে কতদূর এগোল, তা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্ক দপ্তরের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'দু'বছর ধরে শুল্ক দপ্তর তদন্ত করছে। এখনও তদন্ত শেষ হল না?' শুক্রবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে কেন্দ্রীয় সরকারের এক আইনজীবী আদালতে জানান, দিল্লি থেকে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এদিন উপস্থিত হতে পারেননি। এই মামলার জন্য অতিরিক্ত সময় চান ওই আইনজীবী। ডিসেম্বরে পরবর্তী শুনানি।

২০১৯ সালের ১৬ মার্চ ব্যাংকক থেকে রুজিরা ও মেনকা কলকাতা বিমানবন্দরে আসেন। শুল্ক দপ্তরের অভিযোগ, তাঁদের কাছ থেকে ২ কেজি সোনা আটক করা হয়। যদিও তাঁরা এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। ঘটনার ৬ দিন পর ২২ মার্চ এই নিয়ে শুল্ক দপ্তর তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ২০১৯ সালের ৮ এপ্রিল কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোডে শুল্ক দপ্তরের অফিসে তাঁদের তলব করা হয়। তারপরই এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা শুরু হয়েছে।

নিয়োগ পর্ব/১ টেট চাকরিপ্রার্থীদের অভয় বিচারপতির

নিয়োগে বাধা হতে চাই না

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : ২০১৪ সালে প্রাথমিক টেট-এ ৬টি প্রশ্নে ভুল থাকায় ২১৫ জনকে অবিলম্বে ৬ নম্বর করে বাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। গত বছর বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের এজলাসে কিছু পরীক্ষার্থী ভুল প্রশ্নপত্রের কারণে মাথা-পিছু ৬ নম্বর করে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। বিচারপতি শুনানির পর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পর্ষদ মামলাকারীদের সকলকেই ৬ নম্বর করে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এবছর আরও ২১৫ জন পরিক্ষার্থী অতিরিক্ত ৬ নম্বর দাবি করেন। তাঁরা আদালতে আর্জি জানিয়ে বলেন, 'তাঁরাও ওই পরীক্ষায় বসেছিলেন। তাই ওই নম্বর তাঁদেরও প্রাপ্য।' বিচারপতি মামলাকারীদের নির্দেশ দেন, পর্ষদকে তাঁদের অ্যাডমিট কার্ড ই-মেল করে পাঠাতে।

১১ ডিসেম্বর রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে নিয়োগের জন্য টেট পরীক্ষা হবে। ১১ হাজারেরও বেশি শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে। যেভাবে একের পর এক মামলা ও সেই সংক্রান্ত জটিলতায় বারবার নিয়োগ পরীক্ষা প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাতে পরীক্ষার্থীরা আসন্ন টেট নিয়েও আশঙ্কায় রয়েছেন।

'আসন্ন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আমি কোনওভাবেই বাধা হয়ে দাঁড়াব না। হস্তক্ষেপও করব না। গুরুতর অভিযোগ এলে মামলা চলতে পারে, তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না।

শুক্রবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় টেট পরীক্ষার্থীদের অভয় দিয়ে জানিয়েছেন, চাকরীপ্রার্থীদের স্বার্থের কথা ভেবে তিনি কখনই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। তিনি বলেন, 'আসন্ন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আমি কোনওভাবেই বাধা হয়ে দাঁড়াব না। হস্তক্ষেপও করব না। গুরুতর অভিযোগ এলে মামলা চলতে পারে, তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না। আমি নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করার পক্ষে নই। যদি না এমন কোনও গুরুতর অভিযোগ সামনে আসে যা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এটা চাকরিপ্রার্থীদের চাওয়া-পাওয়ার বিষয়। আমি চাই, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাক পর্ষদ।'

এদিকে ২০১৪ ও ২০১৭ সালে টেট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ লক্ষাধিক প্রার্থীকে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দেওয়া হবে। বিচারপতি বলেন, 'সংরক্ষিত বিভাগের তালিকায় যাঁদের নাম আছে তাঁরা সকলেই ফর্ম পূরণ করতে পারবেন।' ২০১৪ সাল ও ২০১৭ সালের টেটের সংরক্ষিত বিভাগে যাঁরা ১৫০ নম্বরের মধ্যে ৮২ নম্বর পেয়েছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের 'সংরক্ষিত' বিভাগে প্রার্থীর সংখ্যা লক্ষাধিক।

গাছের ডালে আড্ডার ঠেক। শুক্রবার বীরভূমে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

নিয়োগ পর্ব/২ ১১,৭৬৫টি শূন্যপদের জন্য টেট

সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নিতে বৈঠক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : গত ৫ বছর রাজ্যে প্রাথমিকে টেট হয়নি। ২০১৪ ও ২০১৭ সালে রাজ্যে টেট হলেও তাতে বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও চলছে। এবার থেকে প্রতিবছর রাজ্যে প্রাথমিকে টেট নেওয়া হবে বলে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল জানিয়েও দিয়েছেন। আগামী ১১ ডিসেম্বর রাজ্যে ১১,৭৬৫টি শূন্যপদের টেট নেওয়া হবে। কিন্তু এই পরীক্ষায় এবার বসার জন্য আবেদন করেছেন ৬ লক্ষ ৯০ হাজার প্রার্থী। বৃহস্পতিবার রাত ১২টা পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদনের শেষ সময়সীমা ছিল। শুক্রবার পর্ষদের কর্তারা দেখেন, ২০১৭ সালের তুলনায় প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেশি আবেদন এবার জমা পড়েছে। এত সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে কীভাবে নেওয়া সম্ভব হবে, তা নিয়ে এদিনই প্রাথমিক আলোচনা করেন পর্ষদের কর্তারা। আগামী সপ্তাহে নবান্নে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু পর্ষদের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তুতি

- ১১ ডিসেম্বর রাজ্যে ১১,৭৬৫টি শূন্যপদের টেট নেওয়া হবে
- এবার বসার জন্য আবেদন করেছেন ৬ লক্ষ ৯০ হাজার প্রার্থী
- ২০১৭ সালের তুলনায় প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেশি আবেদন এবার জমা পড়েছে
- পরীক্ষা নিয়ে সতর্ক পর্ষদ কর্তারা

পর্ষদের কর্তারা মনে করছেন, দীর্ঘদিন প্রাথমিকে টেট না হওয়া, ডিএলএডের পাশাপাশি বিএড প্রশিক্ষিতরাও এবার পরীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। প্রথমে পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, টেট পাশ করা ও প্রশিক্ষিত প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। পরে পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় শারীরশিক্ষায় ডিগ্রি থাকলেও এই পরীক্ষায় বসা যাবে। ফলে প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি গত ৫ বছরে নিয়মিত টেট না হওয়ার ফলে এই প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে বলে মনে করছেন পর্ষদের কর্তারা। ২০১৪ ও ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরা ইতিমধ্যেই আন্দোলনে নেমেছেন। বঞ্চনার অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০১৭ সালের প্রার্থীরা দাবি করেছেন, তাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়ে টেট-এ বসেছিলেন। তাই তাঁদের অগ্রাধিকার প্রাপ্য। সুতরাং, পরীক্ষা হলেও টেট নিয়ে জটিলতা যে পুরোপুরি কেটেছে, তা এখনই বলা যায় না। বৃহস্পতিবারই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, ২০১৪ ও ২০১৭ সালে টেটের যে প্রার্থীরা ৮২ নম্বর পেয়েছিলেন, তাঁরা সবাই ২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য এই নির্দেশ প্রযোজ্য। কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে কীভাবে নেওয়া যায়, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন পর্ষদের কর্তারা।

নিজের মনে ছবি আঁকতে ব্যস্ত শিল্পী। কলকাতায় কৌশিক দত্তর তোলা ছবি।

ডেঙ্গির থাবায় মৃত্যু স্বাস্থ্যকর্তার

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : ডেঙ্গি এবার কেড়ে নিল রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকর্তার প্রাণ। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের সহকারী সুপার অনির্বাণ হাজরা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪২ বছরে প্রাণ হারালেন। কিছুদিন যাবৎ তাঁর বেশকিছু উপসর্গ ছিল। ডেঙ্গি পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসার পর বুধবার আইডি হাসপাতালেই তাঁকে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকাল থেকে তাঁর অবস্থার অবনতি শুরু হয়। শেষমেশ হৃদযন্ত্র বিকল হয়েই হাওড়ার এই চিকিৎসকের মৃত্যু হয়।

অভিষেকের নির্দেশে কুপোকাত দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৪ নভেম্বর : যত বড়ই নেতা হন না কেন, দলের মুখ পোড়ানোর মতো কোনও কাজ করলে দল রেয়াত করবে না। এই বার্তা আগেই দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা যে নিছক কথার কথা ছিল না তা কুকীর্তিতে নাম জড়ানো পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান শিশির মণ্ডলকে পদত্যাগ করিয়ে আরও একবার স্পষ্ট করলেন তৃণমূলের যুবরাজ।

চাকরি চাওয়ায় এক অসহায় তরুণীকে সহবাসের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। শুধু অভিযোগ ওঠাই নয়, সামাজিক মাধ্যমেও ভাইরাল হয়েছে শিশির মণ্ডলের ওই তরুণীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অডিও। যদিও অডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ভাইরাল হওয়া অডিওতে পুরুষ কণ্ঠের ব্যক্তিটি দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান শিশির মণ্ডল বলে দাবি করা হয়েছে। সেই কথোপকথন থেকে জানা গিয়েছে, ওই তরুণী ২০২০ সালে স্নাতক হয়েছেন। তরুণীটি কাকু সম্বোধন করে চাকরির জন্য আর্জি জানান। চেয়ারম্যান ঠিকানা, পারিবারিক অবস্থা এই সব বিষয়ে জানতে চান। কথোপকথনের মাঝে চেয়ারম্যান ওই তরুণীকে সহবাসের প্রস্তাব দিয়ে বসেন। আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে তরুণীকে একটি লজে আসার কথা বলেন চেয়ারম্যান। এমনকি তিনি বলেন, 'আমাকে খুশি করতে পারলে অনেক কিছু পাবি, যেটা চাকরি করে মিলবে না।' এই সব জানার পরেই শিশির মণ্ডলকে অতি সত্বর চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার নির্দেশ পাঠায় তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। নির্দেশ অমান্য করলে দল যে কড়া ব্যবস্থা নেবে সেই কথাও তাঁকে ওই দিন জানিয়ে দেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যদিও অভিযুক্ত চেয়ারম্যানের দাবি, ওই অডিওতে তাঁর গলায় অন্য কেউ এই সব কথা বলছে। তাঁর বক্তব্য, 'চক্রান্ত করে আমাকে ফাঁসিয়ে আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার নষ্ট করার জন্য কেউ এই সব করেছে।' এ নিয়ে তিনি কাটোয়া থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন। চেয়ারম্যান এমনটা বললেও কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ওঁর ব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্ব যা নির্দেশ দেবে সেটাই আমরা মেনে নেব।'

তবে গোটা ঘটনাকে চক্রান্ত বলে দাবি করলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোষানলে পড়ার ভয়ে শুক্রবার বেলা ১২টার আগেই ওই চেয়ারম্যান কাটোয়া মহকুমা শাসকের দপ্তরে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে দেন। তবে এতকিছুর পরেও ঘরে-বাইরে তাঁকে নিয়ে উঠেছে নিন্দার ঝড়। বিরোধীরাও শাসকদলের বিরুদ্ধে গলা ফাটানো শুরু করেছে। দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিই নন, তিনি দীর্ঘদিন কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ ওঠায় বিস্মিত কাটোয়া মহকুমাবাসী।

শিশির মণ্ডল কে

- দীর্ঘদিন কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন
- ২০০০ সালে প্রথম দাঁইহাট পুরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত হন
- ২০১৫ সালে পুনরায় দাঁইহাট পুরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত
- ২০১৮ সালে পুরপ্রধান হন
- ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনে ফের জয়ী হয়ে দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। সংসারের ছোট্ট সদস্যটিকে নিয়ে আনন্দ। বৃষ : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। অংশীদারি ব্যবসায় লাভবান হবেন। প্রেমের শুভ। মিথুন : কোনও চুক্তিপত্রে সই করার আগে ভালো করে যাচাই করে নিন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা হার মানবে। আপনার সুব্যবহারের জন্যে হার মানবে দাম্পত্য সুখ। সিংহ : দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদে আনন্দ। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে তৃপ্তি। পথে সতর্ক থাকুন। কন্যা : স্বাস্থ্যহানি। ব্যবসায়ে আজ অধিক লাভ। প্রেমের সঙ্গীকে আজ সময় দিন। তুলা : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে সমস্যায় পড়বেন। নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বৃশ্চিক : নতুন দায়িত্ব নিতে হবে আজ। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। ধনু : সংসারের পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণে নিজেকেও শামিল করুন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অযথা চিন্তা। মকর : শিক্ষায় বাধা আসতে পারে। কোনও কিছু জন্য আজ পরিতাপ। অর্থাগম। কুম্ভ : অতি আকাঙ্ক্ষার কারণে আজ দুঃখ পেতে হবে। সংসারে অতিথির আগাম। মীন : নতুন জমি ও বাড়ি ক্রয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ভ্রমণে বের হলে জলপথ বাদ দিন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ শনিবার ১৮ কার্তিক ১৪২৯, ভাঃ ১৪ কার্তিক, ৫ নভেম্বর, ২০২২, ১৮ কাতি, সংবৎ ১২ কার্তিক সুদি, ৯ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৮, অঃ ৪।৫৪। শনিবার, দ্বাদশী রাত্রি ৫।৩৩। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ১।৭। হর্ষণযোগ রাত্রি ৩।১৭। ববকরণ প্রাতঃ ৬।১৬ গতে বালবকরণ রাত্রি ৫।৩৩ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৫।১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ১।৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৫।৩৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে রাত্রি ৫।৩৩ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৭।১১ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।১৮ মধ্যে ও ৩।৩১গতে ৪। ৫৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩১ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫। ৪৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১।৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৫।৩৩ মধ্যে মাসদগ্ধা। পূর্বাহ্ণ ৯।৩০ মধ্যে উত্থানৈকাদশীর পারণ। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। রাত্রি ৫।৩৩ মধ্যে মন্বন্তরা স্নানদানাদি। অমৃতযোগ- দিবা ৬। ৪৫ মধ্যে ও ৭।২৮ গতে ৯। ৩৬ মধ্যে ও ১১। ৪৫ গতে ২। ৩৭ মধ্যে ও ৩।২০ গতে ৪। ৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ১২। ৪৩ গতে ২। ২৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২। ২৯ গতে ৩।২২ মধ্যে।

বাইসন ডে

নভেম্বরের প্রথম শনিবার বাইসন ডে পালন করা হয়। এই দিনটি মূলত বাইসনের রক্ষা নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে পালন করা হয়।

সাফাইকর্মীদের স্বাস্থ্যবিমা করাচ্ছে পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : সাফাইকর্মীদের জন্য এবার স্বাস্থ্যবিমা চালু করতে চলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই বিষয়ে বোর্ড সভায় সিদ্ধান্তের পর সাফাইকর্মীদের ফর্ম পূরণের কাজ শুরু হয়েছে। ঠিক হয়েছে, সাফাইকর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য ১ লক্ষ টাকার বিমা করে দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি পুরনিগমে এর আগে কর্মীদের জন্য বিমার ব্যবস্থা চালু থাকলেও সাফাইকর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যবিমার ব্যবস্থা এই প্রথম।

বৃহস্পতিবার পুরনিগমের এক সাফাইকর্মীর মৃত্যু হয়। সন্দেহ, তিনি ডেঙ্গি আক্রান্ত ছিলেন। এরপরই সাফাইকর্মীদের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে বিভিন্ন মহলে। অনেকেই বলছেন, যেহেতু ড্রেনে নেমে ওই সাফাইকর্মীরা কাজ করেন, সেক্ষেত্রে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব কিছু না। তাই তাঁদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা উচিত পুরনিগমের।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে স্থায়ী, অস্থায়ী ও ঠিকা মিলে মোট শ্রমিক রয়েছেন প্রায় আড়াই হাজার। এর মধ্যে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক কম। কারণ, ১৪০ জন শ্রমিকের মধ্যে অনেকে মারা গিয়েছেন, আবার অনেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের পরিবর্তে নতুন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের দিয়েই শহরের জঞ্জাল অপসারণ ও নিকাশিনালার সমাধানে কাজ চলে। কিন্তু যেহেতু নোংরা পরিবেশে নেমে শ্রমিকদের কাজ করতে হয়, সেই কারণে তাদের জুতো, গ্লাভস, রিফ্লেক্টিং জ্যাকেট ও মাস্ক দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ, পুরনিগমের তরফে এইসব দেওয়া হলেও অনেক শ্রমিক সেগুলি পরে কাজ করেন না। যার ফলে নানা সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেক সাফাইকর্মী।

যদিও অনেক সাফাইকর্মীর অভিযোগ, মুখে বলা হলেও তাঁদের অনেকেই জুতো, গ্লাভস সময়মতো পান না। একই অভিযোগ করছেন বিরোধীরাও। সিপিএম কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরার বক্তব্য, 'করোনার সময় নিয়মিত সাবান, গ্লাভস, মাস্ক দেওয়া হত। এখন সেগুলি দেওয়া হচ্ছে না। হাতে গ্লাভস না পরেই অনেকে ব্লিচিং পাউডার ছোটায়। এই সাফাইকর্মীরা খুব কষ্টের মধ্যে রয়েছেন।' বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনেরও সুর এক। তাঁর অভিযোগ, সাফাইকর্মীরা আবর্জনায় নেমে কাজ করেন। তাঁদের নিয়মিত মাস্ক, সাবান ও সঙ্গে জুতো অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা সেসব দেখছি না। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মেয়র পারিষদ মানিক দে। তিনি বলেন, 'সাফাইকর্মীদের মাস্ক, সাবান, জুতো, জ্যাকেট দেওয়া হয়। অনেক সময় সাফাইকর্মীরা সেটা পরেন না। কিন্তু এই জিনিসগুলোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমরা মাঝেমধ্যেই সাফাইকর্মীদের সচেতন করার কাজ করি।'

বাড়তি ক্লাসের নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের দিকে বিশেষ নজর দিতে বললেন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিভিন্ন সার্কেলের স্কুল পরিদর্শন করছেন দিলীপবাবু। ইতিমধ্যেই তিনি ১৫টি স্কুল পরিদর্শন করেছেন। স্কুলে গিয়ে পড়ুয়াদের বানান লিখতে দেওয়া, নামতা ধরা, রিডিং পড়ানো, যোগ-বিয়োগ ধরছেন তিনি। দিলীপবাবু বলেন, 'করোনার পর যে পরিস্থিতি ছিল তা থেকে এখন পড়ুয়াদের অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। তবে যে সমস্ত পড়ুয়া তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাড়তি ক্লাস নিতে বলা হয়েছে।'

১৮ নম্বর ওয়ার্ডে জঞ্জাল অপসারণের বেহাল চিত্র।

পুরনিগমের ৩ নম্বর বরো রিপোর্ট কার্ড

প্রতি বিষয়ে ১০, মোট ৭০-এর মধ্যে কে কত

ওয়ার্ড	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৮
জল	৭	৫	৫	৬	৭	৭	৭	৭	৭	৫
আলো	৮	৯	৬	৮	৭	৭	৭	৮	৬	৫
রাস্তা	৭	৮	৭	৭	৭	৭	৪	৮	৮	৫
আবর্জনা	৮	৬	৩	৬	৬	৬	৫	৭	৭	৩
নিকাশি	৮	৬	৪	৭	৭	৭	৪	৭	৬	৪
শিক্ষা স্বাস্থ্য	৮	৯	৫	৭	৯	৭	৫	৭	৭	৩
কত কাছে মেলেন কাউন্সিলার	৯	৭	৬	৮	৮	৬	৮	৭	৭	৬
মোট	৫৫	৫০	৩৬	৪৯	৫১	৪৭	৪০	৫১	৪৮	৩১

কী কী ভালো দিক

- ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট, নিকাশি উন্নত হয়েছে

কী প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি

- ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বেআইনি নির্মাণের সমস্যার সমাধান হয়নি
- পানীয় জলের সমস্যা প্রতিটি ওয়ার্ডে রয়েছে
- ১৮, ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ছিল। তা পূরণ হয়নি

নতুন ভাবনা

বর্তমান ডেঙ্গি পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য শিবির চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

ডেঙ্গি নিয়ে ভাবনা

ডেঙ্গি মোকাবিলায় প্রতিটি ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবক, সাধারণ মানুষদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি সচেতনতা অভিযানের ভাবনা।

প্রক্রিয়া শুরু পুরনিগমের

খাটাল উচ্ছেদে সংশয়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : নবান্নের সবুজ সংকেত মিলতেই শিলিগুড়ি শহরে নদীর ধার থেকে খাটাল উচ্ছেদে পদক্ষেপ করতে চলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ইতিমধ্যে পুলিশ-প্রশাসন ও খাটাল মালিকদের নিয়ে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

খাটাল উচ্ছেদের বিষয়টি গত মেয়র পারিষদদের বৈঠকে তুলে পাশ করিয়েছে পুরনিগমের তৃণমূল বোর্ড। তাই পুরনিগম যে এবার শীঘ্রই খাটাল উচ্ছেদের পথে হাঁটবে তা একপ্রকার নিশ্চিত। তবে খাটাল মালিকদের চাপে এবং ভোটব্যাংকের রাজনীতিতে আদৌ কি শহর থেকে খাটাল সরাতে পারবে পুরনিগমের তৃণমূল বোর্ড, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বিরোধীদের দাবি, খাটাল উচ্ছেদ হোক, কিন্তু খাটাল মালিকদের পুনর্বাসনের কথাও ভাবুক পুরনিগম। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'পরিবেশ বাঁচাতে গেলে খাটাল উচ্ছেদ করতেই হবে। কিন্তু তাঁদের পুনর্বাসনের বিষয়টিও ভাবতে হবে। এই খাটালগুলি থেকেই গোটা শহরে দুধের জোগান হয়।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'খাটাল উচ্ছেদের প্রক্রিয়া আমাদের দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। আমরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে কাজ করব।'

শিলিগুড়িতে খাটাল উচ্ছেদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে। শহরের ৩, ৪, ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি খাটাল রয়েছে। এর বাইরে ১ ও ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু কিছু জায়গায় খাটাল রয়েছে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, সব মিলিয়ে শহরে খাটালের সংখ্যা প্রায় ২০০। এই খাটালগুলি সবই মহানন্দা নদীর গাঁ ঘেষে রয়েছে। খাটালের সমস্ত নোংরা জল মিশছে নদীতে। তাই সরসারি দূষিত হচ্ছে মহানন্দা। এই বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হতেই সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়, নদীর

৫ নম্বর ওয়ার্ডের খাটাল। ছবি : তপন দাস

ধার থেকে খাটাল সরাতে হবে। কিন্তু অনেকবার সেই প্রক্রিয়া করা হলেও আদতে কোনও কাজ হয়নি।

বাম বোর্ড যেমন খাটাল সরাতে পারেনি, তেমনই মাস দুয়েক আগে খাটাল সরানোর জন্য চূড়ান্ত সময় বেঁধে দিয়েও পিছিয়ে এসেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিকে, এখন ডেঙ্গির প্রকোপে শিলিগুড়িতে পুরকর্তাদের ঘাম ছুটেছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা গেল খাটালের বেহাল ছবি। খাটালের সমস্ত গোরু-মহিষের গোবর জড়ো করা হচ্ছে এক জায়গায়। সেখানে মাছি ভনভন করছে। পাশাপাশি খাটালের মধ্যে জমে রয়েছে জল। সেখানে মশার উৎপাত বাড়ছে বলেও অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কবে খাটাল উচ্ছেদ হবে, উচ্ছেদ করতে চাইলেই কি দীর্ঘদিন ধরে বসে থাকা খাটাল মালিকরা সরে যাবেন তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে।

এদিন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের এক খাটাল মালিকের কাছে জানতে চাওয়া হয়, উচ্ছেদ হলে কোথায় যাবেন? তাঁর জবাব, 'দীর্ঘদিন এখানে আছি। এখন উচ্ছেদ করতে এলে আমরা প্রতিরোধ করব। নয়তো কোথায় যাব? কী খাব? পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে সরে যেতে পারি।'

পদ্ম শিবিরের বিক্ষোভ বরোতে

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : 'দুয়ারে সরকার' নিয়ে বারবার সাফল্য দাবি করছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। বিজেপির প্রশ্ন, তাহলে কেন 'দুয়ারে ডেঙ্গি' নিয়ে ব্যর্থতা স্বীকার করছে না শিলিগুড়ি পুরনিগমের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল বোর্ড? শুক্রবার একাধিক বরোতে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে এই প্রশ্ন তোলেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা।

এদিন ১, ৩ এবং ৪ নম্বর বরোতে বিক্ষোভ দেখায় গেরুয়া শিবির। প্রত্যেকটি জায়গাতেই অশান্তি এড়াতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। বরোর ভিতরে বিজেপি কর্মীরা যাতে ঢুকতে না পারেন, তার জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল। লাগামহীন ডেঙ্গি পরিস্থিতির জেরে মেয়র সহ বাকিদের পদত্যাগও দাবি করে বিজেপি নেতৃত্ব।

৪ নম্বর বরোতে দলীয় কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়ে পুলিশি বাধার অভিযোগ এনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশ দিয়ে কি ব্যর্থতা ঢাকা যাবে? বিজেপিকে রোখা যাবে না। তৃণমূল তো এখন শহরবাসীর দুয়ারে ডেঙ্গি ঢুকিয়েছে। মানুষ এবার পুরনিগমের ভিতরে ঢুকে এর জবাব চাইবেন।'

সমস্ত রেকর্ড ভেঙে শিলিগুড়িতে ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে চার হাজারে। মৃত্যুর সংখ্যাও ২০ ছুঁয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পুরবোর্ডের ভূমিকার পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। মুখ খুলতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষও। আর সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যাতে মারাত্মকভাবে ঘটে, সেই চেষ্টা শুরু করে দিল বিজেপি। তাই বরোভিত্তিক আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গেরুয়া শিবিরের। ইতিমধ্যে সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহার নেতৃত্বে ২ নম্বর বরোতে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিজেপি। শুক্রবার একইসময়ে ১, ৩ এবং ৪ নম্বর বরোতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হন বিজেপি নেতা-কর্মীরা।

গেরুয়াবাহিনীকে রুখল পুলিশ

১ নম্বর বরোতে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুরনিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ও বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি নান্টু পাল বলেন, 'এখন শিলিগুড়ির দুয়ারে ডেঙ্গি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, শহরের এমন পরিস্থিতি অতীতে কোনওদিন হয়নি। শুধু মিটিং আর মিটিং হচ্ছে, কাজের কাজ না হওয়ায় প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারিয়েছেন এঁরা।'

৩ নম্বর বরোর সামনে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিকাশ সরকার। তিনিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বলছেন, 'সাধারণ একটি ড্রেন পরিষ্কার পর্যন্ত করতে পারছে না তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড। সাধারণ মানুষ যখন মারা যাচ্ছেন, তখন ওঁরা নানা উৎসব এবং কার্নিভাল নিয়ে ব্যস্ত। মানুষের মৃত্যুর দায় নিয়ে ওঁদের ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত।' একইদিনে গত সোমবার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এই ওয়ার্ডেই রয়েছে ৩ নম্বর বরো অফিস। এখানে বিক্ষোভ দেখাবার সময় বিষ্ণু সাহা এবং নান্টু পালের মৃত্যুর ঘটনা টেনে আনেন বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, বরো অফিস যে ওয়ার্ডে, সেখানে যদি একইদিনে দুজনের মৃত্যু হয়, তবে বুঝতে বাকি থাকে না পুরনিগম ব্যর্থ। বরো অফিসটির পাশেই রয়েছে পুরনিগমের মাতৃসদন। তার পাশেই রয়েছে আবর্জনার স্তূপ, যা নিয়েও কঠোর সমালোচনা করে বিজেপি নেতৃত্ব। বাকি বরো দুটিতেও বিজেপি নেতারা একইরকমভাবে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের সমালোচনায় মুখর হন।

শিলিগুড়ি ডাবগ্রামের মাতৃসদনে বাচ্চাদের নিয়ে মায়েদের ভিড়। শুক্রবার। ছবি : তপন দাস

মহিলা সংগঠনের নেত্রী বদল

মিলির দায়িত্ব নিয়ে হইচই শিলিগুড়িতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী (সমতল) পদ থেকে জ্যোতি তিরকিকে সরিয়ে দেওয়া হল। তাঁর জায়গায় এলেন মিলি সিনহা। দীর্ঘদিনের তৃণমূল নেত্রী মিলি বর্তমানে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং ৩ নম্বর বরো কমিটির চেয়ারপার্সন হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের পাশাপাশি এবার দলেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়ে খুশি মিলি। তাঁর বক্তব্য, 'দল যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পালন করতে সবরকমভাবে চেষ্টা করব।'

মিলি নতুন দায়িত্ব পাওয়ায় দলের অন্দরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদে বিশাল জয়ের পরেও কেন জ্যোতিকে সরানো হল সেই প্রশ্ন উঠছে। পাশাপাশি 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতি নেওয়ার পরেও মিলিকে এতগুলি পদ একসঙ্গে দেওয়া হল কেন সেই প্রশ্নও তুলছেন দলের নেতা-কর্মীরা। কার সুপারিশে মহিলা সভানেত্রী বদল হল তা নিয়েও ভিন্ন মত উঠে আসছে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'মহিলা সভানেত্রী বদলের বিষয়টি এদিন দুপুরেই আইপ্যাকের তরফে আমাকে জানানো হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত কিছু জানতাম না।'

গত বছর দলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী বদলের পরই শাখা সংগঠনগুলির নেতৃত্বে বদল আনা হয়েছিল। দলের মহিলা সংগঠনের দায়িত্ব পেয়েছিলেন জ্যোতি তিরকি। তাঁর নেতৃত্বেই শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাতেও মহিলা সংগঠন অনেকটা চাঙ্গা হয়েছিল, যার জেরে পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদের ভোটে তৃণমূল সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছে এবং বিশাল জয় পেয়েছে।

মাঝে একবার জ্যোতি তিরকিকে সরিয়ে পুনরায় সুস্মিতা সেনগুপ্তকে মহিলা সংগঠনের জেলা সভানেত্রী করা হয়েছিল। কিন্তু তিনদিনের মাথায় সেই সিদ্ধান্ত বদল করে জ্যোতিকেই ওই পদে রেখে দেওয়া হয়। এবার আবার জ্যোতিকে সরিয়ে দেওয়া হল। এদিন এই খবর পেয়ে জ্যোতির প্রতিক্রিয়া, 'কোনওদিন কারও ক্ষতি করিনি। দিনরাত পরিশ্রম করে দলের দেওয়া দায়িত্ব পালন করেছি। এখন দলের মনে হয়েছে, তাই আমাকে সরিয়ে নতুন সভানেত্রী করেছে। আমিও অন্যদের মতোই এদিন বিকেলে শুনেছি যে, আমি আর সংগঠনের জেলা সভানেত্রী নেই। আগামীতেও দলের হয়ে কাজ করে যাব।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কেন রদবদল করা হল? তাহলে কি মিলিকে বরো চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরানো হবে?

তৃণমূল সূত্রে খবর, একাধিক বরো চেয়ারম্যান, মেয়র পারিষদ পদে রদবদল আসন্ন। মিলিকেও বরো চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে সেখানে দলেরই এক নেতার ঘনিষ্ঠ অপর এক মহিলা কাউন্সিলারকে দায়িত্বে আনা হতে পারে। সেই রাস্তা পরিষ্কার করতেই আগেভাগে মিলিকে অন্য দায়িত্ব দিয়ে রাখা হল।

অপরপক্ষের বক্তব্য, দলের জেলা সভানেত্রীর সঙ্গে জ্যোতির সম্পর্ক কোনওদিনই ভালো ছিল না। তাই জেলা নেতৃত্বের সুপারিশেই এই রদবদল হয়েছে। যদিও পাপিয়ার দাবি, তাঁর কাছে এই বিষয়ে কোনও মতামত নেওয়াই হয়নি। বৃহস্পতিবার দুপুরেই তিনি বিষয়টি জেনেছেন।

পুরসভার উচ্ছেদ অভিযান ইসলামপুরে

শুক্রবার ইসলামপুরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভার জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ নভেম্বর : শুক্রবার ইসলামপুর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভার উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠল। এই অভিযান চালানোর আগে নাকি কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। আর খাস জমিতে থাকা দোতলা বাড়িতে পুরসভার টিম হাত দেয়নি। পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার আরিকুল ইসলাম বলছেন, 'জবরদখলকারীদের নোটিশ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ে না।' শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের দু'পাশে নালা দখল করে গড়ে ওঠা কয়েক কিলোমিটার অবৈধ নির্মাণ নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই কেন, তা জানতে চাইলে চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের দাবি, 'শীঘ্রই এই বিষয়েও পদক্ষেপ করা হবে।'

১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৃষ্ণা দত্ত ঘোষ বলছেন, 'রাস্তা দখল করে থাকা সাতটি অবৈধ নির্মাণ আমরা এদিন উচ্ছেদ করেছি। ৪৪ ফুটের রাস্তা জবরদখলের কারণে ১০ ফুটে এসে ঠেকেছিল। এদিন উচ্ছেদ করার পর ২৫ ফুট রাস্তা বের করা হয়েছে। মানবিক কারণে অনেককেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খাস জমিতে থাকা বসতবাড়িতে নোটিশ পাঠিয়ে পরবর্তীতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে।'

১ নম্বর ওয়ার্ডে উচ্ছেদ অভিযানের কবলে পড়া বাসিন্দা অবিনাশ দাস বলেন, 'আমাদের নির্মাণ সরিয়ে নিতে আগাম কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। এদিন আচমকা এসে উচ্ছেদ করে দেওয়া হল।' পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার আরিকুল ইসলাম উচ্ছেদের প্রশ্নে বলেন, 'নোটিশ কাকে দেব? জবরদখল করার সময় বাসিন্দারা কাকে নোটিশ দিয়ে রাস্তা ও নিকাশিনালা দখল করেছিলেন? ২৫ ফুটের রাস্তা ১০ ফুটে দাঁড়িয়েছিল। ডেঙ্গির কারণে নিকাশিনালা সহ রাস্তার জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়েছে।'

জবরদখলের কারণে শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের দু'পাশের নালা কার্যত ডেঙ্গির আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, কাদের খুশি করতে নালা জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান কানাইয়া বলেন, 'শীঘ্রই এনিয়েও যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

অটল সেতুতে নয়া আশা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৪ নভেম্বর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল অটল সেতুর। দু'দিনের সিকিম সফরে এসে শুক্রবার রাতে ভার্চুয়ালি রংপো নদীর ওপর নবনির্মিত সেতুটির উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একইসঙ্গে এদিন পাহাড়ি রাজ্যে একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন রাষ্ট্রপতি। দু'দিনের নাগাল্যান্ড সফর শেষ করে এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে সিকিম পৌঁছান দেশের সাংবিধানিক প্রধান। বাগডোগরা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান রাজ্যের প্রতিনিধি আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) বুলু চিকবড়াইক, বন প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, বিভাগীয় কমিশনার অজিতরঞ্জন বর্ধন এবং উত্তরবঙ্গের আইজি ডিপি সিং।

সিকিমের সর্ববৃহৎ (দেড় কিলোমিটার) অটল সেতুর উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার খুশির আবহ ছিল বাংলাতেও। কারণ এর সৌজন্যে দুই রাজ্যের মধ্যে দূরত্ব অনেকটাই কমে গেল।

দু'দিনের সফরে সিকিম পৌঁছোলেন দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন সেনাকর্মীরা। শুক্রবার লিবিং হেলিপ্যাডে।

রংপোর পুরানো সেতু দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যানজট। যে কারণে সমস্যায় পড়তে হত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচলকারী পর্যটক সহ অন্যদের। তিস্তার গা ঘেঁষে রংপো নদীর ওপর নির্মিত অটল সেতুটি দুই লেন হওয়ায় যানজটের সমস্যা মিটে যাবে বলে আশাবাদী সকলে। ২০১৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও কোভিড অতিমারির জেরে তা হয়নি। প্রায় ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি সেতুর কাজ কিছুদিন আগে শেষ করে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। রাজ্যপাল গঙ্গা প্রসাদ, মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং সহ রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি এদিন রাতে উদ্বোধন করার পরই সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় অটল সেতু।

এদিন দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বায়ুসেনার এয়ারক্রাফটে সিকিম পৌঁছান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ অরুণ উপরেতি, মন্ত্রীসভার প্রবীণ সদস্য কুংগা লামা লেপচা সহ প্রশাসনিক কর্তারা। এরপর রাষ্ট্রপতি চলে যান গ্যাংটকের রাজভবনে। গ্যাংটকের মনন কেন্দ্র থেকেই রাতে তিনি অটল সেতু উদ্বোধনের পাশাপাশি সিংতাম হাসপাতালের ১০০ শয্যার নতুন ভবন সহ একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন।

একাধিকবার নেপালে যাতায়াত, উদ্দেশ্যে প্রশ্ন

ধৃত বিদেশিনীর সঙ্গে জঙ্গি-যোগের সন্দেহ

শক্তিপদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ৪ নভেম্বর : গলগলিয়ায় নেপাল সীমান্ত থেকে ধৃত বিদেশিনীকে নিয়ে ক্রমশ রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। মহিলার আসল পরিচয় কী, কেনই বা সে এদেশে এসেছে তা নিয়ে এখনও ধন্দে রয়েছে পুলিশ। ওই মহিলা বারবার বয়ান বদল করে তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করছে বলেও খবর।

এর আগে ওই মহিলা দাবি করেছিল, সে তার প্রাক্তন ভারতীয় স্বামীর টানে এদেশে এসেছে। কিন্তু পরে দাবি করেছে, সে এশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন (নয়ডার)-এর ছাত্রী। ওই প্রতিষ্ঠানের একটি পরিচয়পত্রও দেখিয়েছে সে। একবার বলছে, নয়ডার টাউন হলে তার কিছু বিশেষ ধরনের জিনিস রয়েছে। সেগুলি নিতেই সে ভারতে এসেছে। একেকবার একেক ধরনের কথা বলায় তার ভারতভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান গোয়েন্দা ও পুলিশকর্তারা।

সূত্রের খবর, এসএসবির হাতে ধরা পড়ার পর ওই মহিলা দিল্লি থেকে বাগডোগরার একটি বিমানের টিকিট দেখায়। সেইসময় তার ব্যাগ থেকে আরও বেশ কিছু বিমানের টিকিট ও বোর্ডিং পাস পাওয়া যায়। সেখানে কাতার এয়ারওয়েজের ৩০ জুলাইয়ের দোহা থেকে কাঠমান্ডু আসার একটি বিমান টিকিট পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া নেপাল থেকে বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় যাত্রার টিকিটও রয়েছে তার কাছে। ঘনঘন কেন সে নেপালে যাতায়াত করেছে, আবার কেনই বা ভারতে এসেছে সেই রহস্য এখনও অধরা। গোয়েন্দাকর্তাদের মনে প্রশ্ন জাগছে, যদি নয়ডায় আসাই তার উদ্দেশ্য হত তাহলে কেন সে বারবার কাঠমান্ডু গিয়েছে? ওই মহিলা অবশ্য এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে চায়নি।

ধন্দের কারণ

- ধরা পড়ার পর ওই মহিলা দিল্লি থেকে বাগডোগরার একটি বিমানের টিকিট দেখায়
- সেইসময় তার ব্যাগ থেকে আরও বেশ কিছু বিমানের টিকিট ও বোর্ডিং পাস মেলে
- নেপাল থেকে বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় যাত্রার টিকিটও রয়েছে
- ওই মহিলার মোবাইলে একই নামে দুটি মার্কিন পাসপোর্টের ছবি পেয়েছেন গোয়েন্দারা
- পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব ত্যাগের নথিপত্র পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে

ফরিদা মালিক ওরফে সানা মালিক নামে ওই মহিলার মোবাইলে একই নামে দুটি মার্কিন পাসপোর্টের ছবি পেয়েছেন গোয়েন্দারা। এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ড্রাইভিং লাইসেন্সও মিলেছে।

অপরদিকে একটি বিশেষ সূত্র জানিয়েছে, দেশ বিভাজনের আগে ফরিদার বাবা-মা রাজস্থানের জয়পুরে থাকতেন। তার মামার বাড়ি আজমেরে। দেশ বিভাজনের পর গোটা পরিবার পাকিস্তানের করাচিতে চলে যায়। আবার ১৯৮৪ সালে পাকিস্তান থেকে আমেরিকায় ঘাঁটি গাড়ে তারা। ১৯৯২ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব মেলে তাদের।

পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব ত্যাগের নথিপত্র পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া তার কাছ থেকে চারটি মোবাইল ফোন ও একটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই মহিলা ল্যাপটপের পাসওয়ার্ড তদন্তকারীদের জানায়নি।

২০১৯ সালে ওই মহিলা ভারতে এসে ধরা পড়েছিল। আবারও ধরা পড়েছে। তদন্তকারী দলের অভিমত, সে আরও অনেকবার ভারত থেকে নেপালে অবৈধভাবে যাতায়াত করেছে। তা না হলে তার পক্ষে কিশনগঞ্জের প্রত্যন্ত সীমান্তের রুট জানা থাকত না।

এক তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, একসময় এক মহিলা এই পথে বারবার যাতায়াত করত। তারপর কর্ণাটক পুলিশের জালে ধরা পড়ে সে। পরে জানা যায়, জঙ্গি সংগঠন আইএস-এর স্লিপিং এজেন্ট ছিল সে। ফলে এই মহিলাকে নিয়েও সন্দেহ দানা বাঁধছে গোয়েন্দাদের মনে।

বিজ্ঞানী অশোক সাহা

কেশর ফুটিয়ে চর্চায় বিজ্ঞানী অশোক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দার্জিলিং, ৪ নভেম্বর : ২০২১ সালে কেশর নিয়ে আন্তর্জাতিক কর্মশালায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন কাশ্মীর। সেখানেই দার্জিলিংয়ে কেশর চাষের প্রস্তাব দিয়ে জুটেছিল হতাশা। তখনই দার্জিলিংয়ে মাটিতে কেশরের ফুল ফোটানোর পণ করেছিলেন। ষাট বছর বয়সে এসে সেই অদম্য জেদের জোরেই সফল হয়েছেন বিজ্ঞানী অশোক সাহা। কীভাবে দার্জিলিংয়ে সফল হল কেশরের চাষ তা কৃষিবিজ্ঞানীদের মহলে এখন রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অশোকের আদি বাড়ি ত্রিপুরাতে। স্কুল ও কলেজ স্তরের পড়াশোনা করেছেন সেখানেই। পরবর্তী সময়ে শস্যবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতকোত্তরের পাঠ শেষ করেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানেই পিএইচডি করেন। ১৯৯১ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। বর্তমানে যেটা উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেই সময় সেটা বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরবঙ্গ ক্যাম্পাস ছিল। সেই ক্যাম্পাস পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাওয়ার পর উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েই থেকে যান অশোক। বর্তমানে তিনি কোচবিহার শহরের বাসিন্দা। বাড়িতে স্ত্রী ও ছেলে রয়েছেন। ছেলে পেশায় চিকিৎসক।

এর আগে ধান ও আলু বীজ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণার কাজ করেছেন অশোক। ধান বপন পদ্ধতি নিয়ে তাঁর গবেষণা সাড়া ফেলে দিয়েছিল কৃষক মহলে। যদিও কেশর নিয়ে এখনও অনেক কাজ বাকি বলে মনে করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'যতক্ষণ পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে দার্জিলিংয়ে কেশরের চাষ শুরু হচ্ছে না ততক্ষণ কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কাশ্মীরে যেমন কেশর শহর আছে তেমনই দার্জিলিংয়ে কেশর ভ্যালি তৈরি করাই আমার লক্ষ্য।'

বিপদঘণ্টা

প্রথম পাতার পর

দীপ্তবাবুর সংযোজন, 'এলাকায় কেউ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হলেই বরোর তরফে মশা মারার তেল বা ধোঁয়া দেওয়া হয়। ডেঙ্গি মোকাবিলায় তাছাড়া বরোর কোনও ভূমিকা নেই।'

২১ নম্বর ওয়ার্ডে জঞ্জাল অপসারণ, পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। ডেঙ্গি পরিস্থিতিতেও ফগিং হচ্ছে না বললেই চলে। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। দুই বেলা মিলিয়ে ২ ঘণ্টার বেশি জল থাকে না। অনেক জায়গায় সুতোর মতো জল পড়ে।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডেও বাগরাকোট এলাকায় জঞ্জাল অপসারণের অবস্থা বেহাল। বিভিন্ন জায়গায় জঞ্জালের স্তূপ চোখে পড়ল। সবজি বাজারের কাছে পাইকারি ডিমের দোকান রয়েছে সঞ্জীব সরকারের। তাঁর বক্তব্য, 'জঞ্জালের স্তূপ হয়ে গেলেও তা প্রতিদিন তোলা হয় না। মাঝেমধ্যে গোটা দিন জঞ্জাল পড়ে থাকে।' ওয়ার্ডের হকার্স কর্নারের মার্কেটে প্রমোদনগর কলোনি এলাকাতে দখল হয়ে রয়েছে সরকারি জমি। সেখানে গড়ে উঠেছে অবৈধ নির্মাণ। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মতো ২৮ নম্বর ওয়ার্ডেও দখলদারির দাপট রয়েছে। মহাবীরস্থান উড়ালপুলের নীচের অংশটি চোখের সামনে দখল হয়ে গেলেও পুরনিগম পদক্ষেপ করেনি। দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা শর্মিলা কুণ্ডু হেঁটে দুপুরে ওই পথেই যাচ্ছিলেন। তাঁর কথায়, 'রাস্তার ওপর যেভাবে দোকানপাঠ উঠে এসেছে, তাতে ঠিক করে হাঁটা যায় না।' ওই ওয়ার্ডেরই টিকিয়াপাড়ার বিভিন্ন এলাকার নালার অবস্থাও বেহাল। ওই এলাকারই বাসিন্দা রাজা সিং বলেন, 'এলাকার মানুষ চাইলে এই এলাকা আরও সুন্দর হতে পারত।' ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মা এবং ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সম্প্রীতি দাস, এলাকার বেআইনি দখল সরানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

১৬ নম্বর ওয়ার্ডেও বেশ কিছু জায়গায় অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠে এসেছে। পার্কিং-এর জন্য বানানো গ্যারাজে গজিয়ে উঠেছে দোকান। প্রোমোটিং-এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এবিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজয় ঘটক বলেন, 'পুরনিগমে প্রশাসনিক বোর্ড থাকাকালীন সবচেয়ে বেশি বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মেয়র গৌতম দেবকে জানিয়েছি।'

৩ নম্বর বরোর মধ্যে থাকা ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয়দের কাছ থেকে রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি, জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে দুই একটি জায়গা ছাড়া ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মিলেছে। তবে এরমধ্যেই ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষের মধ্যে ক্ষোভের কথা শোনা গিয়েছে মহাত্মা গান্ধির মূর্তির সামনে কার্যত দখল করে থাকা টোটো, ফুচকার দোকান নিয়ে। সমস্যা রয়েছে ফুলেশ্বরীর আন্ডারপাসের জমা জল নিয়েও। ৩ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান মিলি সিনহা বলেন, 'ডেঙ্গি মোকাবিলায় আমরা সচেতনামূলক প্রচারে সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছি। তাছাড়া, সাফাই, মশা মারার তেল, ধোঁয়া লাগাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ওয়ার্ডকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।'

আবহাওয়া
শনিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩২.০	২১.০
শিলিগুড়ি	৩৩.০	১৯.০
জলপাইগুড়ি	৩৩.০	১৯.০
কোচবিহার	৩৩.০	২০.০
আলিপুরদুয়ার	৩৩.০	২০.০
মালদা	৩৩.০	১৯.০
রায়গঞ্জ	৩৩.০	১৯.০
গ্যাংটক	২৫.০	১১.০

চাষির ছেলে উপরাষ্ট্রপতি আবার ট্র্যাক্টরে। শুক্রবার চণ্ডীগড়ে অ্যাগ্রোটেক ইন্ডিয়ার উদ্বোধনে জগদীপ ধনকর।

ভিডিও দেখিয়ে পালটা তোপ তৃণমূলের

সিতাইয়ে মন্ত্রীর কনভয় ঘিরে গোলমাল

কোচবিহার ব্যুরো

৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার সিতাইয়ে নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে কেউ হামলা চালায়নি। বরং কনভয়ের সঙ্গে তিনি যেসব দুষ্কৃতীকে নিয়ে গিয়েছিলেন তারাই সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালিয়েছে। নিশীথের উপর বিতৃষ্ণায় ওই সাধারণ লোকজন কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দিচ্ছিলেন। সিতাইয়ের নতুনবস আমতলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কনভয়ে কালো পতাকা দেখানো ও সেখানে গোলমালের ঘটনায় ভিডিও প্রকাশ করে এমনই দাবি করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গ সংবাদ অবশ্য ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি।

শুক্রবার, গতকালের ঘটনাস্থলে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দেভৌমিক (হিপ্পি) বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই নিশীথ পূর্বপরিকল্পিতভাবে এমন কাজ করেছেন। এর আগেও ২০১৩, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিশীথ নানাভাবে আতঙ্ক ছড়াতেন। কিন্তু এবার এসব করে কোনও লাভ হবে না।'

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে কালো পতাকা দেখানো এবং গো ব্যাক স্লোগানকে কেন্দ্র করে কোচবিহার জেলার সিতাইয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়ায়। ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি, দলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া সহ তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বিশাল কনভয় ঘটনাস্থলে যায়। তাঁরা এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। হিপ্পি বলেন,

> **"পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই নিশীথ পূর্বপরিকল্পিতভাবে এমন কাজ করেছেন। এর আগেও ২০১৩, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিশীথ নানাভাবে আতঙ্ক ছড়াতেন। কিন্তু এবার এসব করে কোনও লাভ হবে না।**
>
> –অভিজিৎ দেভৌমিক (হিপ্পি)
> তৃণমূলের জেলা সভাপতি

'২০১৩, ২০১৮ সালের পর এবার ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এলাকায় গোলা, বারুদ সরবরাহ করা হল এই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সিজনাল ওয়ার্ক। তিনি তাঁর কনভয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে সিতাই এলাকায় সন্ত্রাস চালাতে এসেছিলেন।'

তাঁকে কীভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হল, সে প্রশ্নও তোলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, 'মন্ত্রী হিসেবে কোচবিহার জেলায় নিশীথ একটি চাপাকল পর্যন্ত বসাননি।'

পাশাপাশি সিতাইয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বহিরাগতদের নিয়ে কনভয় থেকে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ এনে সিতাই থানায় বিজেপির বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূলের তরফে একটি ভিডিও ভাইরাল করা হয়। সেখানেই দেখা যায়, গতকাল মন্ত্রীর কনভয় থেকে বেশ কিছু লোক বেরিয়ে বেশ কিছু মানুষকে তাড়া করছে।

এদিকে, শুক্রবার শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝিরবাড়ি এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে এসে নিশীথ বলেন, 'রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের হার্মাদরা প্রশাসনের উপর চাপ দিয়ে সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে। গণতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করছে। বিজেপি কর্মীদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। দল সবসময় বিজেপি কর্মীদের পাশে থাকবে।' শাসকদলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'যারা সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার চেষ্টা করবে শীতলকুচির মাটিতে তাদের জায়গা হবে না।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'সিএএ গুজরাটে চালু হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও চালু হবে।'

ধর্ষণের অভিযোগ

কিশনগঞ্জ, ৪ নভেম্বর : নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার ঘটনার চার ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে পাকড়াও করা হয়েছে বলে পুলিশ সুপার ডাঃ এমানুল হক মেগনু সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান। নিগৃহীতার বয়ানের ভিত্তিতে কিশনগঞ্জ মহিলা থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

অমিল স্বাস্থ্যসাথী

চাকুলিয়া, ৪ নভেম্বর : দুয়ারে সরকার শিবিরে বারবার আবেদন করেও মিলছে না স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। এমনই অভিযোগ চাকুলিয়ার বহু বাসিন্দার। প্রথমদিন থেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে বহু অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। শুক্রবার শ্রী জৈন কানকি বিদ্যামন্দিরে বসা দুয়ারে শিবিরে বাসিন্দাদের মুখ থেকে এসব অভিযোগের কথা শোনা গেল। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

বাড়িতে চুরি

নকশালবাড়ি, ৪ নভেম্বর : শুক্রবার নকশালবাড়ির তোতারামজোত এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি হয়। দুষ্কৃতীরা বাড়ির তালা ভেঙে নগদ সহ লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না নিয়ে পালিয়েছে। বাড়ির মালিক মহঃ মুক্তার জানিয়েছেন, এদিন সকালে তিনি বাড়িতে তালা দিয়ে কাজে যান। বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখেন দরজার তালা ভাঙা। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে।

কিশোরী উদ্ধার

চোপড়া, ৪ নভেম্বর : চোপড়া থানার পুলিশ অপহৃত এক কিশোরীকে উত্তরপ্রদেশ থেকে উদ্ধার করেছে। গৌরব দুবে নামে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতকে শুক্রবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। অভিযোগ, গত জুলাই মাসে চোপড়া থানা এলাকার বাসিন্দা ওই কিশোরীর পরিবার থেকে অপহরণের অভিযোগ পেতেই পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়।

কেশরের রঙে

প্রথম পাতার পর

সেক্ষেত্রে পাহাড়ে আরও কেশর ফুল ফুটবে বলেই আশাবাদী অশোক।

ইতিমধ্যে যে ফুলগুলি ফুটেছে তার বেশিরভাগই বিশেষ পদ্ধতি মেনে তোলা হয়েছে। ফুলের স্টিগমা বা কেশর আলাদাও করা হয়েছে। ওজন দুই মিলিগ্রাম বা তার বেশি এবং লম্বায় দুই সেন্টিমিটার বা তার বেশি হলে সেই স্টিগমাকে গুণগতমানে 'উন্নত' বলা হয়। লেবংয়ে যে স্টিগমাগুলি পাওয়া গিয়েছে সেগুলির প্রায় সবগুলিই লম্বায় দুই সেন্টিমিটারের বেশি। আড়াই সেন্টিমিটারেরও বেশ কিছু স্টিগমা পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ দার্জিলিংয়ে শুধু কেশরের ফুলই ফোটেনি, যে কেশর পাওয়া গিয়েছে সেগুলি কাশ্মীরের কেশরের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার মতনও, যা দেখে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত অশোক। তাঁর কথায়, 'শুরুতেই এতটা ভালো গুণগতমান সত্যিই আশা করিনি। আমি নিশ্চিত আরও ভালো পরিচর্যা পেলে দার্জিলিং কেশরের গুণগতমান বাড়বে।'

শুক্রবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অধিকর্তা অশোক চৌধুরী লেবংয়ের কেশর বাগান পরিদর্শন করেন। তাঁর বক্তব্য, 'কাশ্মীর ছাড়া ভারতের অন্যত্র কেশরের চাষ সফল হতে পারে না- চিরাচরিত এই ধারণা আমরা ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছি। দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের কাছে এটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পরবর্তী গবেষণার জন্য দার্জিলিংয়ে পরিকাঠামো তৈরি প্রয়োজন। জিটিএ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং গবেষণা সংস্থাগুলির কাছে আমরা সেই মর্মে আবেদন করব।'

কিছু কাউন্সিলারের

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসলেন। মূলত পুরনিগমে নাগরিক পরিষেবাজনিত কী কাজ বোর্ড করছে তা বিস্তারিত দলের কাছে জানানো হয়। শুধু এদিনই নয়, আগামীদিনেও নিয়মিত দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই জনপ্রতিনিধিরা যাতে চলেন সেই বিষয়ে নির্দেশ রয়েছে।

এদিন কয়েকজন মেয়র-পারিষদের সদস্যের ব্যক্তিগত কাজে পুরনিগমের বোর্ড লাগানো গাড়ি ব্যবহার থেকে শুরু করে ডেঙ্গি মোকাবিলা নিয়ে মানুষের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হওয়া নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া, পুরনিগমে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড যেসব উন্নয়নমূলক কাজ করছে, তা মানুষের কাছে সেভাবে তুলেও ধরা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। ডেঙ্গি নিয়ে বিরোধীরা যেভাবে বিক্ষোভে শামিল হচ্ছেন তাতে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ডেঙ্গি মোকাবিলায় পুরনিগমের তরফে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা এদিনের বৈঠকে মেয়র দলের কাছে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

দলের মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত অবশ্য বলেন, 'অতীতে বাম বোর্ড শিলিগুড়িতে পরিষেবার ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা ও অবহেলার নিদর্শন রেখেছে তার ফলশ্রুতিতে অনেক প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়তে হচ্ছে। সেই প্রতিবন্ধকতাকে পার করে গত আট মাসে বর্তমান বোর্ড প্রচুর কাজ করেছে। উন্নয়নের এই ধারা আগামীতেও থাকবে।'

এমনিতে শুধু শাসকদলই নয়, বিরোধীদের কয়েকজন কাউন্সিলারের কাজকর্মেও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বিশেষ করে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলারের বাবার উপর ওয়ার্ডের অনেক মানুষ ক্ষুব্ধ। অভিযোগ, অনেক কাউন্সিলারের উপর নির্ভর করে তাঁর নিকটাত্মীয় থেকে অনুগামীরা ওয়ার্ডে দাপট দেখিয়ে যাচ্ছেন। মারপিট, চোখরাঙানি, হুমকি দেখানো হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে অনুগামীদের দাপটের কথা কাউন্সিলার জানতেও পারছেন না। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, নিজেদের অনুগামীদের উপর সেই কাউন্সিলারদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না কেন?

প্রতারণার দায়ে ধৃত ৪

কিশনগঞ্জ, ৪ নভেম্বর : প্রতারণার দায়ে শুক্রবার ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল কিশনগঞ্জ পুলিশ। জেলার নেপাল সীমান্তের গলগলিয়া এলাকা থেকে তাদের ধরা হয়েছে বলে পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। ধৃতরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা।

বিগত কয়েকমাস ধরে ঠাকুরগঞ্জ, কুরলীকোট সহ বিভিন্ন থানা এলাকায় গ্রামবাসীদের ব্যাংকের থেকে ঋণ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে চলত প্রতারণার কাজ। তদন্তকারী দল গোপন সূত্রে জানতে পারে, এই চক্রের ৪ সদস্য নেপাল সীমান্তে রয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ ৪টি মোবাইল, একটি এটিএম কার্ড ও চারটি চিটফান্ডের পরিচয়পত্র বাজেয়াপ্ত করেন।

গ্রেপ্তার ১২

কিশনগঞ্জ, ৪ নভেম্বর : বিহারের কিশনগঞ্জ শহরের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ফড়িংগোলা আবগারি চেকপোস্টে বৃহস্পতিবার রাতে ১২ জন নেশাগ্রস্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি রাজনৈতিক দলের একজন নেতাও রয়েছেন। কিশনগঞ্জের জেলা আবগারি সুপার মহম্মদ তারিক মাহমুদ শুক্রবার বিকেলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এখবর জানিয়েছেন।

এছাড়া, বুধবার রাতে জেলায় বিশেষ নেশামুক্তি অভিযানে ৬৭ জন নেশাগ্রস্তকে আবগারি দপ্তরের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

নিশীথের বাড়িতে হঠাৎ

প্রথম পাতার পর

এই প্রক্রিয়ায় কেএলও প্রধান জীবন সিংহের অংশগ্রহণ নিয়ে তাঁর তীব্র আপত্তি আছে।

গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের এই শীর্ষনেতার বক্তব্য, 'এটা আমার মস্তিষ্কে ঢুকছে না। কে কী অ্যাঙ্গেলে বলেছেন, আমার জানা নেই। এ কথা শুনে আমি আপসেট হয়ে গেলাম। সবক্ষেত্রে সবটা সম্ভব নয়। লোকটার (জীবন সিংহ) এখন অ্যাক্টিভিটি কী আছে, জানি না। গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে, সেটাও জানি না। গভর্নমেন্ট তাঁকে যদি কিছু বলে থাকে, সেটাও আমার জানা নেই।'

কেএলও প্রধান প্রশ্নেও নীরব ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। সহাস্যে প্রশ্নটির জবাবই দেননি তিনি। শুক্রবার অসমের চিরাংয়ের আদালতে ১০ বছরের পুরোনো একটি ধর্ষণের মামলায় অনন্তর হাজিরা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু তিনি সেখানে না গিয়ে দুপুরে চলে যান দিনহাটার কাছে ভেটাগুড়িতে নিশীথের বাড়িতে। অনন্ত মহারাজের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক বরাবরই ভালো। বলা হয়ে থাকে, তাঁর সমর্থনে ভরসা করেই ২০১৯-এর লোকসভা ও ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করেছে বিজেপি।

কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের জমি পুনরুদ্ধার করতে কিছুদিন ধরে তৃণমূলও অনন্তর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে চলেছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। দুজনের সম্পর্ক বাহ্যত এখন খুবই ভালো। সম্প্রতি প্রবীণ তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও প্রেমানন্দ দাসের হাত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভাইফোঁটার উপহার পাঠিয়েছিলেন অনন্তকে। পালটা অনন্তও মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার পাঠিয়েছেন এবং কোচবিহার রাসমেলা উদ্বোধনে এলে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন।

বিরাটের জন্মদিনে 'বিরাট স্বপ্ন'

প্রথম পাতার পর

বিরাটের জন্মদিনে বিশ্বকাপের প্রার্থনা গোটা দেশের জন্য সেরা উপহার হতে পারে বলে মনে করছেন ভারতীয় সমর্থকরা। চার ম্যাচে ইতিমধ্যেই ২২০ রান করে (যার মধ্যে তিনটি ইনিংসে অপরাজিত) কোহলি বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্যর ডনের দেশে বিশ্বকাপটা তাঁরই হতে চলেছে। বিরাট একমাত্র তাঁর পাশে পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদবকে। সূর্য-বিরাট জুটিকে ঘিরেই চলছে সমর্থকদের স্বপ্ন দেখার পালা। ভারতীয় দলের অন্দরেও কি এমন ভাবনা চলছে? কে জানে!

গতকাল মেলবোর্নে পৌঁছানোর পর আজ সারাদিন বিশ্রামে কাটিয়ে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। তার মাঝেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে রবিবারের জিম্বাবোয়ে ম্যাচের পরিকল্পনা যেমন শুরু হয়েছে, তেমনই সেমিফাইনালের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ নিয়েও চলছে আলোচনা। নিউজিল্যান্ড আজ কার্যত সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। গ্রুপ 'এ'র দ্বিতীয় দল এখনও নিশ্চিত নয়। কাল ইংল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচের পরই স্পষ্ট হবে ছবিটা। ইংল্যান্ড জিতলে তারাই যাবে সেমিফাইনালে। আর শ্রীলঙ্কা জিতলে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যাবে শেষ চারে। অন্যদিকে, গ্রুপ 'বি'তে চার ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে রোহিত-কোহলিরাও কার্যত সেমিফাইনালে। ভারত গ্রুপের শীর্ষে থাকবে, নাকি দ্বিতীয় দল হবে- রবিবারের জিম্বাবোয়ে ম্যাচে সেটা স্পষ্ট হবে। এর মধ্যেই দলের অন্দরে চলছে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার কাজ। টিম কম্বিনেশন থেকে শুরু করে টপ অর্ডার ব্যাটিং, ডেথ বোলিং, আবার কখনও বা ফিল্ডিং নিয়েও ভারতীয় দলের রয়েছে কিছু সমস্যা। সব সমস্যার সমাধান হয়তো রাতারাতি হবে না। কিন্তু তার মধ্যেও পথটা খুঁজে রাখতে হবে। স্থানীয় সময় সন্ধ্যার দিকে ভারতীয় দলের এক সদস্য নাম না লেখার শর্তে বলছিলেন, 'ক্রিকেটের সব বিভাগেই উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে আমাদের। দেখা যাক কী হয়।' পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ- টি২০ বিশ্বকাপের চার ম্যাচেই এবার টিম ইন্ডিয়ার 'কাঁটা' হিসেবে হাজির হয়েছে টপ অর্ডার ব্যাটিং। শুরুর পাওয়ার প্লে-তে এখনও ব্যর্থই বলতে হবে ভারতীয় দলকে। পাকিস্তান ম্যাচে ৩১-৩, নেদারল্যান্ডস ম্যাচে ৩২-১, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩৩-২ ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৩৭-১ স্কোর আর যাই হোক না কেন, শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সেরা বিজ্ঞাপন হতে পারে না। চার ম্যাচের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে কোহলি করেছিলেন ১২। ভারত হেরেছিল। বাকি তিন ম্যাচে বিরাট অপরাজিত, টিম ইন্ডিয়াও জয়ের সরণিতে। বোঝাই যাচ্ছে, বিরাট প্রায় একাই টানছেন ভারতীয় ব্যাটিং। ভারতীয় পেসাররাও শুরু থেকে ছন্দ দেখাতে পারছেন না। অর্শদীপকে বাদ দিলে বাকি ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ সামিরা এখনও ম্লান। অভিজ্ঞ অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন, অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল, হার্দিক পান্ডিয়ারা চেষ্টা করলেও তেমন লাভ হয়নি দলের। এমন অবস্থায় জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে অক্ষরের বদলে যুযবেন্দ্র চাহালকে প্রথম একাদশে ফেরানোর দাবি উঠেছে। রোহিত-রাহুল দ্রাবিড় জুটিও বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। শুরুর পাশে ডেথ বোলিং নিয়ে সমস্যাও মিটে গিয়েছে এমন নয়। ধারাবাহিকতার বড্ড অভাব ভারতীয় বোলিংয়ে। একই অবস্থা ফিল্ডিংয়ের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে কোহলির ক্যাচ ফসকানো, রোহিতের রানআউট মিসের ঘটনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ফলে ফিল্ডিং নিয়েও খুব একটা স্বস্তির জায়গা নেই টিম ইন্ডিয়ার। অ্যাডিলেডে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে লোকেশ রাহুল সরাসরি থ্রোয়ে লিটন দাসকে রানআউট করলেও বিক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটা একবারই ঘটেছে। ধারাবাহিকতার অভাবের পাশে ছন্দের খোঁজে তাই কোহলির জন্মদিনে নতুন শুরুর প্রতিজ্ঞা করতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া।

কুড়ি-বিশের বিশ্বযুদ্ধ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP AUSTRALIA 2022

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

শ্রীলঙ্কা বনাম ইংল্যান্ড

ম্যাচ শুরু ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট

স্থান ঃ সিডনি

সম্প্রচার ঃ স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

উইলিয়ামসনের দাপটে কিউয়িরা সেমিফাইনালে

অ্যাডিলেড, ৪ নভেম্বর : ফর্মে ফিরলেন, জেতালেন দলকে। কেন উইলিয়ামসনের ব্যাটিংয়ে ভর করে প্রথম দল হিসেবে টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল নিউজিল্যান্ড। জিততেই হবে এমন পরিস্থিতি মানে বাড়তি চাপ। সঙ্গে ক্যাপ্টেনের ব্যাটে রান খরা। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে গেল কিউয়িরা।

আইরিশদের বিরুদ্ধে নামার আগে সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছিল কেনের স্ট্রাইক রেট নিয়ে। এদিন যেন জবাব দিতেই

হ্যাটট্রিকের সেলিব্রেশন জোস লিটিলের।

মাঠে নেমেছিলেন তিনি। শুরুটা দেখেশুনে। তারপর রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ৩৫ বলে করলেন ৬১ রান। মেরেছেন ৫টি চার ও ৩টি ছক্কা। ম্যাচ শেষে কেনের মুখে শোনা গেল টিম গেমের কথা। তাঁর মন্তব্য, 'সব বিভাগেই আমরা দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছি আজকে। শুরুতে আয়ারল্যান্ডের বোলাররা আটকে রেখেছিল। কিছুটা থমকে আসছিল বল। মাঝের ওভারে তাই কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল।' ডারেল মিচেল শেষ দিকে ২১ বলে অপরাজিত ৩১ করে দলকে পৌঁছে দেন ১৮৫/৬ স্কোরে।

আয়ারল্যান্ডের জোশ লিটলও (২২/৩) এদিন প্রচারের আলো নিজের দিকে টানলেন হ্যাটট্রিক করে। বিশ্বকাপের শেষটা ভালোভাবে করার লক্ষ্য নিয়ে নামা আইরিশরা রানতাড়া করার কাজটা ভালোই শুরু করেছিল। আট ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে তারা তুলে ফেলেছিল ৬৮ রান। অ্যান্ডি বালবির্নিকে ফিরিয়ে তাদের প্রথম ধাক্কা দেন মিচেল স্যান্টনার (২৬/২)। এরপর ইশ সোধিও (৩১/২) আয়ারল্যান্ডের রান তোলার গতিতে রাশ টেনে দেন। শেষপর্যন্ত তারা থামে ১৫০/৯ স্কোরে। ৩৫ রানে জেতে নিউজিল্যান্ড। বিশ্বকাপে নিজেদের পারফরমেন্সে খুশি বালবির্নিও। গত এক বছরের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের মতো দলকে হারানোর জন্য তিনি গর্বিত। এদিন বললেন, 'ছেলেরা এত বড় মঞ্চে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছে। বোলিং, ব্যাটিং ঠিকই ছিল, কিন্তু ফিল্ডিং নিয়ে ভুগতে হয়েছে। সেটা নিয়ে এবার খাটতে হবে।'

জিম্বাবোয়ে ভারতকে হারালে অবাক হব না

ব্র্যাডম্যানের দেশে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

একান্ত সাক্ষাৎকারে লালচাঁদ রাজপুত

"ডেথ ওভারে ভারতীয় বোলাররা নিয়ম করে রান দিচ্ছে। কোথায় সমস্যা বলা কঠিন। তবে টি২০-তে সফল হতে হলে ব্যাটারদের পাশে বোলারদেরও সফল হতেই হবে।

মেলবোর্ন, ৪ নভেম্বর : পারথে যেদিন পাকিস্তানকে ১ রানে হারিয়ে দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিল জিম্বাবোয়ে, সেদিনই হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম লালচাঁদ রাজপুতকে।

জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন কোচ খুশি হয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, বর্তমান জিম্বাবোয়ে দল চলতি টি২০ বিশ্বকাপে আরও চমক দিতে পারে। সঙ্গে কথা দিয়েছিলেন, রবিবার মেলবোর্নে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে একান্ত সাক্ষাৎকার দেবেন। আজ বিকেলের দিকে নিজেই ফোন করলেন মুম্বই থেকে। জানিয়ে দিলেন, বর্তমান জিম্বাবোয়ে দলটা বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে না গেলেও শেষ ম্যাচে চমক দিতেই পারে। রোহিত শর্মার ভারতকে ক্রেগ আরভিন, সিকান্দার রাজারা হারিয়ে দিলে তিনি অন্তত অবাক হবেন না। চার বছর জিম্বাবোয়ে জাতীয় দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব পালনের পর রাজপুত মনে করেন, দুনিয়ার অন্যতম সেরা দল হয়ে ওঠার মশলা রয়েছে আরভিনদের দলে।

২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত। সেই দলের কোচ ছিলেন লালচাঁদ রাজপুত। মাঝে দীর্ঘসময় পার। ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে কখনও কোচিংয়ের সুযোগ পাননি। তবে জিম্বাবোয়ে, আফগানিস্তানের মতো দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন সফলভাবে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে হচ্ছে, রবিবার এমসিজিতে কোহলি-রোহিতদের কাজটা সহজ হবে না। তাছাড়া বিশ্বকাপের ফেভারিট ভারতকে বড্ড কোহলি-সূর্যের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হচ্ছে রাজপুতের।

ভারত-জিম্বাবোয়ে

দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় রয়েছি। জিম্বাবোয়ের কোচ হিসেবে চার বছরেরও বেশি সময় কাজ করেছি। বর্তমান দলের সবাইকেই চিনি। ভালোই জানি পাকিস্তানকে হারিয়ে দেওয়ার পর ওদের মনের মধ্যে কী চলছে। আমার মতে, ফেভারিট ভারতের বিরুদ্ধে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে সিকান্দাররা নিজেদের ফের প্রমাণ করতে চাইবে। জিম্বাবোয়ে ফের অঘটন ঘটালে আমি অন্তত অবাক হব না।

নায়ক সিকান্দার

খুব আবেগপ্রবণ ছেলে। যথেষ্ট অভিজ্ঞ। জানে বড় মঞ্চে পারফর্ম করতে। সবচেয়ে বড় কথা, সিকান্দার ওর কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ খেলছে। আমি অন্তত অবাক হব না ফের যদি রবিবার চমকপ্রদ কিছু ঘটিয়ে দেয় ও। আসলে ভারতের মতো দলের বিরুদ্ধে সফল হতে কে না চায়।

অস্ট্রেলিয়ায় রাজপুত

হ্যাঁ, বিশ্বকাপের সময় জিম্বাবোয়ে দলের সঙ্গে আমার থাকার কথা ছিল। ডেভ হাউটনের সঙ্গেও এব্যাপারে কথা হয়েছিল। আমি অস্ট্রেলিয়া পৌঁছানোর দিন কয়েক আগে একান্ত ব্যক্তিগত কারণে পরিকল্পনা বাতিল করি। তবে দলের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।

কোহলির ফর্ম

বিরাট দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। পরিসংখ্যানই ওর হয়ে কথা বলে। ওর ব্যাপারে নতুন করে কিই বা বলব। পরিকল্পনা অবশ্যই থাকবে বিরাটের জন্য। কিন্তু সেটা সফল হবে কি না, পরের কথা। ওটা সময়ের উপর ছেড়ে দিন। তাছাড়া ভারতীয় দলে তো তারকার অভাব নেই।

বোলিং ও বুমরাহ

বুমরাহর না থাকা ভারতীয় বোলিংয়ের জন্য ধাক্কা। মহম্মদ সামি যথেষ্ট অভিজ্ঞ। কিন্তু বুমরাহ নয়। ভুবিকে দেখেও আমি একটু হতাশ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সফল হতে হলে শুধু সুইং দিয়ে হবে না। গতিও চাই। তুলনায় অর্শদীপ সিংকে ভালো লেগেছে।

এক্স ফ্যাক্টর সূর্য

বলতে পারেন সূর্য ভারতীয় দলের এক্স ফ্যাক্টর। কোহলির সঙ্গে সূর্যের জুটিটা দারুণ। তবে এবারের বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচ দেখে মনে হয়েছে, পুরো দলটা কোহলি-সূর্যের উপর বড্ড নির্ভরশীল। রোহিত ঠিক ছন্দে নেই, এটাও দলের বিপক্ষে যাচ্ছে। শেষ ম্যাচে লোকেশ ৫০ করলেও অতীতের ছন্দে নেই ও। কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় দলের সঙ্গে রয়েছে। আমি নিশ্চিত, দলের সবার সমস্যা, দুর্বলতা, বিপক্ষের শক্তির ব্যাপারে দ্রাবিড় অবশ্যই হোমওয়ার্ক করে ফেলেছে এতদিনে।

ডেথ বোলিংয়ের রোগ

বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচের দিকে নজর থাকলেও তার আগে এশিয়া কাপ বা ঘরের মাঠে সিরিজ দুটোর খেলা দেখিনি। শুনেছি, ডেথ ওভারে বোলাররা নিয়ম করে রান দিচ্ছে। ঠিক কোথায় সমস্যা বলা কঠিন। তবে টি২০ ক্রিকেটে সফল হতে হলে ব্যাটারদের পাশে বোলারদেরও সফল হতেই হবে। আর একটা কথা বলি, ফিল্ডিংটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভাবুন একবার, যদি কোহলি দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে মার্করামের ক্যাচ ধরে ফেলত, রোহিত রানআউট মিস না করত- তাহলে হয়তো ভারত এতদিনে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে নিত।

জিতলেই শেষ চারে ইংল্যান্ড

সিডনি, ৪ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ড ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে।

প্রশ্ন, গ্রুপ ১-এর দ্বিতীয় দল হিসেবে কারা শেষ চারে পৌঁছোবে? অস্ট্রেলিয়া ৭ পয়েন্টে খেলা শেষ করেছে এদিন। কাল গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে ইংল্যান্ড। অঙ্কটা পরিষ্কার জোশ বাটলারদের সামনে। সেমির দৌড় থেকে ইতিমধ্যে ছিটকে যাওয়া শ্রীলঙ্কাকে হারালেই শেষ চারের টিকিট পকেটে।

উলটোটা হলে অস্ট্রেলিয়া চলে যাবে নকআউট পর্বে। আগামীকাল সিডনি ডুয়েলে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে নিতে চায় বাটলার ব্রিগেড। শক্তি এবং পরিসংখ্যানে কয়েক কদম এগিয়ে ইংল্যান্ডই। শেষ ৭টি টি২০ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে থ্রি লায়ন্স। ২০১৪-র পর ইংল্যান্ডকে সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে হারানোর স্বাদ পায়নি দ্বীপরাষ্ট্র। আগামীকাল অবশ্য সেই ইতিহাস বদলের তাগিদ উদ্দীপ্ত করবে দাসুন শনাকাদের।

আজ স্টোকসের কাছে অলরাউন্ড পারফরমেন্স চায় ইংল্যান্ড।

রানরেটে অস্ট্রেলিয়ার থেকে এগিয়ে থাকা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক রেকর্ড-মনস্তাত্ত্বিক অ্যাডভান্টেজ ইংল্যান্ডের পক্ষে। তবে শ্রীলঙ্কান স্পিনজুটি মহেশ থিকশানা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে সমীহ করতে হবে সিডনির বাইশ গজে। যোগ্যতা পর্ব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১৩ উইকেট নিয়েছেন হাসারাঙ্গা। গত কয়েকটি ম্যাচে স্পিনাররা সিডনিতে দাপট দেখিয়েছেন। হাসারাঙ্গাদের তাই হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসেও ইংল্যান্ডের জন্য বন্ধুত্বের হাতছানি। বৃষ্টির সতর্কবার্তা নেই। ফলে ব্যাট-বলের ডুয়েলে ম্যাচের ফয়সালা হতে চলেছে। মাস্ট উইন গেমে নিশ্চিতভাবেই যা বাটলার-স্টোকসদের জন্য বড় স্বস্তির কারণ। ব্যাটিংয়ে একঝাঁক পাওয়ার হিটারের উপস্থিতি এবং ফর্মে ফেরা টপঅর্ডার থ্রি লায়ন্সের তুরুপের তাস।

বোলিং বিভাগের দায়িত্ব সফলভাবে সামলাচ্ছেন স্যাম কুরান (৯ উইকেট), মার্ক উডরা। চলতি বিশ্বকাপে দ্রুততম বলটা এসেছে উডের হাত থেকেই। নিয়ন্ত্রিত বোলিং করছেন স্টোকসও। অবশ্য স্পিন বিভাগের মূল ভরসা আদিল রশিদের উইকেটহীন থাকা চিন্তায় রাখছে থিংকট্যাংককে। সিডনির পিচের সাহায্য কাজে লাগাতে রশিদের ছন্দে ফেরা জরুরি ইংল্যান্ডের জন্য।

সবমিলিয়ে এশিয়া চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কার অঘটন ঘটানোর কাজ মোটেই সহজ হবে না। অবশ্য কুশল মেন্ডিসদের হারানোর কিছু নেই। দেশে ফেরার আগে নিজেদের দক্ষতা মেলে ধরার তাগিদ প্রত্যাশিত। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে ইংল্যান্ড-বধে চোখ থাকবে দ্বীপরাষ্ট্রের।

অধিনায়ক বাটলারের রানে ফেরাটা স্বস্তি দিচ্ছে ইংল্যান্ডকে। রান পেয়েছেন অ্যালেক্স হেলসও। গত নিউজিল্যান্ড ম্যাচে ব্যাটে-বলে দুরন্ত ক্রিকেট উপহার দিয়েছে থ্রি লায়ন্স। কাল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সেটাই তুলে ধরতে চান বাটলাররা। হিসেব মিললে আয়োজক অস্ট্রেলিয়ার ছুটি করে দিয়ে শেষ চারে পৌঁছোতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না ইংল্যান্ডকে।

৪ রানে হার রশিদদের ■ দায়িত্ব ছাড়লেন নবি

ফিঞ্চদের ভাগ্য শ্রীলঙ্কার হাতে

অস্ট্রেলিয়া-১৬৮/৮
আফগানিস্তান-১৬৪/৭

অ্যাডিলেড, ৪ নভেম্বর : গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে প্রত্যাশিত জয়। যদিও আফগানিস্তানকে হারালেও অস্ট্রেলিয়ার সেমিফাইনালের টিকিট পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটল না। রানরেটে ইংল্যান্ডকে চাপে রাখতে দরকার ছিল বড় জয়। জিতলেও মাত্র চার রানের জয়ে দ্বিতীয় শর্ত পূরণে ব্যর্থ ক্যাঙারু ব্রিগেড।

চোটের জন্য এদিন খেলেননি অ্যারন ফিঞ্চ। বদলে নেতৃত্বে ম্যাথু ওয়েড। দলের প্রত্যাশা মিটিয়ে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয়ের কারিগর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। এতকিছুর পরও বিদায়ের আশঙ্কা নিয়েই টিম হোটেলে ফিরতে হল অজিদের। হারা ম্যাচেও তুল্যমূল্য লড়াইয়ে অজিদের সেমির রাস্তাটা কঠিন করে দেয় টিম আফগান।

১৬৯ রানের জয় লক্ষ্যে খেলতে নেমে অস্ট্রেলিয়াকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিলেন রশিদ খান (২৩ বলে অপরাজিত ৪৮)। ডেথ ওভারে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে এদিনই প্রায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত লক্ষ্য থেকে ৫ রান দূরে থেমে যায় রশিদদের প্রয়াস। অস্ট্রেলিয়ার ১৬৮/৮ স্কোরের জবাবে ১৬৪/৭। চার রানে জয় ম্যাক্সওয়েলদের।

ফলস্বরূপ রানরেটে ইংল্যান্ডকে টপকে যাওয়ার লক্ষ্যের ধারেকাছে পৌঁছোতে ব্যর্থ অজিরা। এদিনই সেমির টিকিট আদায় করে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। কাল শ্রীলঙ্কাকে হারালে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় দল হিসেবে গ্রুপ-১ থেকে সেমিফাইনালে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে পয়েন্ট সমান হলেও (সাত) রানরেটে অস্ট্রেলিয়াকে (-০.১৭৩) টেক্কা দেবে ইংল্যান্ড (০.৫৪৭)।

আফগানদের হারানোর স্বস্তির মধ্যেও দেয়াল লিখনটা পড়তে পারছে অস্ট্রেলিয়া। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের এখন একটাই প্রার্থনা শ্রীলঙ্কার জয়। ম্যাচ শেষে ম্যাথু ওয়েডের গলায়ও এক প্রার্থনা।

এদিনের অজি অধিনায়ক বলেন, 'অ্যাডিলেডেই থাকব। নজর থাকবে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে। আশাকরি অঘটন ঘটবে। রানরেট বাড়ানোর লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ আমরা। কোনও কিছু আমাদের পক্ষে যায়নি। আশাকরি এর খেসারত দিতে হবে না।' গ্লেন ম্যাক্সওয়েল তো বলেও দিলেন, তিনি আশাবাদী তাঁদের হয়ে কাজটা করে দেবে শ্রীলঙ্কা।

এদিন টসে জিতে ফিল্ডিং নেন মহম্মদ নবি। অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ঝোড়ো শুরুর। কিন্তু ডেভিড ওয়ার্নার (২৫), ক্যামেরুন গ্রিন (৩), স্টিভেন স্মিথ (৪), মার্কাস স্টোয়নিস (২১), ম্যাথু ওয়েডরা (৬) প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ। মিচেল মার্শ (৪৫), ম্যাক্সওয়েল (৫৪) পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেন।

জবাবে আফগানিস্তান একসময় ১০৬ রানে হাফডজন উইকেট খুইয়ে বসে। ৯৯ রানের মাথাতেই তিনজন আউট! রশিদ যখন মাঠে নামেন তখন আফগানদের দরকার ৩৩ বলে ৬৬। হাতে শেষ চার উইকেট। এখান থেকেই রশিদের অবিশ্বাস্য ব্যাটিং কাঁপুনি ধরিয়ে দেয় অজি বোলিংয়ে। শেষপর্যন্ত ১৬৮ রানের জবাবে ১৬৪ স্কোরে আটকে যায় রশিদের প্রচেষ্টা।

জিতলেও অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য ঝুলে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ওপর। সেখানে শেষ ম্যাচে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াইয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশে ফিরছেন আফগানরা। তার আগেই অবশ্য অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন নবি। এদিন তিনি বলেছেন, 'যে লক্ষ্য নিয়ে এসেছিলাম সেটা পূরণ হয়নি। এবার শুধু খেলায় মন দিতে চাই।'

একটুর জন্য লক্ষ্যপূরণ হল না। হতাশ আফগানিস্তানের রশিদ খান।

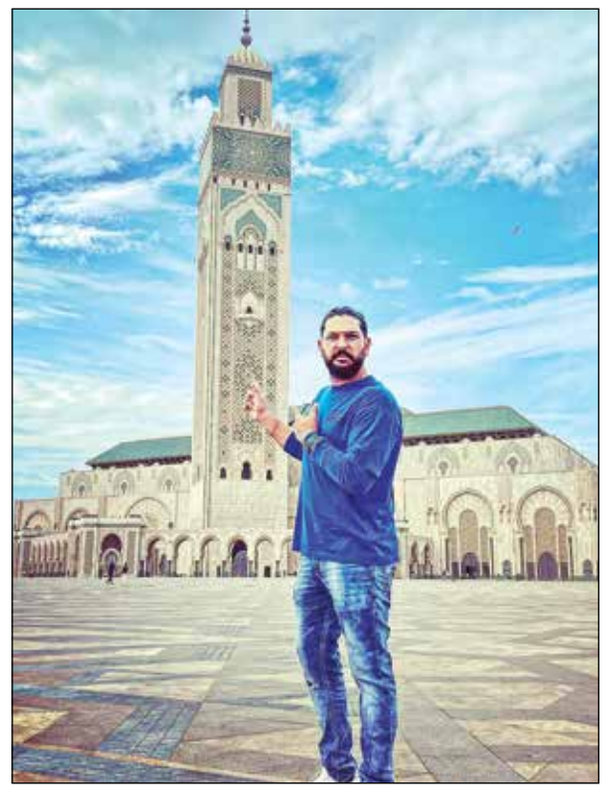

মরক্কোয় ঘুরতে গিয়েছেন যুবরাজ সিং। পোস্ট করলেন ছবি।

ইমরানের সুস্থতা কামনায় প্রার্থনা

বিরাট-ইস্যুতে 'যুদ্ধ' আক্রাম, ওয়াকারের

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : বাংলাদেশ ম্যাচের পর হঠাৎ বিতর্কে বিরাট কোহলি। ব্যাট কথা বলছে। ক্রিকেট বিশ্ব মজেছে বিরাট-ম্যানিয়ায়। এরমধ্যেই বিরাটের বিরুদ্ধে 'অখেলোয়াড়োচিত' মনোভাবের অভিযোগ। একটা নয়, দু'দুটো অভিযোগ। ফেক ফিল্ডিং এবং আম্পায়ারদের ওপর চাপ তৈরির।

বাংলাদেশ শিবির, সমর্থকরা ইতিমধ্যে বিরাটের সমালোচনার সরব। ফেক ফিল্ডিং নিয়ে বীরেন্দ্র শেহবাগের মতো ভারতীয়দের গলাতেও একই সুর। এরমধ্যে বিরাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে পাকিস্তানের দুই কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রাম, ওয়াকার ইউনিসের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার জোগাড়।

শোয়েব মালিকের সঙ্গে এক ক্রিকেট আলোচনায় ওয়াকার বলেন, 'বিরাট বড়মাপের ক্রিকেটার। এই ধরনের কাজ শোভা পায় না। সাকিবও সোজাসুজি বিরাটকে বলেছে, তুমি ব্যাটিং করো। আম্পায়ারদের তাদের কাজটা করতে দাও। আমিও ঠিক এটাই বলতে চাই। এরকম আচরণ চাপ তৈরি করে। আর বিরাট যেহেতু বড় নাম, তাই এমনিতেই আম্পায়ারদের ওপর চাপ থাকে।'

আক্রাম যদিও দীর্ঘদিনের বোলিং পার্টনারের যুক্তি মানতে নারাজ। বাঁহাতি সুইং কিংয়ের মতে, 'ব্যাটসম্যানদের জন্য এটা স্বাভাবিক আচরণ। বর্তমান সময়ে সেটা নিয়ে কী নিয়ম রয়েছে জানি না। এখনকার খেলোয়াড়রাই ভালোভাবে বলতে পারবে। তবে ব্যাটাররা আম্পায়ারদের দিকে তাকিয়ে এরকম ইশারা করেই থাকে।' পাকিস্তান ম্যাচেও একই কারণে বিতর্ক তৈরি হয়। বিরাট দাবি জানানোর পর আম্পায়ার নো বল দেন, যা ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয় শেষপর্যন্ত।

আক্রাম-ওয়াকাররা অবশ্য একটা জায়গায় একমত, নেতৃত্ব হারানোর পরও বিরাট মাথা উঁচু করে মাঠে রাজত্ব করছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা নয়, দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঝাঁপাচ্ছে। আক্রামদের কথায়, বিরাট যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে নেতৃত্ব গিয়েছে যাক। সাধারণ সদস্য হিসেবেই নিজের সেরাটা দেবে। এরকম উদাহরণ পাক ক্রিকেটে বিরল।

এদিকে, ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে অবাক ইয়ান চ্যাপেল। ঋষভ পন্থকে বসিয়ে রাখা মানতে পারছেন না তিনি। নিজের কলমে লিখেছেন, 'আমাদের দলে টিম ডেভিড কেন, সেটা বোধগম্য নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওর পারফরমেন্সই বা কী? নির্বাচকরা অনেকসময় ঘরোয়া ক্রিকেটকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে বসেন। ঋষভ পন্থকে বসিয়ে দীনেশ কার্তিককে খেলানোর সিদ্ধান্তের পিছনে সেটাই কারণ। আমার মতে, প্রতি ম্যাচেই ঋষভকে খেলানো উচিত।'

কোহলিকে নিয়ে ইয়ান জানান, বিরাটের হাতে শট-বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ব্যাটিংয়ে রয়েছে ভাবনাচিন্তার ছাপ। যুদ্ধটা বরাবরই ভালোবাসে। কাউকে মাথায় চড়তে দেয় না। টেস্টেও সেই মেজাজ। তবে প্রাক্তন অজির দাবি, রানে ফিরলেও বয়সের কারণেই সম্ভবত আগ্রাসী কোহলির চেনা রূপটা দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে, বিশ্বজয়ী পাক অধিনায়ক তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা পাকিস্তান। সুস্থতা কামনায় প্রার্থনা ক্রিকেট জগতের। বাবর আজম টুইট করেছেন, 'বর্বরোচিত আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। আল্লা যেন আমাদের অধিনায়ক, দেশকে নিরাপদে রাখেন।'

১৯৯২-র বিশ্বজয়ী ইমরান ব্রিগেডের অন্যতম কারিগর ওয়াসিম আক্রাম বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ইমরান ভাই ও বাকিদের জন্য প্রার্থনা করছি। সবাইকে একজোট হতে হবে। একতা যাতে কোনওভাবে নষ্ট না হয়, তা সুনিশ্চিত করা জরুরি।'

খেতাবি যুদ্ধে লড়াই মুম্বই-হিমাচলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বর : ৪১ বারের রনজি চ্যাম্পিয়ন।

টানা পনেরোবার খেতাব জয়ের বিরল নজিরও তাদের দখলে। ভারতীয় ক্রিকেটের বরাবরের ভরকেন্দ্র সেই মুম্বইয়ের ক্যাবিনেটে যদিও নেই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি। দেড় দশকের সেই অধরা ট্রফি ঘরে তুলতেই কাল ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেনে নামছে আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বাধীন মুম্বই। প্রতিপক্ষ ঋষি ধাওয়ানের হিমাচল প্রদেশ।

মুস্তাক আলি ট্রফি

ক্রিকেট-ঐতিহ্য, তারকাদ্যুতিতে অনেকটাই এগিয়ে মুম্বই। যদিও চলতি মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে হিমাচলের পারফরম্যান্স নজরকাড়া। বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে তারকাসমৃদ্ধ তামিলনাড়ুকে পরাজিত করে তারা। জাতীয় স্তরে সেটাই ছিল প্রথম কোনও ট্রফি জয়। কাল টার্গেট মুম্বই। স্বপ্নের বছরে আরও রঙিন অধ্যায় সংযোজনের হাতছানি।

২০২০-২১ থেকে মুম্বই ক্রিকেটে বড়সড়ো পরিবর্তন। ইতিবাচক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে পৃথ্বী শ, সরফরাজ খান, শ্রেয়স আইয়ারদের পারফরম্যান্সে। কৃতিত্বটা প্রাপ্য প্রাক্তন অধিনায়ক অমল মুজুমদারের। যাঁর হাত ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের হারানো জায়গাটা ক্রমশ ফিরে পাচ্ছে মুম্বই। শনিবাসরীয় ইডেনে বৃত্তটা সম্পূর্ণ করার সুযোগ শ্রেয়সদের সামনে। আজিঙ্কা রাহানের জন্য লড়াইটা ঘুরে দাঁড়ানোর। চেতন শর্মার নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করেই জাতীয় দলে ফিরতে হবে রাহানেকে। কালকের খেতাবি যুদ্ধে যে কাজটা এগিয়ে রাখার তাগিদ থাকবে। হিমাচল সেখানে টিম গেমে বাজিমাতের ছক। প্রশান্ত চোপড়া, অঙ্কুর বেইন্স, ঋষি ধাওয়ানের সঙ্গে গত কয়েক ম্যাচে আকাশ বশিষ্ট রানের মধ্যে। আগামীকাল রাহানেদের প্রথম সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি জয়ের স্বপ্ন পূরণের মাঝে নিশ্চিতভাবে যা বড় কাঁটা।

সূর্যকে টেস্টেও নেওয়ার দাবি শাস্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : থ্রি ফর্ম্যাট প্লেয়ার।

সূর্যকুমার যাদবকে এবার টেস্টেও নেওয়া উচিত। এমনই দাবি প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রীর। টি২০ ফর্ম্যাটে সূর্য এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার। ওডিআইয়েও সাফল্যের দৌড় অব্যাহত। এবার সাদা পোশাকের ক্রিকেটেও সূর্যের তেজ দেখার অপেক্ষায় রবি।

বাংলাদেশ ম্যাচ শেষে সূর্যের সঙ্গে কথোপকথনে সেই দাবিটাই তুলে শাস্ত্রী বলেন, 'তিন ফর্ম্যাটেই খেলার ক্ষমতা রাখে সূর্য। সেজন্যই ও আলাদা। যেভাবে বলকে হিট করে, খুব কম ব্যাটার তা পারে। অস্বাভাবিক পজিশনে থেকে অদ্ভুত সব জায়গায় শট খেলে! সূর্যকে কোথায় বল রাখবে তা নিয়ে বোলারদের মাথার চুল ছিঁড়তে হয়। বলের লেংথ দ্রুত পড়তে পারে, নিজের পজিশনও ঠিক করে নেয়। এরকম মাইন্ডসেট হাতেগোনা কয়েকজনের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।'

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিশ্বকাপেও

রোহিতের সবচেয়ে মূল্যবান অস্ত্র : গম্ভীর

সূর্যের '৩৬০' ডিগ্রি শটের কেরামতি জারি। প্রাক্তন কোচের মতে, 'এমন সব শট খেলছে ১০ বছর আগে যা কল্পনাতেই আনা যেত না। দারুণভাবে পারথের পেস ও বাউন্সকে কাজে লাগাচ্ছে। আর অজি পিচের পেস-বাউন্স যে উপভোগ করছে তা সূর্যের চোখেমুখে পরিষ্কার। প্রতিফলন ব্যাটিং-দাপটে।'

তাঁর প্রতি প্রাক্তন হেডকোচের এহেন ভরসা দেখে আপ্লুত সূর্যও। অভিষেকের প্রসঙ্গ টেনে শাস্ত্রী কীভাবে তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তা তুলে ধরেন সূর্য। বলেন, 'শাস্ত্রী আমাকে বলেছিলেন, যা মাঠে নেমে ক্রিকেট উপভোগ কর। অভিষেক ম্যাচের আগে সুইমিং পুলে আমার পাশে বসে বলেছিলেন (শাস্ত্রী)। কথাগুলি দারুণ লেগেছিল।'

গৌতম গম্ভীরের মতে, ভারতীয় দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সূর্যকুমার। সূর্যবন্দনায় বিশ্বজয়ী প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার বলেন, 'হয়তো সতীর্থের মতো দুরন্ত কভার ড্রাইভ ওর হাতে নেই। কিন্তু ১৮০ স্ট্রাইক রেটে রান করার যে ক্ষমতা ওর রয়েছে, তা বাকিদের থেকে অনেক বেশি দামি।'

শাস্ত্রীর মতো সূর্যকে টেস্ট দলে নেওয়ার দাবি জানালেন গম্ভীরও। প্রাক্তনের যুক্তি, '৩৬০ ডিগ্রি হোক বা ১৮০ ডিগ্রি, এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূর্য তার ব্যাটিং সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। জানে, ব্যাট হাতে কী করতে পারে।' সূর্যের ওপেন স্টান্স নিয়ে ট্র্যাডিশনাল কোচেদের ভিন্ন মত থাকলেও ওভাবেই সাফল্যের শিখরে। প্রথম শ্রেণি থেকে রঙিন ক্রিকেট- সব ফর্ম্যাটেই সফল। টেস্টেও তার ব্যতিক্রম হবে না, বিশ্বাস গম্ভীরের।

আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ধোনি

চেন্নাই, ৪ নভেম্বর : আদালত অবমাননার অভিযোগ করে আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ মহেন্দ্র সিং ধোনি। ২০১৪ সালে পুলিশের তৎকালীন আইজি সম্পত কুমারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন ধোনি। তাঁর আবেদন ছিল, সম্পত যেন তাঁকে জড়িয়ে ম্যাচ ফিক্সিং সংক্রান্ত কোনও মন্তব্য না করেন। আদালত সেই সময় ধোনির পক্ষেই রায় দিয়েছিল। পরে রায় অগ্রাহ্য করে সম্পত সুপ্রিম কোর্টে এফিডেভিট দাখিল করেছিলেন। ধোনির অভিযোগ, তাতে বিচারবিভাগ ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের কয়েকজন আইনজীবি সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন সম্পত। এরপর চলতি বছরের ১৮ জুলাই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল আর সম্মুগাসুন্দরমের কাছে সম্পদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করার অনুমতি চান ধোনি। সেই সবুজ সংকেত পাওয়ার পর অক্টোবরের ১১ তারিখ মামলা করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। মাদ্রাজ হাইকোর্টে এদিন লিস্টে থাকলেও মামলার শুনানি হয়নি।

ব্রাজিল শুধু নেইমার নির্ভর নয় : কাফু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বর : এখন ব্রাজিলে ম্যাচ জেতানোর অনেক ফুটবলার। শুধুই নেইমার নির্ভর নয় তাঁর দেশ, জানিয়ে দিলেন কাফু।

এদিনই সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছান ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক। শনিবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে কলকাতা পুলিশের ফ্রেন্ডশিপ কাপে খেলবেন। এদিন বিকেলে রাজারহাটের পাঁচতারা হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে এই কথা জানালেন কাফু। সময়ের থেকে প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁকে নিয়ে এলেন আয়োজকরা। সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনের নামে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরাতেই ছিল তাঁদের আগ্রহ। ফলে তিনি কথা বলার সুযোগ পেলেন অত্যন্ত কম। এদিন কাফুর সঙ্গে ছিলেন লিয়েন্ডার পেজও। তিনিও খেলবেন ফ্রেন্ডশিপ কাপে। এছাড়া হাজির ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ও ক্রিকেটার মনোজ তেওয়ারি ও প্রাক্তন ফুটবলার অ্যালভিটো ডি'কুনহা। ম্যাচের জার্সি এদিনই উদ্বোধন করেন কাফু। স্ত্রীকেও সঙ্গে এনেছেন তিনি।

বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের কাছে স্বাভাবিকভাবেই ব্রাজিল

ব্রাজিলের প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়ক কাফুর সঙ্গে লিয়েন্ডার পেজ। –ডি মণ্ডল

নিয়ে প্রশ্ন আসে। দলটার কেন এত নেইমার নির্ভরতা, এই প্রশ্ন করতে কাফু বলেছেন, 'এই প্রশ্নটা আমাকে চার বছর আগে করা হলে বলতাম, দলটা বড্ড বেশি নেইমার নির্ভর। কিন্তু এই মুহূর্তে চিত্রটা আলাদা। এখন দলে লুকাস পাকুয়েতা, রডরিগো, ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের মতো ম্যাচ জেতানো ফুটবলার আছে। তাই এখন আর ব্রাজিল মোটেই নেইমার নির্ভর দল নয়। তাই কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিল সম্পর্কে ভালো কিছু আশা করাই যায়।' এবারের বিশ্বকাপ নভেম্বরে। অনেকেই মনে করছেন, বিভিন্ন দেশের লিগ চলার মাঝে বিশ্বকাপ হওয়ার ফলে খেলার মান ভালো না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া চোট-আঘাতও ভোগাবে দলগুলিকে। কাফু ঠিক উলটো মত পোষণ করেন। তাঁর বক্তব্য, 'জুন-জুলাইয়ে যখন বিশ্বকাপ হত, তখন মরশুম শেষ করে ফুটবলাররা ক্লান্ত হয়ে থাকত। তার থেকে নভেম্বরে অনেক ভালো হবে। কারণ ফুটবলাররা খেলার মধ্যে থাকবে। অনেক বেশি তরতাজা অবস্থায় নামতে পারবে।'

তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করারই সুযোগ ছিল সংবাদমাধ্যমের কাছে। তাই এল কাফুর ক্লাব জীবনের কথাও। একটা সময়ে তিনি পাওলো মালদিনির মতো ফুটবলারকে পাশে নিয়ে খেলেছেন। তখন প্রায় সব দলেরই ডিফেন্স হত শক্তপোক্ত। সেরা মানের ফুল ব্যাক হতে গেলে কী গুণ দরকার জানতে চাইলে কাফুর উত্তর, 'আমি খেলেছি মালদিনি, নেস্তা, রবার্তো কার্লোসের মতো ফুটবলারদের সঙ্গে। দারুণ উপভোগ করেছি ওদের সঙ্গে খেলা। অসাধারণ মানের সব ফুটবলার ছিল। এখন ওই মানের ফুটবলার আর নেই।' কলকাতা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি জার্সি ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি বুট উপহার দেবেন কাফু। এদিন কাফুকে নিজের উইম্বলডনের টি-শার্ট দেন লিয়েন্ডার।

হেরে বিদায় মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০
রাজস্থান ইউনাইটেড-২

আঙ্গুল, ৪ নভেম্বর : অপরাজিত থেকে কলকাতা ফুটবল লিগ জিতে ভরপুর আত্মবিশ্বাস নিয়েই বাজি রাউত কাপে খেলতে ওড়িশা গিয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। নকআউট এই টুর্নামেন্টে রাজস্থান ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে হারল সাদা-কালো ব্রিগেড। ৩৪ মিনিটে রাজস্থানের মার্টিনের গোলে পিছিয়ে পড়ে ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। এক গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে কলকাতা ময়দানের এই শতাব্দী প্রাচীন এই ক্লাব। উলটে ৫৪ মিনিটে ফের একটি গোল হজম করে বসে মহমেডান।

আন্দ্রেই চেরনিশভের দলের ডিফেন্ডারের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে বক্সে ঢুকে স্কোরলাইন ২-০ করেন নুহা মাহরঙ্গ। এরপর একাধিক সুযোগ পেলেও দুই দল গোল করতে পারেনি। আঙ্গুলের মাঠ শক্ত হওয়ায় খানিকটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে মহমেডানের ফুটবলারদের। তবে আই লিগ শুরুর আগে এই হার কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখল চেরনিশভকে। কারণ, বাজি রাউত কাপে খেলে ১২ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা আই লিগের প্রস্তুতিটা সেরে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রথম ম্যাচে হেরে দল ছিটকে যাওয়ায় সাদা-কালো শিবিরের কোচের সেই পরিকল্পনা বেশ খানিকটা ধাক্কা খেল বললেই চলে।

স্ত্রীর অস্ত্রোপচার প্রয়োজন, অন্তর্বর্তী জামিন সুশীলকে

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : প্রায় দেড় বছর পর শুক্রবার জামিন পেলেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগীর সুশীল কুমার। নয়দিনের অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়েছে। মানবিকতার খাতিরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি কোর্ট। জানা গিয়েছে,

সুশীলের স্ত্রী সাবি পিঠের যন্ত্রণায় ভুগছেন। যা সময়ের সঙ্গে খারাপের দিকে যাচ্ছে। চিকিৎসকেরা তাঁকে দ্রুত অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছেন। স্ত্রী অসুস্থ থাকায় দুই সন্তানের দেখভালের জন্য কেউ নেই। তাই সুশীলের জামিনের আবেদন করা হয়েছিল। দিল্লি কোর্ট ১২ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁকে ব্যক্তিগত ১ লক্ষ টাকার বন্ডে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে। একইসঙ্গে সাক্ষীদের ও তাঁর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে দুইজন নিরাপত্তা কর্মীকে সবসময় সুশীলকে চোখে চোখে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গত বছর ২৩ মে প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীর সাগর ধনকরকে খুনের অভিযোগে সুশীলকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখনও পর্যন্ত পুলিশ এই মামলায় ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। চলতি বছর অক্টোবর মাসেই তাঁদের বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, হাঙ্গামা, অবৈধ জমায়েত ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রর অভিযোগে চার্জ গঠন করা হয়।

আই লিগে দর্শক ফিরছে মাঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বর : গত দুই মরশুম বায়ো-বাবলে থাকার পর ফের স্বাভাবিক নিয়মেই ফিরতে চলেছে আই লিগ। একই সঙ্গে দুইটি টেলিভিশন চ্যানেল একযোগে আই লিগের ম্যাচ দেখাবে বলে জানিয়েছেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল সাজি প্রভাকরণ।

ইউরো স্পোর্টস ও ডিডি স্পোর্টস টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের পাশাপাশি ডিসকভারি প্লাসের মতো ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে আই লিগের লাইভ স্ট্রিমিং। আইএসএলের মতো আইলিগেও এই মরশুমে স্টেডিয়ামে ফিরছে দর্শক। এআইএফএফের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সুনন্দ ধর বলেছেন, 'আমার আশা আগের মতোই স্টেডিয়াম ভর্তি দেখা যাবে আই লিগের ম্যাচগুলোতে। দর্শকরা একটি ম্যাচের হাঁটবিট। তাঁরা থাকলে ম্যাচের গুরুত্ব বেড়ে যায়।'

এবারের আই লিগে অংশ নিতে চলেছে ১২টি দল। খেলা হবে দেশের ১১টি শহরে। আই লিগ জয়ী দল আগামী মরশুমে আইএসএল খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে কি না সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু উত্তর দিতে পারেননি সাজি। সাজি প্রভাকরণের বক্তব্য, 'এই বিষয়ে আলোচনা চলছে। সিদ্ধান্ত হলে জানানো হবে।'

চেন্নাইয়ানের কাছেও হার

ইস্টবেঙ্গল-০
চেন্নাইয়ান এফসি-১ (ভাফা)

প্রসূন বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : 'ওম্যান লাইফ ফ্রিডম ফর ফুটবল' ম্যাচের ৬৮ মিনিটে জয় সূচক গোলটি করে নিজের জার্সি তুলে এই লেখাটাই তুলে ধরলেন চেন্নাইয়ান এফসি-র ইরানি ফুটবলার ভাফা হাখামানেশি। এই বার্তা কী পৌঁছাল তিনি যাঁদের বার্তা দিতে চেয়েছেন তাঁদের কানে? কিন্তু আইএসএলের অন্য দলগুলোকে তিনি আরেক বার্তা দিয়ে গেলেন, ডেড বল সিচুয়েশনে তাঁকে নজরে না রাখলে এমনই ভুগতে হবে।

যদিও এই জার্সি তুলে দেখানোর জন্য দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখার অপরাধে লাল কার্ড দেখে বসেও গেলেন চেন্নাইয়ানের এই ইরানি ডিফেন্ডার। এখানেই শেষ নয়, বিপক্ষ দশ জনের সুবিধাও তুলতে পারেনি স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের ছেলেরা। ভাপার লাল-কার্ড দেখার চার মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে লাল কার্ড দেখে মার্টিং ইস্টবেঙ্গলের সার্থক গোলুই। ফলে শেষ ১৬ মিনিট দুই দলই দশ জনে খেলল।

এই ম্যাচ নিজেদের উজার করে দেওয়ার মতো একাধিক রসদ ছিল ইস্টবেঙ্গলের সামনে। ডার্বির

প্রশান্ত মোহনের পা থেকে বল কাড়ার চেষ্টায় দুই ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার। –ডি মণ্ডল

হারের পর নিজের ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ হিসেবে দেখার পাশাপাশি গত ম্যাচে জিতে প্রয়াত সমর্থক জয়শংকর সাহার উদ্দেশে সম্মান জানাতে পারত। কিন্তু সবকিছুই যে চাইলেই স্টিফেনের ছেলেদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না তা বোধহয় শুক্রবারের পর ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন লাল-হলুদের ব্রিটিশ কোচ। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে প্রয়াত ইস্টবেঙ্গল সমর্থক জয়শংকরের উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করলেন দুই দলের ফুটবলারার।

তখন ম্যাচের বয়স ৩৬ মিনিট। বিপক্ষের লম্বা একটা এরিয়াল বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে চেন্নাইয়ানের এদিনের গোল স্কোরার ইরানি ফুটবলার ভাফা নিজেদের বক্সের মাথায় পড়ে যান। সেই বল পেয়ে যান ক্লেইটন সিলভা। আগুয়ান গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদারকে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন ক্লেইটন। এই গোল মিসের পর হতাশায় আর চুপ থাকতে পারলেন না। মাথায় হাত দিয়ে ফেললেন স্টিফেন। হাত নামল অনেকক্ষণ পর। তখনই বোধহয় তিনি পড়ে ফেলেন এই ম্যাচের ভাগ্য। এখানেই শেষ নয়, এর কিছু আগেই ক্লেইটনের ডিফেন্স চেরা থ্রু ধরে সামনে দেবজিৎকে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হলেন ভিপি সুহের। এই দুটো গোল হলে প্রথমার্ধেই সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে যেত ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচের শুরুতেই সুহেরের লম্বা থ্রু ধরে অতর্কিত বক্সের মধ্যে ঢুকে গেলেও গোল করতে পারেননি ডোহার্টি। এই আক্রমণ দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা লাল-হলুদ সমর্থকদের খুব বেশিক্ষণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার সুযোগ দেয়নি থমাস ব্রডরিকের ছেলেরা। ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের দশ মিনিটের মধ্যেই বিপক্ষের বক্সের ভিতরে চলে গিয়েছিলেন চেন্নাইয়ানের ক্রোয়েশিয়ান স্ট্রাইকার পিটার স্লিসকোভিচ। কিন্তু তার শট পোস্টে লেগে বাইরে চলে যায়। প্রথমার্ধেই আরও একটি সুযোগ এসেছিল চেন্নাইয়ানের সামনে। ৩২ মিনিটে অনিরুদ্ধ থাপার শট বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুরন্ত শেভ করেন লাল-হলুদ গোলরক্ষক কমলজিৎ সিং।

স্টিফেন দ্বিতীয়ার্ধে নাওরেম মহেশ সিংয়ের জায়গায় নামালেন হিমাংশু জাংরাকে। এরপর একটু আক্রমণ বাড়লেও কাজের কাজটি হয়নি। বরং এই অর্ধে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগে স্লিসকোভিচ বেশ কয়েকবার ঢুকে পড়েন। এলিয়ান্দ্রো ডস স্যান্টোসকেও এদিন পরিবর্তে হিসেবে নামিয়েছিলেন স্টিফেন। দ্বিতীয়ার্ধে অতিরিক্ত সময় পাঁচ মিনিট পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি লাল-হলুদ ফুটবলাররা। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার দুই অ্যাওয়ে ম্যাচেই জয় তুলে নিল চেন্নাইয়ের দলটি।

ইস্টবেঙ্গল : করণজিৎ, ইভান (এলিয়ান্দ্রো), চুংনুঙ্গা, লালরিনজুয়ালা, সার্থক, কিরিয়াকৌ, ডোহার্টি, মহেশ (হিমাংশু), হাওকিপ (অনিকেত), ক্লেইটন, সুহের (মোবাসির)।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন ₹ থানে-এর একজন বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, থানে-এর একজন বাসিন্দা সাহেবরাউ কুন্ডলিকরাও সার্ভেসে-কে 21.08.2022 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39L 63014 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। বিজয়ী বললেন, "ডিয়ার লটারি আমাদের এলাকায় ও তার আশেপাশে বহু সাধারণ মানুষকে কোটিপতি বানিয়ে তাদের জীবন পরিবর্তন করেছে। ডিয়ার লটারি থেকে প্রথম পুরস্কার জিতে নিয়ে আমি ও আমার পরিবারের সকলেই খুবই আনন্দিত বোধ করছি। আমাকে এই বহুমূল্য পুরস্কার দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ডিয়ার লটারির দেওয়া এই বহুমূল্য পুরস্কারের অর্থ আমাকে ও আমার পরিবারকে সুখ ও আনন্দ দেবে ও আমাদের জীবনকে আরও সুন্দরময় করে তুলতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায় এবং কে বিজেতা হচ্ছেন তা সহজেই জানা যায়।"

মুম্বই নয়, নিজেদের নিয়ে ভাবছে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বর : প্রতিপক্ষ এবং পরিসংখ্যান নয়, শুধু নিজেদের নিয়েই ভাবছে এটিকে মোহনবাগান।

মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ খেলতে শনিবার মুম্বই উড়ে যাচ্ছে হুয়ান ফেরান্দোর দল। বাগান এর আগে কখনও জেতেনি এই মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে। এছাড়া ময়দানে একটা চালু মিথ হল, ডার্বি জিতলে পরের ম্যাচটা জিততে পারে না বিজয়ী দল। গত মরশুমেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জয়ের পর মুম্বইয়ে খেলতে গিয়ে ৫-১ গোলে নাস্তানাবুদ হয় মোহনবাগান। এই প্রসঙ্গে হুয়ান ফেরান্দোর জবাব, 'আমি অতীত এবং তথ্য নিয়ে ভাবতে রাজি নই। আগে কী হয়েছে না হয়েছে সেই সব নিয়ে ভাবতে বসে কিছু লাভ হবে না। আমার দল সব ম্যাচে জয়ের লক্ষ্যেই মাঠে নামে। এবারও সেটাই করবে।' ডার্বির গোল স্কোরার মনবীর সিং বলেন, 'আমরা তিন পয়েন্টের লক্ষ্যেই যাচ্ছি। জিতে ফিরতে চাই মুম্বই থেকে। আগের ম্যাচগুলোতে কী হয়েছে, সেসব নিয়ে ভাবলে নিজেদের খেলা খারাপ হবে।'

প্রতিপক্ষ মুম্বই এই লিগের অন্যতম সেরা দল। তবে ডার্বি থেকে তাঁর নিজের দলেও যে ছন্দে ফিরেছে, এই কথা জানাতে দ্বিধা করছেন না বাগান কোচ। দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত ফেরান্দো। বলেছেন, 'পেত্রাতোস অসাধারণ। ও আসায় আমার দলের আক্রমণে ঝাঁঝ এসেছে।' নিজের দলের সার্বিক পারফরমেন্সও ভালো হয়েছে বলে মনে করছেন ফেরান্দো। বিশেষ করে ট্রানজিশনে দল যেসব ভুল করছিল, সেই সব এখন আর হচ্ছে না বলে মত তাঁর।

চ্যাম্পিয়ন স্বপন-সুধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : হাকিমপাড়ার গিরিশ ঘোষ সরণিতে ভারতী, শেফালি দে, ইরা ঘোষ ও মিনু বসু ট্রফি ওপেন অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন স্বপন মজুমদার-সুধীন পাল। শুক্রবার ফাইনালে তাঁরা ১৪১ পয়েন্টে হারিয়েছেন সঞ্জয় দে-শ্যামল বাগচীকে। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ বসু। স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে ৪১৯ পয়েন্টে তাঁদের জয় এসেছে জেপি বণিক-জেএন সাহার বিরুদ্ধে। পুরস্কার তুলে দেন আয়োজক সুকান্ত বসুর মা দেবীরানি বসু, স্ত্রী গোপা বসু প্রমুখ।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in